শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বা

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদে গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥

ভগবদিচ্ছায়

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কর্ত্তৃক

রাজপুর গিরীশ বিদ্যারত্ন অনাথ-ভাণ্ডারের
কথঞ্চিৎ পুষ্টি সাধনোদ্দেশে
বাঙ্গালা কবিতাচ্ছন্দে
রূপান্তরিত।

সন ১৩০. সাল।

 মূল্য। পাঁচ আনা।

পদ্মনাভ-মুখপদ্মে উদ্ভব যাহার,
সে গীতা সুগীতা করা বিহিত সবার।
অন্য বহুবিধ শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন
গীতাই পরম তত্ত্ব করে নিরূপণ।
সংসার-সাগর ঘোর তরিতে যে চায়,
গীতা তরি চড়ি' সুখে পর পারে যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বিজ্ঞপ্তি।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

শ্রীমৎপদ্মনাভের মুখপদ্ম-বিগলিতা, তৎপদাব্জ-সেবার্থী-দিগের দাস্যভক্তি-প্রদায়িনী এবং মুমুক্ষুগণের নির্ব্বাণ-মুক্তিবিধায়িনী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা তাঁহারই অনুকম্পায় বাঙ্গালা কবিতাকারে প্রকাশিত হইল। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল শ্রীভগবানের এই অমৃতরস-নিস্যন্দিনী গীতা সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের সুগোচরার্থ বাঙ্গালা কবিতাচ্ছন্দে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমার কোন সুহৃদ্বর আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু যাহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিজিতেন্দ্রিয় সংযতাত্মা যোগীন্দ্র-নিকরেরও দুর্জ্ঞেয়, মাদৃশ চিরমোহান্ধ পাপকৃত্তম নরাধম তাহাতে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারে না, এইরূপ বোধে উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমতঃ আমার সাহস হয় নাই। পরে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহে ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মনে হইল, যদি অনূদিত গ্রন্থখানি প্রাতঃ-স্মরণীয়-কীর্ত্তি পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীগিরীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত রাজপুর অনাথ-ভাণ্ডারের (দরিদ্র

যত্নের) সম্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে অনাথ শরণ শ্রীভগবান্ অনাথ-মণ্ডলীর প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ এই কার্য্য সুসিদ্ধ করাইতে পারেন। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় এই বিশ্বাসটী হৃদয়ে দৃঢ়-নিবদ্ধ হওয়াতে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ভাবিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করা ঘটিল, এবং বর্ষৈককাল পূর্ণ হইতে না হইতেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় কোনরূপে কার্য্য সমাধা হইল। অনন্তর পাণ্ডুলিপি খানি পরিদর্শনার্থ শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র কতিপয় সুবিচক্ষণ ভাগবতের হস্তে প্রদত্ত হইলে তাঁহারা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনাদির উপদেশ দিয়া ইহার সত্বর মুদ্রণের জন্য প্রোৎসাহিত করেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহার সত্বর মুদ্রণ-কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই; সম্প্রতি যাঁহার শক্তিতে এ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কিতও হইল। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে আমার যে সুহৃদ্বরের অনুরোধ ও আগ্রহে এ কার্য্য নিষ্পাদিত হইল, দুরত্যয় কালের প্রভাবাতিশয্য বশতঃ অনুদিত গ্রন্থখানি তাঁহার নয়ন-গোচর হইল না। কেননা আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই তিনি জীবলীলা পরিসমাপন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভগবদ্ধামে প্রয়াণ করেন। যাহা হউক, কাল যখন অনতি-ক্রমণীয়, তখন তৎকৃত কার্য্যের নিমিত্ত অনুশোচনা নিরর্থক। এক্ষণে গীতা-সন্নিবিষ্ট শ্রীভগবৎ-বাক্যাবলি ভাষান্তরিত অবস্থায় যদি ভিন্নার্থ-বোধক না হইয়া থাকে

এবং যদি ইহাতে নিয়োগ-কর্ত্তা শ্রীভগবদ্ধাম গত আমার পরম হিতৈষী সুহৃদের অভিপ্রায় ও আমার পূর্ব্বোক্ত হৃদ্‌গত উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধ হয়, তবেই এই তুচ্ছ জীবন সার্থক।

এস্থলে প্রকাশ থাকা উচিত যে আমার ধরাতল-গতা প্রত্যক্ষ-দেবতা মাতৃদেবীর প্রীতির নিমিত্ত এই অনূদিত গ্রন্থখানি নিত্য-সেবনীয়-চরণ শ্রীগিরীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রাজপুর অনাথ-ভাণ্ডারের সম্পত্তি রূপে পরিণত হইল। ইহাতে বা ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে আমার বা আমার কোন আত্মীয়জনের কোনই স্বত্ব রহিল না। ইহার সকল প্রকার স্বত্বভোগেই উক্ত অনাথ-ভাণ্ডার পূর্ণ অধিকারী রহিল।

রাজপুর, জেলা ২৪ পরগণা সোনারপুর পোঃ অঃ	শ্রীমদ্ভগবদ্দাসানুদাস অনুবাদক

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	৩	সময়-চত্বরে	সমর-চত্বরে
৫	৫	স্পন্দহীন মম	বিবশ হ'তেছে
৫১	২৬	স্মক লসক	কর্ম্ম সকল
১০০	১৯	তত্বজ্ঞান-যজ্ঞে	তত্ত্বজ্ঞান-যজ্ঞে
১১৬	৪	আত্মানাত্ম	আত্মানাত্ম
১৫১	৯	ভরত-দীপ	ভারত-দীপ
১৭২	২৩	দেওয়া	দেওয়া যায় না
১৭৩	১	ভবত-দীপ	ভারত-দীপ
১৮৪	২০	প্রচাব	প্রকার

ওঁ তৎসৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

অর্জ্জুন-বিষাদ ।

যুদ্ধ হেতু কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব
সমবেত যে সময় ল'য়ে সৈন্য সব,
রণের বারতা নিজে জানিবার আগে,
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ে সম্ভাষে :--
কহ দূত, ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্র স্থলে
যুদ্ধ কামনায় যবে মিলিত সকলে,
কৌরবের পাণ্ডবের যত সেনা ছিল,
তা'র মধ্যে কে কখন্ কি কাজ ক'রল
সঞ্জয় কহিল তবে যোড় করি' কর,
যুদ্ধের সংবাদ বলি, শুন নরেশ্বর ।
ব্যূহ রচি' আছে হেরি' পাণ্ডু-সৈন্যগণ
দ্রোণাচার্য্যে ডাকি' কহে রাজা দুর্য্যোধন :—
বুদ্ধিমান্ তব শিষ্য দ্রুপদ-তনয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, দেখ গুরু, ব্যূহ করি' রয় ।

পাণ্ডবের সেনা যত করহ দর্শন,
নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত করিবারে রণ।
সাত্যকি, বিরাট আর দ্রুপদ নৃপতি,
ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ বীর্য্যবান্ অতি,
পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, রাজা চেকিতান্
শৈব্য নরপতি সব বলের প্রধান,
যুধামন্যু রাজা যা'র বিক্রম অপার,
উত্তমৌজা সমুদয় বলের আধার,
অভিমন্যু বীরবর সুভদ্রা-তনয়,
দ্রৌপদীর পুত্রগণ সমবেত রয়।
ইহাদের সকলেই মহাধনুদ্ধর,
মহারথ, মহাবীর, মহাবলধর।
সকলেই ভীম আর অর্জ্জুন সমান,
সকলেই রণ-আশে আছে বিদ্যমান্।
আমার পক্ষেতে যা'রা সমর-কুশল,
সৈন্যের নায়ক মম, যা'রা মহাবল,
প্রধান প্রধান শূর আছে যত জন,
তাহাদের নাম বলি, করহ শ্রবণ।
তুমি, আমি, কর্ণ, কৃপ অজেয় সমরে,
সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা নাম ধরে,
অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, বিকর্ণ সোদর,
আর আর মহাবীর, বদ্ধ-পরিকর,
নানা অস্ত্র শস্ত্র সহ আছে উপস্থিত,
প্রাণ দিতে মোর তরে নহে সঙ্কুচিত।
কিন্তু মনে মনে মম হ'তেছে সংশয়,
অপার সাগরাকার এই সৈন্যচয়

যদিও সর্ব্বদা ভীষ্ম করেন রক্ষণ,
ভীম-সৈন্য-সমকক্ষ না হ'বে কখন।
ব্যূহ-মুখে থাকি,' এবে নিজ সৈন্য ল'য়ে,
পিতামহে কর রক্ষা তোমরা নির্ভয়ে।
এরূপ কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন,
বৃদ্ধ পিতামহ, তা'র প্রীতির কারণ,
ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ি' উচ্চরবে,
শঙ্খধ্বনি বীরবর করিলেন তবে।
শংখ, ভেরী, শৃঙ্গ আর পটহ, মাদল,
সহসা তাহার পর বাজিল প্রবল।
সিতাশ্ব-সংযুত রথে, পুলকিত-মন,
মাধব, পাণ্ডব, শংখ বাজান তখন
পাঞ্চজন্য বাজে ঘন জনার্দ্দন-মুখে
দেবদত্ত বাজালেন ধনঞ্জয় সুখে।
পৌণ্ড্রধ্বনি ভীমকর্ম্মা বৃকোদর করে,
অনন্ত-বিজয় বাজে যুধিষ্ঠির-করে।
নকুল সুঘোষ শংখ বাজায় পুলকে,
সহদেব ধ্বনি করে মণি-পুষ্পকে।
কাশীরাজ সুবিপুল ধনুক যাহার,
বিরাট বিশিষ্ট যোধ, শিখণ্ডী দুর্ব্বার,
সাত্যকি, সমরে যা'র নাহি পরাজয়,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ ও দ্রৌপদী-তনয়,
মহাবাহু অভিমন্যু সুভদ্রা-নন্দন,
আপন আপন শংখ করিল বাদন।
ভূতল গগন সেই নিনাদে পূরিল,
শতধা কৌরব-হিয়া তাহে বিদরিল।

প্রথম অধ্যায়।

সমরে উদ্যোগী হ'য়ে কৌরব নিকর
অবস্থিত আছে হেরি', শুন নরেশ্বর।
গাণ্ডীব তুলিয়া করে, করি' সম্বোধন,
হৃষীকেশে গুডাকেশ কহেন তখন :-
উভয় সৈন্যের মধ্যে ল'য়ে রথবর,
স্থাপন করহ সখা, অতি দ্রুততর,
সুদুর্ব্বুদ্ধি কৌরবের করিবারে হিত
যুদ্ধ-কামনায় যা'রা হেথা উপস্থিত,
কোন্ যোধ সহ আমি, তা'দের ভিতরে,
প্রবৃত্ত হইব, দেখি, দারুণ সমরে।
অর্জ্জুনের কথা শুনি' দেব জনার্দ্দন,
যথাস্থানে রথ ল'য়ে করেন স্থাপন।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি' ছিল বীর যত
যে সকল রাজা রণে হ'ল সমাগত,
তা'দের সম্মুখে রথ রাখিয়া কেশব,
কহিলেন পার্থ, এবে নিরখ এ সব।
উভয় পক্ষেতে দৃষ্টি করি' সঞ্চালন,
দেখেন অর্জ্জুন হ'য়ে আশ্চর্য্য তখন,
পিতা, ভ্রাতা, পিতামহ বিক্রমে অতুল,
শ্যালা, পুত্র, পৌত্র, গুরু, শ্বশুর মাতুল
কুটুম্ব, সুহৃৎ, সখা, আত্মীয়, স্বজন,
সকলেই সমবেত করিবারে রণ।
নেহারি' উভয় সৈন্যে বান্ধব-নিচয়,
কৃপায় গলিয়া গেল পার্থের হৃদয়;
উচ্ছলিত শোকাবেগে কাতর হইয়া
কহিবারে লাগিলেন কৃষ্ণে সম্বোধিয়া :

এই যে স্বজন-চয়
বদ্ধ-পরিকর রয়
যুদ্ধ-আশে সময়-চত্বরে,
হেরি' সখা! এ সবায়
স্পন্দহীন মম কায়,
শুষ্ক মুখ, বাক্য নাহি সরে।

রোমাঞ্চিত এ শরীর,
দেখ চেয়ে, নহে স্থির,
থর থর কাঁপিছে সঘনে,
গাণ্ডীব পড়িছে খসি',
ধরিতে না পারি অসি,
পুড়ি যেন সন্তাপ-দহনে!

কেন বা হ'তেছে হেন,
ঘুরিতেছে মন যেন,
থাকিতে পারিনা যেন আর,
কু-লক্ষণ সব ঠাঁই,
মঙ্গল কোথাও নাই,
চারিদিকে শোক-পারাবার

এসেছি করিতে রণ,
রণে কিবা প্রয়োজন,
স্বজনের নিধন-সাধনে,
বিজয় না চাহি আর,
রাজ্য-সুখ অতি ছার,
কাজ নাই রাজ-সিংহাসনে।

রাজ্য যাহাদের তরে,
তা'রা যদি প্রাণে মরে,
কি ফল তাহাতে জনার্দ্দন!
কাহার সহিত তবে
কি সুখ ভুঞ্জিব ভবে,
জীবনে বা কোন্ প্রয়োজন!

পিতামহ, পিতা, পুত্র,
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র,
আচার্য্য, শ্যালক আদি সবে,
রাজ্যধন পরিহরি'
প্রাণে অবহেলা করি'
উপস্থিত এ ঘোর আহবে।

কহ সখা! কি প্রকারে,
বধি আমি এ সবারে,
কাটি' সব স্নেহের বন্ধন,
আপনি যদিও মরি,
তথাপি না ইচ্ছা করি,
এ সকলে করিতে নিধন!

পাই যদি ত্রিভুবন,
তবু না করিব রণ,
কিবা ছার এ মহীমণ্ডল,
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রচয়
যুদ্ধে যদি হত হয়,
তাহাতেও কিবা সুখ বল!

আততায়ী (১) শত ভাই,
কিন্তু বধে কাজ নাই,
বধ-যোগ্য তা'রা কভু নয়,
আত্মীয় স্বজনগণে
নাহি সুখ বিনাশনে,
পাপমাত্র করিবে আশ্রয়।

আপনার কুল ক্ষয়
করিলে যে দোষ হয়,
মিত্রবধে যে পাপ-সঞ্চয়,
লোভে জ্ঞান হারাইয়া,
সে পাতক না দেখিয়া,
মত্ত যদি ইহারাই রয়,

বল সখা জনার্দ্দন!
কেমনে করিব রণ,
জানিয়া'ও আমরা সকল,
যাহে হেন মহাপাপ,
নিদারুণ মনস্তাপ,
জানি' তাহা কেন করি বল!

---

(১) গৃহদাহকারী, বিষদানকারী, শস্ত্রোদ্যতকারী, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী এই ছয় প্রকার শত্রুকে আততায়ী কহে। সমীপাগত আততায়ীকে কোন বিচার না করিয়া বধ করাই বিধি, তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না।

হয় যবে কুল-ক্ষয়,
কুল-ধর্ম্ম নাহি রয়,
সনাতন, তবু নাশ তা'র,
নষ্ট হ'লে ধর্ম্ম-ধন
কুলে থাকে যত জন
বহে তা'রা অধর্ম্মের ভার।

অধর্ম্মের আক্রমণে,
কুলের বনিতাগণে
ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হয়,
ঘটে যদি ব্যভিচার,
কি কব কেশব আর,
সঙ্করের (১) উদ্ভব নিশ্চয়।

সঙ্কর-সম্ভব হ'লে,
কুল-হন্তা যে সকলে,
কুল সহ নরকে মগন,
পিতৃ পিতামহ তা'র,
পিণ্ড নাহি পায় আর,
স্বর্গ হ'তে তা'দেরো পতন।

কুলঘ্নের দোষ-বশে,
কুল-নাশ হ'লে শেষে,
জাতি-ধর্ম্ম দেখ পায় লয়,
কুল-ধর্ম্ম সনাতন,
তাও রহে কতক্ষণ,
এই দোষে নষ্ট তাহা হয়।

(১) সঙ্কর বর্ণসঙ্কর, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন জাতি

কুল-ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে,
শুনেছি সকলে বলে,
মনুষ্যের নরকে নিবাস,
বল কৃষ্ণ! কি প্রকারে
মানুষের হ'তে পারে
হেন কর্ম্মে কখন প্রয়াস!

হায়, সেই বন্ধুজনে
রাজ্য-লোভে বধি' রণে
তুচ্ছ করি' দারুণ সন্তাপ,
সুসজ্জিত হ'য়ে সবে,
দেখ সখা! এ আহবে
করিতে বসেছি কত পাপ!

অস্ত্র শস্ত্র তেয়াগিয়া
প্রতিকার না করিয়া
থাকি যদি আমি এ সময়,
যদি কৌরবের বাণ
নাশে তাহে মোর প্রাণ,
মঙ্গলের কারণ তা' হয়।

বিষাদে এরূপ কহি',
রথের উপরে রহি'
ধনুর্ব্বাণ তখনি ত্যজিয়া,
কপিধ্বজ মহামতি,
শোকেতে কাতর অতি,
অধোমুখে রহেন বসিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য-যোগ।

সঞ্জয় কহিল, এবে শুনহ রাজন্!
কৃপা-বশে অশ্রুময় আকুল-নয়ন,
নিরখি' অর্জ্জুনে অতি বিষাদ-অন্তর,
শ্রীমধুসূদন তাঁ'রে ক'ন অতঃপর :—
আর্য্যগণ যা'রে, সখা, না দেন আশ্রয়,
অর্গল-রূপেতে যাহা স্বর্গ-পথে রয়,
কোথা হ'তে, এ সঙ্কটে, সে অযশ-কর
মোহ আসি' আবরিল তোমার অন্তর!
কাতর না হও সখা! তুমি এ সময়,
হেন অবসাদ তব সমুচিত নয়।
পরন্তপ তুমি পার্থ! তবে কি কারণ
পর-নিপীড়নে আছ নিরস্ত এখন।
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা করি' পরিহার,
উঠিয়া সমরে শত্রু করহ সংহার।
অর্জ্জুন কহেন, শুন দেব চক্রপাণি!
পিতামহে দ্রোণাচার্য্যে, গুরু ব'লে মানি
পূজনীয় মোর কাছে এঁরা অনুক্ষণ,
কি রূপে, বলহ তবে অরাতি-সূদন!

এই ভীষ্ম-দ্রোণ সহ, ভীষণ সমরে,
প্রতিযুদ্ধ করি আমি সুশাণিত শরে !
মহোদয় গুরুগণে বধ না করিলে,
ভোগসুখ ভাগ্যে যদি কভু নাহি মিলে,
সে সুখে বঞ্চিত হ'য়ে ভিক্ষান্নে জীবন
যদি আমাদিগে হয় করিতে ধারণ,
পরম মঙ্গল সখা ! তাহাও নিশ্চয়,
সুখ হেতু গুরু-বধ তবু ভাল নয়।
সুখ-আশে করি যদি গুরুর নিধন,
পরলোকে দুঃখ শুধু নহে কদাচন।
দূরে থাক্ পরলোক, নরকের ক্লেশ,
এখানেই সহিবারে হইবে অশেষ।
কেননা গুরুর বধ করিয়া সাধন,
যে সুখের দ্রব্য-ভোগে কাটা'ব জীবন,
গুরুর রুধিরে সিক্ত সে সব হইবে,
সুখস্থানে দুঃখরাশি আপনি পশিবে।
আমরা কৌরবগণে করি পরাজয়,
অথবা তাহারা করে আমাদিগে জয়,
উভয়ের মধ্যে সখা ! শুভকর যাহা,
এখনও বুঝিবারে নাহি পারি তাহা :
যাহারা মরিলে মোরা না চাহি বাঁচিতে,
সে কৌরবগণে পাই সম্মুখে দেখিতে।
ইহারা নিহত হ'লে কেমনে বাঁচিব,
কুল-ক্ষয় মহাপাপে কি রূপে তরিব,
এই কাতরতা আসি' বীরত্ব আমার,
নষ্ট করিয়াছে কৃষ্ণ ! নাহি বল আর।

অভিভূত হইয়াছি আমি অতিশয়,
না পারি বুঝিতে, এবে উচিত কি হয় ?
যুদ্ধই মঙ্গল, কিংবা রাজ্য পরিহরি'
ভিক্ষায় বিজন বনে দিনপাত করি.
ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহে, নারি বুঝিতে এখন,
সংশয়-দোলায় মম দুলিতেছে মন।
এ দুয়ের মধ্যে যাহা সুবিহিত হয়,
উপদেশ দেহ তাহা করিয়া নিশ্চয়।
শিষ্য আমি, লইয়াছি শরণ তোমার,
উচিত, অচ্যুত, কহ করিয়া বিচার।
নিষ্কণ্টক রাজ্য যদি পাই মহীতলে,
কিংবা আধিপত্য লভি অমর-মণ্ডলে,
তবু শোকে অভিভূত হ'বে মম মন,
এ শোক নিবারে, কিছু না দেখি এমন।
অতএব আমি, সখা, না করিব রণ,
বলি' মৌনভাবে র'ন কুন্তীর নন্দন।
অর্জ্জুনের ভাবান্তর এরূপ হেরিয়া
কহিলেন যাদবেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়াঃ-
যাহাদের তরে শোক সমুচিত নয়,
তা'দেরি নিমিত্ত কাঁদ, একি বিপর্য্যয় !
কহিতেছ মুখে, বটে, বিবেকীর কথা,
তথাপি লাগি'ছে হৃদে বিয়োগের ব্যথা !
মৃত বা জীবিত লাগি,' পণ্ডিত যে জন,
শোক তাপে অভিভূত না হন কখন।
তুমি, আমি কিংবা এই নরপতি সবে,
আগে কি আমরা কেহ না ছিলাম ভবে ?

এই বারই এসেছি কি নিঃশেষ হইতে,
আর কি কখন কা'রে না হ'বে আসিতে ?
তা নয়, ছিলাম মোরা, হ'ব পুনর্ব্বার,
জনম মরণ নাই কখন কাহার।
শৈশব, যৌবন, জরা দেহেতে যেরূপ,
অন্য দেহপ্রাপ্তি, জেন, ঠিক সেইরূপ।
এক দশা গত হ'লে অন্য দশা ভোগ,
দেহান্তেও সেইরূপ দেহান্তর-যোগ।
দেহনাশে আত্মা কভু বিনষ্ট না হয়,
পণ্ডিতেরা ভাবি' ইহা শোকে মুগ্ধ নয়।
বিষয়ের সহ হ'লে ইন্দ্রিয়-সংযোগ,
শীত তাপ সুখ দুঃখ হ'য়ে থাকে ভোগ। (১)
কিন্তু সে সকল, বল, কতক্ষণ তরে,
এই আছে দেখিতেছ, এই নাই পরে।
অতএব এ সংযোগ সহ অনুক্ষণ,
হয় বিষাদের বশ না হিও কখন।
সুখ দুঃখে সম ভাবে যেই ধীর থাকে,
ব্যথা দিতে এ সংযোগ নাহি পারে তাঁকে;
অনিত্যে ছাড়িয়া, নিত্য দেখি' জ্ঞান-বলে,
মোক্ষ লাভ সেই জন করে কুতূহলে।

(১) জীবগণ যে সুখ দুঃখ ভোগ করে, প্রকৃত পক্ষে তাহা কিছুই নহে। বাহ্য বিষয়ের সহিত দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেই সুখ বা দুঃখ বিশেষের অনুভব হইয়া থাকে, আবার এই সংযোগের অভাব হইলেই সুখ বা দুঃখ তিরোহিত হয়। স্বরূপতঃ উহা কিছুই নহে।

যদি বল শীত তাপ দুঃখ সমুদয়
কেমনে সহিবে, পাছে আত্ম-নাশ হয়,
তাহার উত্তরে কহি, শুন দিয়া মন,
বিষয়ের সুখ দুঃখ না থাকে কখন।
আত্মাই কেবল নিত্য, সতত-প্রকাশ,
আ সে যায় জীবদেহে, নাহি তা'র নাশ
দেহই অনিত্য জেন, তা'রি হয় লয়,
দেহস্থিত আত্মা কভু সেরূপ ত নয়।
কোথাও কখন নাহি পরিমাণ তা'র,
যুদ্ধ রণে করি' এবে শোক পরিহার।
আত্মাকে বিনাশকর্ত্তা ভাবে সেই জন
অথবা যে ভাবে তা'রে বিনষ্ট কখন,
উভয়ের মধ্যে কেহ নহে জ্ঞানবান্,
আত্মা কা'রে নাহি বধে, নহে বধ্যমান
জনন মরণ কিছু না আছে তাহার,
একবার হ'য়ে পুনঃ না হইবে আর।
অনাদি অব্যয় আত্মা এক রূপ রয়,
পরিমাণ নাহি তা'র, নাহি বৃদ্ধি ক্ষয়;
নব নব রূপ ধরি' না হয় নূতন,
দেহ-নাশে তা'র নাশ না ঘটে কখন।
'জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি নাহিক তাহার'
পারিয়াছে যে বুঝিতে এই তত্ত্বসার,
কহ সখা, কি রূপে সে বধ করে কা'য়,
আদেশিয়া কাহা'কে বা বিনষ্ট করায়?
জীর্ণ বাস লোকে যথা করি' পরিহার,
নূতন বসন ল'য়ে করে ব্যবহার,

সেইরূপ জরাজীর্ণ হয় যবে কায়,
ত্যজি' তাহা নবদেহে দেহী চলে যায়।
ইহাকে করিতে ছিন্ন অস্ত্র নাহি পারে,
ইহাকে করিতে দগ্ধ হুতাশন নারে।
ইহাকে করিতে সিক্ত নাহি পারে জল
ইহার শোষণে নহে পবন প্রবল।
দাহ ছেদ ক্লেদ শোষ বিকার রহিত,
সর্ব্বব্যাপী চিরস্থির, জন্ম-বিবর্জ্জিত;
জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান-বলে না পায় ইহারে,
ধ্যানেতেও মন কভু ধরিতে না পারে
কখনই নহে ইহা ইন্দ্রিয়-গোচর,
এই তত্ত্ব জানি' এবে শোক দূর কর।
ইহাতেও যদি তব না যায় সংশয়,
যদি বল দেহ সহ আত্মার উদয়,
আবার বিলয় তা'র দেহেরি সহিত,
তথাপি তাহাতে শোক নহে সমুচিত।
কেননা হইলে জন্ম, অবশ্য মরণ,
কর্ম্ম-বশে পুনঃ জন্ম হয় সংঘটন।
অতএব পরিহার নাহিক যাহার,
তাহার নিমিত্ত শোক কেন বৃথা আর।
কোথা হ'তে আসে জীব নাহি জানা যায়
কে জানে নিধনে পুনঃ কোথায় লুকায়।
জন্ম মরণের মধ্যে কিছু দিন তরে,
প্রকাশ হইয়া শুধু আত্মীয়তা করে।
তবে সখা, আদি অন্তে নাহি জানি যায়
কিরূপে আপন ব'লে মানি বল তা'য়।

তাহার নিমিত্ত, বল, তবে কি কারণ,
শোক তাপে অভিভূত করি নিজ মন।
গুরু-উপদেশে আর শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
যখন লভিয়া জ্ঞান বুঝে নরগণে,
জ্ঞানানন্দময় আত্মা, নিত্য, সনাতন,
অসম্ভব কার্য্য ইহা করে সম্পাদন,
অঘটন যাহা কিছু, সহজে ঘটায়,
ইহার চেষ্টিত সব ইন্দ্রজালপ্রায়,
বিস্ময়ে ইহারে দেখে কেহ বা তখন,
কেহ বা বিস্ময়ে করে ইহার বর্ণন,
কেহ বা বিস্মিত হয় শুনিতে শুনিতে,
শুনিয়াও কেহ কিছু না পারে বুঝিতে।
অবধ্য অচ্যুত আত্মা দেহ মধ্যে রয়,
কোথাও কখন তা'র নাহিক বিলয়।
অতএব জীব-বধে হইয়া শঙ্কিত,
কাহারো নিমিত্ত শোক নহে সমুচিত।
আপনার ধর্ম্ম প্রতি চাহি' একবার
ভয়ে বিকম্পিত তুমি হইও না আর।
যুদ্ধই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, সবার বিদিত,
ধর্ম্ম্য যুদ্ধ বিনা তা'র নাহি কিছু হিত
বিনা প্রার্থনায় হয় যে যুদ্ধ-ঘটন,
স্বর্গের অর্গল তাহা করে উদ্ঘাটন।
হেন যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় পায় ভাগ্যবলে,
তাহার সমান সুখী নাই ভূমণ্ডলে।
যদি তুমি নাহি কর এ ধর্ম্ম্য সমর,
স্বধর্ম্মের নাশে পাপ ঘটিবে বিস্তর।

অযশ তোমার সবে করিবে কীর্ত্তন,
কিছুতে তাহার লোপ না হ'বে কখন
সমর্থের অপযশ, পার ত বুঝিতে,
দুঃখ দেয় সমধিক মরণ হইতে।
যে সকল বীর তোমা দেয় বহুমান,
তাহাদের কাছে তুমি হ'বে হতমান
ভাবিবে তাহারা, পার্থ ভয়েতে কাতর,
নিবৃত্ত হইল আজি করিতে সমর।
বিপুল বিক্রমে নিন্দা করিয়া তোমার
অকথা অনেক তা'রা করিবে প্রচার
বিবেচনা করি' সখা, দেখ ভাল মতে,
কি আর অধিক দুঃখ আছে তাহা হ'তে?
হত যদি হও রণে, স্বর্গধামে যা'বে,
লভিলে বিজয়, হেথা ভূমণ্ডল পা'বে
অতএব কালক্ষেপে কিবা প্রয়োজন
কাতরতা ত্যজি' এবে উঠি' কর রণ
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
সকলি সমান, ইহা মনে যদি রয়,
তা'হ'লে কিছুতে নাহি পরশিবে পাপ,
সমরে প্রবৃত্ত হও, ত্যজি' শোক তাপ
যে জ্ঞানেতে আত্মতত্ত্ব হয় প্রকাশিত,
তাহা এবে পার্থ! তব হইল বিদিত।
কর্ম্ম-যোগে চিত্তশুদ্ধি হয় যে প্রকারে
তাহাই এখন আমি কহিব তোমারে
এই জ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে, আর কদাচন
সহিতে না হইবেক কর্ম্মের বন্ধন।

সত্য বটে কর্ম্ম-যোগে বহু বিঘ্ন রয়,
অঙ্গ-হানি হ'লে তাহে নাহি ফলোদয়
কিন্তু যদি ঈশ্বরেতে ফল সমর্পিয়া,
অনুষ্ঠান করা যায় নিষ্কাম হইয়া,
বিফলে সে ক্রিয়া কা'রো না যায় কখন,
কোনরূপ বিঘ্ন নাহি ঘটে কদাচন।
কাম-শূন্য কর্ম্ম যদি সামান্যও হয়,
তথাপি ঘুচায় তাহা সংসারের ভয় (১)
না হইয়া বশীভূত ফল-কামনার,
ঈশ্বরের আরাধনে অনুষ্ঠান যা'র,
'তাঁহাতে থাকিলে ভক্তি তরিব নিশ্চয়'
হৃদয়ের ভাব যা'র এইরূপ হয়,
একমাত্র বুদ্ধি তা'র এক পথে যায়,
কামনা-শীলের বুদ্ধি নানা দিকে ধায়।
ঈশ্বরের তুষ্টি হেতু কর্ম্ম নহে তা'র,
খুঁজি' সে বেড়ায় শুধু সুখ আপনার।
অঙ্গহানি সুতরাং সে কর্ম্মে হইলে,
কোনরূপ ফল আর তাহে নাহি মিলে
অন্য কর্ম্মে মতি তা'র আপনিই যায়,
দেখে, অন্য পথে যদি ফল কিছু পায়।
এইরূপে বহু শাখা তা'র বুদ্ধি ধরে,
ঈশ্বর-বিমুখ হ'য়ে বিপথে বিচরে।

---

(১) ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্তই যদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে সেই কর্ম্ম অতি সামান্য হইলেও তাহা হইতেই ভবভয় দূর হইয়া থাকে, অর্থাৎ আর এই ভববন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না।

অঙ্গহানি নিষ্কামের কর্ম্মে যদি হয়,
দোষের কারণ তবু কখন তা' নয়।
ফলের প্রয়াসী সে ত নহে কদাচন,
কর্ম্ম করে ঈশ্বরের প্রীতির কারণ।
তাঁ'রি কাজ ভাবি' করে শকতি যা' হয়
তাহাতেই ঘুচে তা'র সংসারের ভয়।
বিষ-লতা প্রায় হয় যে সব বচন, (১)
আপাততঃ মনোহর শ্রবণ-রঞ্জন,
তাহাতেই পরিতুষ্ট যে সকল নর,
ফলপ্রদ বেদে মুগ্ধ যা'দের অন্তর,
স্বর্গ-আদি সুখ ছাড়া আছে কিছু আর,
যাহারা কখন ইহা না করে স্বীকার,
ফল-কামনায় যা'রা করে অনুষ্ঠান,
স্বর্গ-মাত্র পুরুষার্থ, যাহাদের জ্ঞান,
জন্ম, কর্ম্ম-ফল-ভোগ যে সব ক্রিয়ায়,
সম্পত্তি-লাভের পথ পরিষ্কৃত যায়,
সে ক্রিয়া প্রকাশ করে যে মিষ্ট বচন,
তাহাতেই অপহৃত যাহাদের মন,

(১) যাহারা আপাত-মনোহর শ্রবণ রঞ্জন বাক্যে অনুরক্ত, নানাবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্য যাহাদিগের প্রীতিকর, স্বর্গাদি ফল সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই যাহারা স্বীকার করে না, যাহারা কামনা-পরায়ণ, যাহাদের জ্ঞানে স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত বিবিধ ক্রিয়া-প্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের মন অপহৃত; যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত অনুরক্ত, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

'ঈশ্বরের আরাধনে তরিব নিশ্চয়,
এই স্থিরবুদ্ধি কভু তা'দের না হয়।
ভোগ আর ঐশ্বর্য্যেতে অনুরক্ত যা'রা,
সমাধি-নিবিষ্ট হ'বে কি রূপে তাহারা
কামীর কামনা-সিদ্ধ বেদ হ'তে হয়,
কর্ম্ম ফল ভোগ মাত্র, অন্য কিছু নয়।
তুমি সখা, কামনারে কর পরাভব,
শীত তাপ সুখ দুঃখ সহ্য কর সব।
অলব্ধ বস্তুর লাভে ক'রনা যতন,
লব্ধের রক্ষায় ব্যস্ত থেকো না কখন।
মত্ত হইওনা কভু বিষয়ের মদে,
ধৈর্য্য-বলে রহ স্থির সম্পদে বিপদে।
এইরূপে ত্রিগুণের হইয়া অতীত,
নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মে সদা রহ অবস্থিত।
বাপী কূপ, তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে,
যে যে প্রয়োজন সাধে মনুষ্য-নিচয়ে,
এক-মাত্র মহাহ্রদে সেই সব হয়,
অভাব তাহাতে কা'রো কিছুই না রয়।
সেই রূপ বেদে দেখ যে যে কর্ম্ম-ফল,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মনিষ্ঠ পায় সে সকল।
'ঈশ্বরের আরাধনে সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল
হয় যদি কর্ম্ম তবে কেন করি বল,'
এ কথা যদ্যপি মনে হয় হে তোমার,
তাহে বলি, কর্ম্মে তব হ'ক অধিকার।
কর্ম্ম কর, তত্ত্বজ্ঞান লভিবার আশে,
ফলের কামনা যেন তাহাতে না আসে

কর্ম্ম-ফল বন্ধনের প্রধান সাধন,
তা'ই বলি, তাহে বাঞ্ছা ক'র না কখন।
যদি বল, 'ভোজনান্তে তৃপ্তি যথা হয়,
কর্ম্ম করিলেই ফল ঘটিবে নিশ্চয়,'
আপনি ঘটিলে ফল ক্ষতি নাহি তা'য়,
প্রবৃত্ত না হও কর্ম্মে ফল-কামনায়।
কামনা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অনুক্ষণ,
অকরণে মন যেন না হয় কখন।
ঈশ্বরের প্রসাদনে কর্ম্ম আচরিবে,
যাহা কিছু কর, তাহে আসক্তি ত্যজিবে;
হ'ক বা না হ'ক সিদ্ধি, না দেখিবে তা'য়,
ভগবানে সমর্পিবে ফল সমুদায়।
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে জ্ঞান সমান করিবে,
ইহাকেই কহে যোগ নিশ্চয় জানিবে।
ঈশ্বরের প্রীতি হেতু যাহা করা যায়,
নিকৃষ্ট তা' হ'তে কর্ম্ম ফল-কামনায়।
তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্ম সংশয়-রহিত,
সেই কর্ম্মযোগ জেন সতত বিহিত।
অতএব লহ তুমি তাহারি শরণ,
অতিশয় হেয় হয় ফল-কামী জন।
এই কর্ম্মযোগে বুদ্ধি যাহাদের হয়,
ইহ জীবনেই তা'রা, জানিও নিশ্চয়,
পাপ পুণ্য করে ত্যাগ তাঁহারি কৃপায়,
নরকে অথবা স্বর্গে যাহা ল'য়ে যায়।
'ঈশ্বরের আরাধনে যে কর্ম্ম সাধন,
কর্ম্মের বন্ধন তাহে হয় বিমোচন।'

কর্ম্ম-কালে বুদ্ধির যে এই সুকৌশল,
ইহাকে কহেন যোগ পণ্ডিত সকল।
অতএব অবহিত হইয়া এখন
এই কর্ম্ম-যোগে সখা, করহ যতন।
এই কর্ম্মযোগে বুদ্ধি যাহাদের হয়,
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি' তাহারা নিশ্চয়,
ছেদন করিয়া সুখে জনম-বন্ধন
চরমে পরম পদে করে আরোহণ;
সমুদয় উপদ্রব রহিত যা' হয়,
মোক্ষ-ধাম পণ্ডিতেরা যে পদকে কয়।
ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে
দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পারিবে ত্যজিতে।
বুদ্ধিবলে সুদুর্গম মোহের গহন (১)
অতিক্রম করিবারে পারিবে যখন,
শুনিয়াছ যে যে শাস্ত্র, যাহা বা শুনিবে,
বৈরাগ্য সে সমুদায়ে আপনি আসিবে।
সংশয় তাহাতে কিছু না রহিবে আর,
বিফল সে সব, জ্ঞান হইবে তোমার।
বেদের বিবিধ অর্থ করিয়া শ্রবণ
বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি রয়েছে এখন;
অনাকৃষ্ট থাকি' তাহা অপর বিষয়ে,
ঈশ্বর চিন্তায় স্থির হবে যে সময়ে,

(১) যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম মোহরূপ গহন অতিক্রম করিবে তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে।

অভ্যাস-কৌশলে যবে বিনিশ্চল চিতে
সমাসক্ত তাঁহাতেই পারিবে থাকিতে,
সমাধি-নিবিষ্ট যবে হ'বে তব মন,
যোগ-ফল তত্ত্বজ্ঞান লভিবে তখন।

অর্জ্জুন তখন ক'ন,
কহ, দেব জনার্দ্দন!
সমাধিতে স্থির বুদ্ধি যাঁ'র,
লক্ষণ কিরূপ তাঁ'র,
কি বা তাঁ'র ব্যবহার,
অবস্থান কি প্রকার তাঁ'র।

কি কথা কহেন, শুনি,
কোথায় বা যান তিনি,
দুঃখ সুখ বা ঘটে যখন,
কি রূপে সে মহোদয়
সহেন সে সমুদয়,
কহ সখা, করিহে শ্রবণ।

কহিলেন ভগবান্,
কর, পার্থ, অবধান,
মনেতে কামনা হয় যত,
ত্যজিতে সে সমুদয়
যবে যে সমর্থ হয়
মনোবেগ করিয়া সংযত,

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরম আনন্দ-ময়
আত্মাকে সে সদাশয়
আত্মাতেই করিয়া দর্শন
যবে সদা তুষ্ট রয়,
আত্মারাম যবে হয়,
স্থিরবুদ্ধি সে হয় তখন। (১)

দুঃখেতে উদ্বিগ্ন নয়,
সুখে স্পৃহা নাহি রয়,
রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই যা'র
সমভাব সর্ব্বদাই,
কিছুতে বিকৃতি নাই,
বুদ্ধি স্থির জানিও তাহার।

পুত্র, মিত্র, ভগ্নী, দাতা,
বনিতা, পিতা বা মাতা,
দুহিতা, স্বজন প্রতি যা'র,
নাহিক মমতা লেশ,
তাহাদের দুঃখে ক্লেশ,
সুখে হর্ষ, না হয় যাহার

(১) যে ব্যক্তি মনোবেগ সংযত করতঃ সর্ব্ব প্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট, তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি কহে।

বিপদ্-সম্পদ্-চয়,
যখন যেরূপ হয়,
উদাসীন তাহাতে যে জন,
সেই জন বুদ্ধিমান্,
সেই লভিয়াছে জ্ঞান,
সমাধি-নিবিষ্ট তা'র মন।

প্রয়োজন হ'লে পরে,
আপন চরণ-করে
কূর্ম্ম যথা করে বিকুঞ্চন,
সেরূপ যে যোগি-জনে
প্রবল ইন্দ্রিয়গণে
ভোগ হ'তে করে বিকর্ষণ

বিষম বিষয়-রসে,
যা'র না ইন্দ্রিয় রসে,
বশে থাকে সকল সময়,
বিবেক হয়েছে তা'র,
সেই বুঝিয়াছে সার,
তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি কয়।

আতুর যাহারা হয়,
কিংবা উপবাসে রয়,
তা'রা বটে বিষয়-গ্রহণ
ইন্দ্রিয়ে করিতে নারে,
তবু ভোগ করিবারে
অভিলাষ থাকে বিলক্ষণ।

কিন্তু স্থির বুদ্ধি যা'র,
দেখ তা'র ব্যবহার,
পরমাত্মে হেরি' সে অন্তরে.
বিমল আনন্দ পায়,
বিষয় নাহিক চায়,
আসক্তিও দূরে পরিহরে।

দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়চয়
বশে যদি নাহি রয়,
বুদ্ধি স্থির কখন না হয়,
মোক্ষ আশে নিরন্তর
যে যোগী যতন-পর,
তা'রো মন ইন্দ্রিয় হরয়।

অতএব যোগি-জনে,
ইন্দ্রিয়ের সংযমনে.
আমাতেই নিবেশিবে মন.
সংযত ইন্দ্রিয় যা'র.
বুদ্ধি স্থির জেন তা'র,
অন্যথা নাহিক কদাচন।

অবশ ইন্দ্রিয় যা'র,
বিষয় চিন্তায় তা'র
আসক্তি জনমে অতিশয়,
কাম আ'সে তাহা হ'তে,
প্রতিহত কোন মতে
হ'লে কাম, ক্রোধ উপজয়।

কার্য্যাকার্য্যে অবিচার,
মোহ হয় নাম যা'র,
ক্রোধ হ'তে তাহার উদ্ভব,
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে
যে জ্ঞান উপজে, শেষে
মোহে তাহা বিচলিত সব।

জ্ঞান বিচলিত যা'র,
চেতনা না থাকে তা'র,
চেতনার অভাবে বিনাশ,
ইন্দ্রিয় না হ'লে বশ,
যত থাক গুণ যশ,
পুরুষের ঘটে সর্ব্বনাশ।

যাহার ইন্দ্রিয়চয়,
আসক্তি-রহিত রয়,
হিংসা-দ্বেষ হীন যে নিয়ত,
সেই জন সুকৌশলে,
করিয়াছে যোগ-বলে,
আপনার মনকে সংযত।

বিষয়ের ভোগে আর,
না ঘটে বিকার তা'র,
করে ভোগ হ'য়ে সমাহিত,
ইন্দ্রিয়ে করিয়া বশ,
পিয়া বিষয়ের রস,
শান্তি-সুধা লভে সে নিশ্চিত।

মনে শান্তিলাভ হ'লে,
দুঃখ-রাশি যায় চলে,
ক্লেশ দিতে পারেনাক আর
কার্য্য বা অকার্য্য যাহা,
বুঝিতে সে পারে তাহা,
স্থিরবুদ্ধি আশু ঘটে তা'র।

অবশ ইন্দ্রিয় যা'র,
বুদ্ধি নাহি ঘটে তা'র,
অবুদ্ধির ধ্যান না সম্ভবে,
ধ্যানেতে অশক্ত যেই,
শান্তির অযোগ্য সেই,
অশান্তিতে মোক্ষ-সুখ কবে ?

অবশ ইন্দ্রিয়গণ,
যদি কা'রো অনুক্ষণ,
নানারূপ বিষয়ে বিচরে,
মন তাহাদের সহ,
ফিরিলেই অহরহ,
পুরুষের সব বুদ্ধি হরে।

মত্ত হ'লে কর্ণধার,
তরি কেবা রাখে আর ?
ভীমবলে প্রভঞ্জন তা'য়,
কিছুই না লক্ষ্য করি,'
কৃতান্ত-মূরতি ধরি,'
একেবারে সাগরে ডুবায়।

তা'ই বলি', বুঝ সার,
ইন্দ্রিয়-নিকর যা'র
সুসংযত বিষয়েতে রয়,
কেবল ভোগের তরে
নিরন্তর না বিচরে,
তা'রি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্ম-নিষ্ঠা নিশা সম (১)
ঘেরা সুনিবিড় তম,
মূঢ় যা'রা, করে নিরীক্ষণ,
তত্ত্বের সাক্ষাৎ তা'য়
তা'রা কভু নাহি পায়,
নিদ্রা যায় হ'য়ে বিচেতন।

---

(১) আত্ম নিষ্ঠা সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে তমোময়ী রাত্রি স্বরূপ। কেমনা অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকাতে তাহারা ইহাতে কিছুই দেখিতে পায় না, কোন তত্ত্বই অবধারণ করিতে পারে না কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণের পক্ষে ইহা দিবস স্বরূপ। তাহারা ইহাতে দ্রষ্টব্য সকলই দর্শন করেন। সেইরূপ বিষয়-নিষ্ঠা সাধারণ ব্যক্তিগণের দিবস স্বরূপ। তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ইহাতে ভোগের সকলই দর্শন করে। কিন্তু নিগৃহীতেন্দ্রিয় সংযমিগণের ইহা রাত্রি স্বরূপ। তাঁহারা ইহাতে আত্মতত্ত্ব দেখিতে পান না; সুতরাং তাঁহাদের ইহাতে দর্শন-ব্যাপার সম্পাদিত হয় না। পেচকগণ যেমন দিবাভাগে দর্শনে অসমর্থ হইয়া রাত্রি-কালে দর্শন করে, অজ্ঞানান্ধ জীবও সেই প্রকার আত্ম-নিষ্ঠায় কিছুই না দেখিয়া বিষয়-নিষ্ঠাতে সকলই দর্শন করে। জিতচিত্ত সংযমিগণের ইহার ঠিক বিপরীত দর্শন হয়।

সংযত ইন্দ্রিয় যা'র,
দেখ কিবা চমৎকার!
রাত্রি নয়, সেই তা'র দিন,
যথা ইচ্ছা তথা যান,
সকলি দেখিতে পান,
না রহেন চেতনা-বিহীন।

বিষয়ের নিদ্রা, হায়!
মৃতের দিবস প্রায়,
দেখে সব তাহারা ইহায়,
থাকে সদা সচেতন,
শশব্যস্ত যেন মন,
সুখ-আশে যেথা সেথা ধায়।

তত্ত্বজ্ঞান যা'র আছে,
ইহা কিন্তু তাঁ'র কাছে
তমোময়ী নিশার সমান
কিছু না দেখিতে পান,
তিনি ইথে নিদ্রা যান,
হারাইয়া যেন সব জ্ঞান।

কত নদী অহরহ,
মিশি'ছে সাগর সহ,
মিশি' কিন্তু লীন হয় তা'য়,
তবু দেখ ধনঞ্জয়!
সাগর ক্ষুভিত নয়,
অচল সে রহে মর্য্যাদায়।

কামনা অন্তরে যা'র
প্রবেশিয়া সে প্রকার
　　লীন হয় যথা নদীজল,
যা'রে সমুদ্রের প্রায়
প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়,
　　বিকৃত বা যে নহে চঞ্চল,

সেই ধন্য এ ধরায়,
সেই শান্তি-সুখ পায়,
　　মোক্ষ-পদ তাহারি কারণ,
ভোগের প্রয়াসী যা'রা,
চিরকাল দুঃখী তা'রা,
　　শান্তি নাহি পায় কদাচন। (১)

কামনাকে বিসর্জ্জন
করিয়াছে যেই জন,
　　অলব্ধ বস্তুর লাভ তরে
লালসা নাহিক যা'র,
নাহি যা'র অহংকার,
　　স্নেহ নাই যাহার অন্তরে,

---

(১) পরিপূর্ণ ও অচল ভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেরূপ নদ নদী সকল প্রবেশ করিবামাত্র তাহাতে বিলীন হয়, সেই প্রকার যাঁহাতে কামনা সকল প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র লয় প্রাপ্ত হয়, সেই যোগীই শান্তি লাভ করেন, কিন্তু কামনাশীল ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না।

বিষয়েতে উদাসীন
থাকিয়া যে অনুদিন,
স্বকর্ম্মের করে অনুষ্ঠান.
প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি তা'রি,
সেই শান্তি-অধিকারী,
' সেই জন যোগার প্রধান

ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা এই,
ইহা লাভ করে যেই,
সংসারের মোহে মুগ্ধ নয়.
চরমেও হয় যা'র
এই জ্ঞান সারাৎসার,
পবব্রহ্মে প্রলীন সে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন কহেন কৃষ্ণ, সন্দেহ এখন
উপজিল মনে এক, করহ ভঞ্জন।
তোমার এ উপদেশে মনে ইহা হয়,
কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি-যোগ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
ইহা যদি অভিমত, সখা হে, তোমার,
"মোহ ত্যজি' যুঝ রণে" কহি' বার বার,
হিংসাময় মারাত্মক এ ঘোর আহবে
নিয়োগ করি'ছ মোরে কেন তুমি তবে?
কর্ম্মের প্রশংসা তুমি করি' একবার,
জ্ঞানের গৌরব-বৃদ্ধি করি'ছ আবার।
দুই রূপ বাক্যে মনে হ'তেছে সংশয়,
বুঝিতে না পারি মোহে, শ্রেষ্ঠ কিবা হয়।
একটি নিশ্চয় করি' বলহ এবার,
যা'র অনুষ্ঠানে মোক্ষ হয় হে আমার।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ! মোক্ষের উপায়
দুটি মাত্র আছে, আমি বলেছি তোমায়।
জ্ঞান-লাভে পরিশুদ্ধ যাঁহাদের মন,
জ্ঞান-যোগ তাঁহাদেরি মোক্ষের সাধন।

জ্ঞানহীন যা'রা, মোহে সমাবৃত রয়,
চিত্ত পরিশুদ্ধ কভু তাহাদের নয়।
তা'ই তাহাদের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ
কর্ম্ম-যোগ বিধিমতে আছে নিরূপণ।
না করিলে কোন রূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
কিছুতে পুরুষ নারে লভিবারে জ্ঞান।
চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে, কর্ম্ম-পরিহারে
মোক্ষ-পথে সিদ্ধি-লাভ হয় কি প্রকারে?
ক্ষণমাত্র কোন জন কর্ম্ম না করিয়া
থাকিতে নাহিক পারে নিশ্চিন্ত হইয়া।
রাগ-দ্বেষ-আদি গুণ স্বাভাবিক যত,
ইচ্ছা না হ'লেও নরে কর্ম্মে করে রত।
চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে,
বাহিরে সংযত করি' যা'রা মনে মনে,
চিত্তের অশুদ্ধি-হেতু ধীরতা-অভাবে,
ঈশ্বরের ধ্যান ছলে ভোগ-সুখ ভাবে,
বিষয়-আসক্ত সেই মূঢ়েরা নিশ্চয়,
কপট-আচারী লোকে তাহাদিগে কয়।
কিন্তু যা'রা মনে মনে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণে
সংযত করিয়া, শুধু ঈশ্বর-চিন্তনে
কর্ম্মের ইন্দ্রিয় দিয়া করে কর্ম্ম-যোগ,
আসক্তির বশে নাহি চাহে ফল-ভোগ,
তা'রাই সবার শ্রেষ্ঠ বুঝহ সন্ধান,
চিত্তের শুচিতা-হেতু তা'রা জ্ঞানবান্।
অতএব করণীয় আছে কর্ম্ম যত,
নিত্যই তাহাতে তুমি থাকহ নিরত।

'করা' আর 'না করা'য় করিলে তুলনা,
'করা'ই প্রশস্ত বলি' হয় বিবেচনা।
কোন কর্ম্ম যদি তুমি না কর কথন,
জীবিকাও নাহি তব হ'বে সম্পাদন।
বিষ্ণুর প্রীতির হেতু কর্ম্মের সাধন,
তাঁহারি উদ্দেশে কর্ম্ম কর অনুক্ষণ।
নতুবা করিলে কর্ম্ম ফল-কামনায়,
সংসারে আবদ্ধ তাহা করে পুনরায়।
অতএব ফলাশায় বিসর্জ্জন দিয়া,
তাঁ'রি তরে কর কর্ম্ম আসক্তি ত্যজিয়া
যজ্ঞের সহিত প্রজা করিয়া সৃজন,
প্রজাপতি এই কথা কহেন তখন,
এই যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে বৃদ্ধি পাও সবে,
ইষ্ট-সিদ্ধি ইহা হ'তে তোমাদের হ'বে।
নিরন্তর এ যজ্ঞের করি' অনুষ্ঠান,
তোষ দেব-কুলে করি' ঘৃতাহুতি দান।
পরিতুষ্ট দেবগণ হইয়া তাহায়,
অন্নদান করিবেন প্রচুর সবায়।
উভয়কে ভাব যদি এরূপে উভয়ে,
পরম-মঙ্গল-লাভে র'বে সুখী হ'য়ে।
যজ্ঞ-তুষ্ট দেবগণ, অভিলাষ মত,
প্রদান করেন নরে কাম-ভোগ যত।
তাহাঁদের ঋণ-শোধে হ'য়ে উদাসীন,
বঞ্চিত তাঁ'দিগে করি', যেই বোধ-হীন
আপনিই উপভোগ করে সমুদয়,
চোর ভিন্ন অন্য কিছু কখন সে নয়।

যজ্ঞ-অবশিষ্ট অন্ন করিলে ভোজন,
সকল প্রকার পাপ হয় বিমোচন।
কিন্তু যা'রা পূরাইতে আপন উদর
দেবদত্ত-অন্ন-ভোগে থাকয়ে তৎপর,
নষ্টমতি সেই সব পাপ-পরায়ণ,
অন্ন নাহি খায়, করে পাপই ভোজন।
অন্ন হ'তে ঘটে যত জীবের উদ্ভব,
বৃষ্টি হ'তে হয় পুনঃ অন্নের সম্ভব,
যজ্ঞই বৃষ্টির, জেন, প্রধান সাধন,
কর্ম্ম. পুনরায়, হয় যজ্ঞের কারণ।
কর্ম্মের উদ্ভব বেদে, বেদ ব্রহ্ম হ'তে,
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম, জানিহ এমতে।
বিষয়ের রসে মজি' যে ইহ সংসারে
এই প্রবর্তিত কর্ম্ম-চক্র-অনুসারে,
কর্ম্ম নাহি করে, পার্থ! জানিও নিশ্চয়,
সে নষ্টমতির আয়ু অতি পাপময়।
ইন্দ্রিয়-ভোগেই তা'র আরাম সকল,
জীবন ধারণ করে বৃথা সে কেবল।
আত্মাতে যাঁহার প্রীতি, আত্মায় যে জন
বিমল-আনন্দ-ভোগে পরিতৃপ্ত র'ন,
ভোগাপেক্ষা না করিয়া তুষ্ট মন যাঁ'র,
করণীয় কর্ম্ম কিছু নাহিক তাঁহার।
করিলেও কর্ম্ম, তাঁ'র পুণ্য কিছু নাই,
অকরণে কোন পাপ দেখিতে না পাই।
চরাচর মধ্যে তাঁ'রে, মোক্ষের কারণ,
না হয় করিতে কা'রো আশ্রয় গ্রহণ।

এরূপ জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মের বিধান
নাহিক কিছুই জেন কৌরব-প্রধান!
অতএব সুবিহিত কর্ম্ম আছে যত,
আসক্তি-রহিত হ'য়ে থাক তাহে রত।
ফলের কামনা ত্যজি' কর্ম্ম আচরিলে,
চিত্ত-পরিশুদ্ধি-হেতু মোক্ষ-পদ মিলে।
এই কর্ম্ম-আচরণে জনকাদি সবে,
শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে, সিদ্ধি লভেছেন ভবে।
যদি তুমি আপনাকে ভাব জ্ঞানবান্,
তথাপি উচিত তব কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
কেননা জ্ঞানীর কর্ম্ম নিরখি' নয়নে,
অজ্ঞানী প্রবৃত্ত হয় কর্ম্ম-আচরণে।
জ্ঞানী না করিলে কিছু, অজ্ঞানী না করে,
দৃষ্টান্তেই কর্ম্ম-শিক্ষা পৃথিবী-ভিতরে।
অতএব নিজধর্ম্মে সবারে রাখিতে
লোক-শিক্ষা-হেতু কর্ম্ম হইবে করিতে।
আমার, দেখনা তুমি বিচারিয়া মনে,
কি আছে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এ তিন ভুবনে।
পাইবার বস্তু যাহা, আছে সমুদয়,
পাইতে হইবে, হেন কিছুই না রয়।
তথাপি দেখহ আমি যখন তখন
কতই না করিতেছি কর্ম্ম-আচরণ।
আমি না করিলে কর্ম্ম অনলস হ'য়ে,
মম পথগামী হ'বে মনুষ্য-নিচয়ে।
ধর্ম্ম-লোপে নষ্ট হ'বে এই লোক সব,
বর্ণ-সঙ্করের তাহে হইবে উদ্ভব।

অধর্ম্মে মলিন হ'বে সবার হৃদয়,
আমিই তাহার হেতু হইব নিশ্চয়।
ফল-কামনায় যথা অবিদ্বান্ জন
নিবিষ্ট হইযা করে কর্ম্ম-আচরণ,
ফলের প্রযাস দূরে করি' পরিহার,
শিক্ষা-দানে করিবারে হিত সবাকার,
অবহিত হ'য়ে তথা, বিদ্বান্ যে জন,
নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিবেশিবে মন।
অজ্ঞান, কর্ম্মের ফল লাভের আশায়,
যখন করিতে থাকে কর্ম্ম সমুদায়,
নিষ্ফল বলিয়া কর্ম্ম, বুদ্ধি-ভেদ তা'র
ঘটান কখন নয় উচিত কাহার।
কর্ম্মে না করিয়া তা'র মন বিচালিত,
বরঞ্চ আপনি জ্ঞানী, হ'য়ে অবহিত,
সকল সময় কর্ম্ম করি' আচরণ,
কর্ম্মেতেই নিবেশিবে অজ্ঞানীর মন।
প্রকৃতির গুণ এই ইন্দ্রিয়-নিচয় (১)
কর্ম্মেতেই রত থাকে সকল সময়।
কিন্তু অহংকারে মুগ্ধ মনুষ্য যে সব,
মনে ভাবে, 'আমি কর্ত্তা, আমি করি সব'।

---

(১) সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অহংকার-মুগ্ধ ব্যক্তিরাই আপনাদিগকে সেই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু আত্ম তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মাকে ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানিয়া "ইন্দ্রিয়বর্গই কর্ম্ম করে, তাহাতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই," এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিষয়ে আসক্ত হয়েন না।

আত্মায় যাহার কিন্তু থাকে তত্ত্বজ্ঞান,
সে কখন নাহি করে হেন অভিমান;
গুণ আর কর্ম্ম হ'তে পৃথক্ আত্মারে
জ্ঞানবলে সেই জন পারে বুঝিবারে।
'ইন্দ্রিয়ই বিষয়েতে করে বিচরণ,
আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাহে নাহি কদাচন,'
ইহা ভাবি' সেই জ্ঞানী কভু মোহ-বশে,
আসক্ত নাহিক হয় বিষয়ের রসে।
মূঢ়দের বুদ্ধি কিন্তু সে প্রকার নয়,
প্রকৃতির গুণে তা'রা বিমোহিত রয়।
তাহারা ইন্দ্রিয় আর কর্ম্মের সহিত
আত্মার সম্বন্ধ আছে, ভাবয়ে নিশ্চিত।
মন্দমতি তাহাদিগে, জ্ঞানবান্ জন,
নিরর্থক করিবে না চালিত কখন।
ক্রমে ক্রমে অধিকারী হ'বে তা'রা যবে,
তত্ত্বজ্ঞানে উপদেশ দিবে জ্ঞানী তবে।
আমাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম কর সমর্পণ,
মনে ভাব, 'অন্তর্যামী হৃদয়ে যে জন,
তাঁহারি অধীনে কর্ম্ম করি সমুদয়,
কামনা আমার তাহে কিছুই না রয়;'
এই রূপে আসক্তির করি' পরিহার,
শোক তাপ ত্যজি' শত্রু করহ সংহার।
এই উপদেশে দোষ না করি' দর্শন,
শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে কর্ম্ম করে যেই জন,
ক্রমশঃ সে পূর্ণজ্ঞানে অধিকারী হয়,
কর্ম্ম হ'তে মুক্তি শেষে তাহার নিশ্চয়।

কিন্তু যা'রা নানা দোষ ঘটা'য়ে ইহায়,
উপদেশ-মত কর্ম্ম করিতে না চায়,
বিবেক-বিহীন সেই মূঢ়মতি গণে,
বিনষ্ট বলিয়া, পার্থ, স্থির ক'র মনে।
প্রাক্তনের ধর্ম্মাধর্ম্ম যেরূপ যাহার,
তা'র ফলে প্রকৃতিও অনুরূপ তা'র।
সেই প্রকৃতির বশে কার্য্য করে সবে,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে শুধু কিবা ফল হ'বে!
জ্ঞানীরো সম্বন্ধে কথা নহে ভিন্ন রূপ.
প্রকৃতি যেমন তা'র কার্য্যও সেরূপ।
প্রতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কর বিলোকন, (১)
অনুকূল যে বিষয় তাহার যখন,
তাহাতেই অনুরাগ তাহার অশেষ,
প্রতিকূল বিষয়েতে জনমে বিদ্বেষ।
প্রতিপক্ষ উভয়েই মুমুক্ষু জনের,
বশীভূত অতএব না হও এদের।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করি' কর আচরণ,
তবু জেন, পরধর্ম্ম অতীব ভীষণ।
কিন্তু নিজধর্ম্মে যদি অঙ্গহানি হয়,
তবু তা'র অনুষ্ঠানে মঙ্গল নিশ্চয়।

---

(১) যে যে বিষয় যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল, তত্তদ্বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ, ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ আছে। এই অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়ই মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির বিরোধী; অতএব ইহাদের বশতাপন্ন হইবে না।

স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদি ঘটেও নিধন,
তাহাও কল্যাণকর, কুন্তীর নন্দন!
কেননা তাহেও লোক স্বর্গ-সুখ পায়,
ভয়াবহ পরধর্ম্মে নরক ঘটায়।

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়, এ কি, কৃষ্ণ, বিপর্য্যয়!
বুঝিতে না পারি, কহ প্রকাশ করিয়া,
পাপে ইচ্ছা নাহি যা'র, কিসে ঘটে পাপ তা'র,
কে তা'রে মজায়, যেন বল প্রকাশিয়া!

কহিলেন ভগবান্, কর, সখা, অবধান,
কাম নামে দেহ-মধ্যে যে রিপু প্রবল,
তাহাই জীবেরে, হায়, ল'য়ে যায় অনিচ্ছায়,
দুঃখময় পাপ-পথে প্রকাশিয়া বল।

রজোগুণে জন্ম এর, ঘটায় বিষম ফের;
প্রতিহত হ'লে, উগ্র ক্রোধ-রূপ ধরে।
ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পাইলেও তৃপ্ত নয়,
মুমুক্ষুর বিপক্ষতা পদে পদে করে।

ধূমে বহ্নি আচ্ছাদিত, আদর্শ মলিনাবৃত,
জরায়ু-আবৃত গর্ভ, থাকে যে প্রকার,
দুষ্পূর-অনল-প্রায় চিরবৈরী কামে, হায়,
আবৃত বিবেক রহে, জেন সবাকার। (১)

---

(১) যে রূপ ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত, কাম দ্বারা লোকের বিবেকও সেই প্রকার সমাচ্ছন্ন।

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, এই বুদ্ধি, এই মন,
এই সকলেই জেন, তা'র অধিষ্ঠান,
আশ্রয়-ইন্দ্রিয়-বলে, বিমোহিত করে ছলে,
দেহীরে সে দুরাচার, আবরিয়া জ্ঞান।

এই কাম যতক্ষণ না মোহে তোমার মন,
ইন্দ্রিয়-নিচয়ে করি' যতনে সংযত,
জ্ঞানের শরণ ল'য়ে জ্ঞানান্তক দুরাশয়ে
অচিরেই প্রিয় সখা! করহ নিহত।

জীবের ইন্দ্রিয়-চয় দেহ হ'তে সূক্ষ্ম হয়,
দেহাদির প্রকাশক তাহারা নিশ্চয়, (১)
এ হেতু ইন্দ্রিয়গণে, বহু বিচারিয়া মনে,
দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা কয়।

আবার ইন্দ্রিয়গণে, কার্য্যাকার্য্য-সম্পাদনে,
মনই প্রবৃত্ত করে যখন তখন,
এ কারণে ধনঞ্জয়! ইন্দ্রিয় অপেক্ষা হয়,
বিবেচনা করি' দেখ, শ্রেষ্ঠ আরো মন।

---

(১) ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি হইতে সূক্ষ্ম ও তাহাদের প্রকাশক, এ জন্য দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ; মন ইন্দ্রিয়দিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি আছে, এজন্য সংকল্পাত্মক মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা।

নিশ্চয় বা অনিশ্চয় বুঝিতে নিপুণ হয়,
এই হেতু মন হ'তে বুদ্ধিই প্রধান,
বুদ্ধিরো প্রধান যেই আত্মা নামে খ্যাত সেই,
দেহস্থ আত্মার এই বুঝহ সন্ধান।

বিষয়ের ভোগ-তরে কামাদি বিক্রিয়া ধরে,
বুদ্ধির প্রধান আত্মা রহে অবিকৃত,
বুদ্ধিবলে মনে মনে, এইরূপ বিচারণে,
মনকে নিয়ত রাখি বিকার-রহিত।

হ'য়ে অচঞ্চল-মন কাম সহ কর রণ,
দুরাসদ শত্রু নাই ইহার মতন,
করি' নানা সুকৌশল, প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল,
এ ঘোর শত্রুরে, তুমি করহ নিধন।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞান-যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ! এ যোগ অব্যয়
আদিত্য-নিকটে পূর্ব্বে অভিহিত হয়।
মম মুখ হ'তে ইহা শুনি' বিবস্বান্,
সন্তান মনুকে তিনি আপনি শুনান।
মনুও ইহাতে অতি ভক্তিমান্ হ'য়ে
কহিয়াছিলেন তাঁ'র ইক্ষাকু তনয়ে।
এইরূপে পরস্পর কথনে কথনে,
এ যোগ-উত্তম পান রাজ-ঋষিগণে।
কালবশে তা'র পর, শুন ধনঞ্জয়!
ধরাতলে একেবারে লুপ্ত ইহা হয়।
সেই অতি পুরাতন যোগ পুনর্ব্বার
বিবৃত হইল আজি নিকটে তোমার।
একে ত পরম ভক্ত, সখা পুনরায়,
তা'ই আজি এ রহস্য কহিনু তোমায়।
অর্জ্জুন কহেন সখা, একি চমৎকার!
বসুদেব-গৃহে জানি জনম তোমার।
আদিত্য দেবের জন্ম অনেক পূর্ব্বেতে,
তুমি তাঁ'কে কহ ইহা তবে কিরূপেতে!

হাসিয়া তখন, ভগবান্ ক'ন,
শুনহ অর্জ্জুন ! তবে,
আমার যেমন, তোমারো তেমন,
জন্ম বহুবার ভবে।

জ্ঞানের বিকার, নাহিক আমার,
আমি সব জানি তা'ই,
অজ্ঞান-আঁধারে ঘিরেছে তোমারে,
মনে কিছু তব নাই।

জনম-বিহীন, আমি চিরদিন,
স্বভাবে বিকৃত নই,
যত চরাচর, ভূচর, খেচর,
সবার ঈশ্বর হই।

সকলের স্বামী, তবু দেখ আমি,
শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়ে,
আপন মায়ায়, এই বসুধায়
বিচরি জনম ল'য়ে।

ধর্ম্মহানি যবে হয় এই ভবে,
বাড়য়ে অধর্ম্ম ঘোর,
আপনা তখন, করিয়া সৃজন,
সাকারে উদয় মোর।

সাধুরে তারিতে, ধর্ম্ম সংস্থাপিতে,
পাপীরে নাশিতে বলে,
যুগে যুগে আমি, জগতের স্বামী,
অবতরি মহীতলে।

আমি যে স্বেচ্ছায়, জনমি ধরায়,
ধর্ম্ম পালনের তরে,
পর-অনুগ্রহে, মনুষ্য-বিগ্রহে,
ভ্রমি নানা কাজ ক'রে।

এ তত্ত্ব বুঝিতে, যে পারে বুদ্ধিতে,
নাহি অভিমান তা'র,
দেহ যবে যায়, আমাকে সে পায়,
না জনমে পুনর্ব্বার।

ক্রোধ, ভয়, রাগ, করি' পরিত্যাগ,
পুরাকালে কত জন,
হইয়া মন্ময়, মদেক-আশ্রয়,
মম ভক্তি-পরায়ণ,

আমার কৃপায়, চিত্ত-শুচিতায়,
জ্ঞান-তপস্যার বলে,
সাযুজ্য আমার, কুন্তীর কুমার!
লভিয়াছে কুতূহলে।

যে ভাবে যে জন, আমার ভজন,
যখন করিতে চায়,
না করি' বিচার, মন বুঝি তা'র,
অনুগ্রহ করি তা'য়।

হউক নিষ্কাম, অথবা সকাম,
উপেক্ষা না করি কা'রে,
যে যে পথে ধায়, মোরি পথে যায়,
আমারে ছাড়িতে নারে।

নিষ্কাম হইয়া আমারে ভজিয়া
জীবন যাপিত যা'র
মোক্ষলাভ হয়, নাহিক সংশয়,
অনেক বিলম্বে তা'র।

সকাম যে জন, অন্য দেবার্চ্চন
ফল-কামনায় করে,
কেননা তাহায় আশু ফল পায়,
কর্ম্মে সিদ্ধি সুসত্বরে।

যে গুণ যাহার, যা'র যে আচার,
বিভাগ করিয়া তা'র
করেছি সৃজন. শুন মতিমন্!
চারি বর্ণ বসুধায়।

কর্ত্তা সবাকার, তথাপি আমার,
আসক্তি কিছুতে নাই.
সৃজনেও মম, নাহি কোন শ্রম,
অকর্ত্তা জানিহ তাই। (১)

---

(১) ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, শম দমাদি তাঁহাদের কর্ম্ম; ক্ষত্রিয়দিগের সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রধান, শৌর্য্য বীর্য্যাদি তাঁহাদের কর্ম্ম, বৈশ্যদিগের রজ ও তমোগুণ প্রধান, কৃষি বাণিজ্যাদি তাঁহাদের কর্ম্ম, এবং শূদ্রদিগের তমোগুণ প্রধান, বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাদি তাহাদের কর্ম্ম। এই রূপে গুণ-কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্ট করিয়াছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে, কেননা আসক্তি নাই বলিয়া ইহাতে আমার

এ বিশ্ব-সংসারে কর্ম্ম নাহি পারে
লিপ্ত মোরে করিবারে,
অহংকার-হীন. আমি চিরদিন,
কর্ম্মে কি করিতে পারে ?

কর্ম্ম-ফল যাহা, নাহি চাহি তাহা,
সদা আপ্তকাম রই,
এভাবে আমারে জানিতে যে পারে,
কর্ম্মে বদ্ধ নহে সেই।

কেননা তাহার অহংকার আর
নাহি পারে জনমিতে,
ত্যজি' অভিমান, করে অনুষ্ঠান,
স্পৃহাহীন হ'য়ে চিতে।

মুক্তি ইচ্ছা ক'রে, মুমুক্ষু-নিকরে,
এইরূপ জ্ঞানে সবে,
প্রাচীন সময়ে, অবহিত হ'য়ে,
কর্ম্ম ক'রেছেন ভবে।

তাঁ'দের মতন, তুমিও এখন,
কহি সখা ! পুনরায়,
তাঁহাদের জ্ঞানে, বিহিত বিধানে
কর কর্ম্ম এ ধরায়।

কর্ম্ম আর অকর্ম্মের বিহিত বিচারে
বিবেকীও মুগ্ধ হয়, বুঝিতে না পারে।
যে কর্ম্মে সংসার হ'তে মুক্তিলাভ হয়,
কহিতেছি তাহা এবে, শুন ধনঞ্জয় !

বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে,
নিষিদ্ধ কর্ম্মেরো জ্ঞান বিশেষ থাকিবে।
অকরণে বুঝিবার আছয়ে বিষয়,
গহনা কর্ম্মের গতি জানিও নিশ্চয়। (১)
ঈশ্বরের আরাধনে যাঁ'র দিব্য জ্ঞান,
থাকিলেও তাঁ'র কাছে কর্ম্ম বিদ্যমান,
'আরাধনে কখন না ঘটয়ে বন্ধন'
বুঝি', কর্ম্ম-শূন্য তাঁ'রে ভাবেন সে জন।
'তবু আছে প্রত্যবায় কর্ম্ম-অকরণে,'
এইরূপ বিবেচনা করি' তিনি মনে,
কর্ম্ম-শূন্য হইলেও, হ'য়ে অবহিত,
করিতে থাকেন কর্ম্ম যাহা সুবিহিত। (২)
এ প্রকার হ'ন যিনি, তিনি বুদ্ধিমান্,
সকল লোকের মধ্যে তিনিই প্রধান।
সকলি করেন কর্ম্ম তিনি যদৃচ্ছায়,
লিপ্ত কিন্তু কিছুতে না দেখিবে তাঁহায়;
কর্ম্ম করি', অহংকারে হ'য়ে বিরহিত,
সমাধিতে সেই যোগী র'ন অবস্থিত। (৩)

---

(১) বিহিত কর্ম্ম কাহাকে বলে, অবিহিত কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কর্ম্ম পরিত্যাগই বা কি, এই গুলি বুঝিতে হইবে; কারণ কর্ম্মের গতি সহজে বুঝা যায় না।

(২) নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম দুইই সমান বলিয়া বোধ হয়।

(৩) নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত আহারাদি করিলেও কর্ত্তৃত্বভাব-বিরহিত আত্মজ্ঞান দ্বারা সমাধিভাবে অবস্থান করেন।

কামনা-বর্জ্জিত যাঁ'র কর্ম্ম সমুদয়,
নিষ্কাম কর্ম্মেতে তাঁ'র চিত্ত-শুদ্ধি হয়।
চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, জ্ঞান জনমে যখন,
অপ্রবৃত্তি হেতু কর্ম্মে নাহি প্রয়োজন।
ভস্মীভূত হয় যাঁ'র কর্ম্ম জ্ঞানানলে,
পণ্ডিত বলিয়া তাঁ'রে বাখানে সকলে।
কর্ম্ম-ফলে আসক্তির করি' পরিহার,
আত্মানন্দে পরিতৃপ্তি নিত্যই যাঁহার,
করিতে হইলে যাঁ'রে কোনও বিষয়,
কাহারও আশ্রয়ের অপেক্ষা না রয়,
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত তিনি যদিও থাকেন,
তথাপি, অর্জ্জুন, তিনি কিছু না করেন। (১)
কামনা যাঁহার নাই, দেহ আর মন
সুসংযত হ'য়ে যাঁ'র রহে অনুক্ষণ,
সংগ্রহ-চেষ্টায় যিনি থাকেন বিরত,
দেহমাত্র-রক্ষা হেতু কর্ম্মে হ'ন রত,
না করেন তিনি যদি কর্ম্ম অন্যতর,
তথাপি না যায় পাপ তাঁহার গোচর।
অযত্ন-সম্ভূত-লাভে সন্তুষ্ট যে জন,
শীত তাপ সহনেতে পটু সর্ব্বক্ষণ,
বৈরভাব মনে কভু না আসে যাঁহার,
সিদ্ধি আর অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞান যাঁ'র,

---

(১) যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্য আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন, এবং কোন বিষয়ে কাহারও আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি শাস্ত্র বিহিত কিংবা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না।

বিহিত বা অবিহিত যে কর্ম্ম যখন
আচরেন তিনি, তাহে বদ্ধ নাহি হ'ন।
কামনা-রহিত যিনি, রাগ-দ্বেষ-হীন,
জ্ঞান-মার্গে অবস্থিত যিনি নিশি দিন,
ঈশ্বরারাধন-মাত্র উদ্দেশ করিয়া
যাপেন জীবন যিনি কর্ম্ম অনুষ্ঠিয়া,
লোকশিক্ষা হেতু তাঁ'র সে কর্ম্ম-নিচয়
তাহাঁর সম্বন্ধে কালে বিলুপ্তই হয়।
শ্রুব-আদি যজ্ঞপাত্রে ব্রহ্ম জ্ঞান যাঁ'র,
হবনের হবি ব্রহ্ম যাঁহার বিচার,
অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, সব ব্রহ্মময়,
কর্ম্ম-রূপ ব্রহ্মে যাঁ'র এ সমাধি হয়,
ব্রহ্মকে যে প্রাপ্ত হ'ন সেই ব্রহ্মবিৎ,
তাহাতে সংশয়, পার্থ! নাহিক কিঞ্চিৎ।
ইন্দ্র বরুণাদি দেবে যজন-কারণ
দৈব-যজ্ঞ আচরেন কর্ম্ম-যোগিগণ। (১)
জ্ঞান-যোগী যাঁ'রা, তাঁ'রা বিহিত বিধানে
যজ্ঞ-আদি কর্ম্মকাণ্ড আহুতি প্রদানে,
অন্য দেবে ছাড়ি,' এক পরব্রহ্মানলে
নিবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ করেন সকলে। (২)
এই যজ্ঞে সমুদয় কর্ম্মের বিলয়,
জ্ঞান-যজ্ঞ নামে ইহা অভিহিত হয়।

---

(১) কর্ম্ম যোগিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের যজনের জন্য সম্যক্‌রূপে দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

(২) জ্ঞান-যোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মক সকল আহুতি প্রদান করেন।

নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়-নিকরে
আহুতি সংযমানলে দিয়া যজ্ঞ করে। (১)
এরূপে ইন্দ্রিয়গণে রাখিয়া সংযত,
কর্ম্ম করে তা'রা সবে হ'য়ে দৃঢ়ব্রত।
গৃহিগণ রূপ-রস-বিষয় সকলে
আহুতি প্রদান করে ইন্দ্রিয়-অনলে। (২)
অনাসক্ত হ'য়ে তা'রা বিষয়ের রসে,
উপভোগ করে সব, অক্ষুব্ধ মানসে।
ধ্যান-নিষ্ঠ যোগী যা'রা, যোগ-বলে বলী,
ধ্যানে একাগ্রতা-রূপ যোগানল জ্বালি',
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহা যাহা করে,
প্রাণ-অপানাদি বায়ু যে কার্য্য আচরে,
তাহা সমুদয় করি' আহুতি প্রদান,
করেন ধ্যানস্থ হ'য়ে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। (৩)
দ্রব্য-দানে কোন যতি দ্রব্য-যজ্ঞ করে,
চান্দ্রায়ণে তপোযজ্ঞ কেহ বা আচরে।
চিত্তবৃত্তি-প্রতিরোধে সমাধি-আশ্রয়ে,
যোগ-যজ্ঞে অপরে বা থাকে রত হ'য়ে।

---

(১) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

(২) গৃহিগণ শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে।

(৩) ধ্যান-নিষ্ঠ যোগিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বায়ুর কার্য্য সকল জ্ঞান-প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

অন্য কেহ বেদশাস্ত্র করি' অধ্যয়ন
তা'র অর্থ-জ্ঞান-যজ্ঞ করে সম্পাদন। (১)
অপান বায়ুতে করি' প্রাণাহুতি-দান, (২)
পূরকাখ্য প্রাণায়ামে কা'রো অধিষ্ঠান।
অপান হবন করি' কেহ কেহ প্রাণে,
প্রাণায়াম করি' রহে রেচকাবস্থানে।
প্রাণাপান উভয়ের রোধ করি' গতি,
কুম্ভক-আশ্রয়ে কা'রো হয় অবস্থিতি।
কেহ কেহ নিয়মিত করিয়া আহার
প্রাণাদি হবন করে প্রাণাদিতে তা'র।
যে বায়ু নিরোধে তা'র প্রাণাদি ভিতরে,
অন্য বায়ু লীন হয় তাহারি অন্তরে।
যজ্ঞবিৎ ইহাদের সকলেই হয়,
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে সদা পাপ-শূন্য রয়।
যজ্ঞ-অবসানে শেষ অমৃত ভোজনে
প্রাপ্ত হয় সুখে সেই ব্রহ্ম সনাতনে।

---

(১) প্রযত্নশীল, তীব্রব্রতধারী যতিগণ দ্রব্যদান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি, চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাধি, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ-জ্ঞান রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

(২) কেহ কেহ পূরক দ্বারা অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ু আহুতি দেয়; কেহ কেহ রেচক দ্বারা প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ু হবন করে, কেহ বা কুম্ভক দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকে। আর কেহ কেহ নিয়মিতাহারী হইয়া প্রাণাদি বায়ুবিশেষে প্রাণ প্রভৃতি বায়ুবিশেষ হবন করে, অর্থাৎ প্রাণাদির মধ্যে তাহারা যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করে তাহাতে অন্য বায়ু বিলীনপ্রায় হইয়া যায়।

ইহলোকে স্বল্প সুখ, জান ধনঞ্জয়!
যজ্ঞহীন ইহাতেও অধিকারী নয়;
বহু-সুখ-ময় সেই পরলোকে তবে,
ভাবি' দেখ, কিসে তা'র অধিকার হ'বে?
এইরূপে বহুবিধ যজ্ঞের বিধান
বিহিত আছয়ে বেদে. শুন মতিমান্।
কর্ম্মজ বলিয়া কিন্তু জানিও সে সব,
বাক্য-মন-শরীরের ক্রিয়াতে উদ্ভব।
কর্ম্ম-অগোচর আত্মা, জেন ইহা সার,
আত্মার সহিত নাই সম্বন্ধ কাহার।
এ জ্ঞান সম্যক্ তব যখন হইবে,
তখন সংসার-মুক্তি সহজে লভিবে।
দ্রব্যময় দৈব-যজ্ঞ যে কোন প্রকার,
জ্ঞান-যজ্ঞ তাহাদের শ্রেষ্ঠ সবাকার।
কেননা কালের সহ কর্ম্ম সমুদয়
জ্ঞানেতেই পরিণামে অন্তর্হিত হয়।
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণে করিয়া সাক্ষাৎ
ভক্তিভরে তাঁহাদিগে কর প্রণিপাত।
পরিতুষ্ট করি' সবে সেবা শুশ্রূষায়,
প্রশ্ন কর নানারূপ জ্ঞান-পিপাসায়;
কিরূপে ঘটিল এই সংসার-বন্ধন,
কেমনে বা ইহা হ'তে হইবে মোচন।
এরূপ করিলে তাঁ'রা নিশ্চয় তোমারে
দিবেন সদুপদেশ, তরিবে সংসারে।
লভিলে সম্যক্ জ্ঞান, বন্ধু-বধ তরে
না আসিবে মোহ আর তোমার অন্তরে;

আত্মায় সমস্ত জীবে দেখিবে তখন,
আমাকেও আত্মাতেই পা'বে দরশন।
তবু যদি মনে মনে হয় হেন জ্ঞান,
সমুদয় পাপি-মধ্যে তুমিই প্রধান,
তা' হ'লেও জ্ঞান-পোত করিয়া আশ্রয়
তরিবে পাপের সিন্ধু, নাহিক সংশয়।
প্রদীপ্ত হুতাশে ভস্ম কাষ্ঠ যে প্রকার, (১)
ভস্মীভূত জ্ঞানানলে কর্ম্ম সবাকার।
যাহা কিছু এ সংসারে দরশন হয়,
পবিত্র জ্ঞানের সম কিছু তা'র নয়।
কর্ম্ম-যোগে কাল-ক্রমে সিদ্ধি হ'লে পরে,
অনায়াসে এই জ্ঞান লাভ করে নরে।
যতনে সংযত করি' ইন্দ্রিয়-নিচয়,
গুরু-উপদেশে রাখি' শ্রদ্ধা অতিশয়,
একনিষ্ঠ হ'য়ে কর্ম্ম যে করে বিহিত,
এই জ্ঞান সেই জন লভয়ে নিশ্চিত।
এ জ্ঞান সম্যক্ রূপে লব্ধ যে সময়,
অচিরে পরমা শান্তি অধিগত হয়।
গুরু-উপদিষ্ট-অর্থ না বুঝে যে জন,
বুঝিলেও শ্রদ্ধা যা'র না হয় কখন,
হইলেও শ্রদ্ধা কিছু, অন্তরে যাহার
সিদ্ধি অসিদ্ধির জন্যে সংশয়-বিচার,
স্বার্থ হ'তে পরিভ্রষ্ট হয় সেই জন,
কোন গতি নাহি তা'র, নিশ্চয় নিধন।

---

(১) প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নি সেই প্রকার সকল কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে।

ইহলোক নাহি তা'র, নাহি পরলোক,
সংশয়াত্মা কখন না দেখে সুখালোক।
ঈশ্বরারাধন-রূপ যোগেতে যে জন
আপনার কর্ম্মচয় করেন অর্পণ,
জ্ঞান-বলে আত্মাতেই নিরখি' ঈশ্বরে
কর্ত্তৃত্বের অভিমান গেছে যাঁ'র দূরে,
অসংশয় অপ্রমত্ত সে যোগিপ্রবর
কর্ম্মে বদ্ধ নাহি হ'ন সংসার ভিতর।
অতএব শোক-হেতু যে সব সংশয়
তোমার হৃদয়ে, পার্থ! উপচিত হয়,
আত্ম-জ্ঞান-অসি দিয়া করিয়া ছেদন
কর্ম্ম-যোগে রত হও, উঠহ এখন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাস-যোগ।

কহেন অর্জ্জুন, কর্ম্ম-ত্যাগ কথা
কহি' কৃষ্ণ! একবার,
কর্ম্ম-যোগে পুনঃ দিতেছ আমাকে
উপদেশ বার বার।

কিছু ত ইহার না পারি বুঝিতে,
সুধাই হে পুনরায়,
কহ স্থির করি' এ দুয়ের মধ্যে
শ্রেয়োলাভ হয় যা'য়।

সংশয় তাঁহার হেরি' ভগবান্
কন, শুন ধনঞ্জয়,
কর্ম্ম-পরিহার কিংবা কর্ম্ম-যোগ
উভয়েই মুক্তি হয়।

তথাপি যদ্যপি উভয়ে তুলনা
করহ, দেখিবে তা'য়,
সন্ন্যাস হইতে হয় গরীয়ান্
কর্ম্ম-যোগ বসুধায়।

রাগ-দ্বেষ যা'র নাহিক অন্তরে,
ঈশ্বরের তুষ্টি তরে,
ফল-কামনায় দিয়া বিসর্জ্জন,
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান করে,

করিলেও কর্ম্ম সন্ন্যাসী বলিয়া
সতত জানিবে তা'য়,
সংসার-বন্ধন হ'তে অনায়াসে
মুক্ত সেই হ'য়ে যায়।

কর্ম্ম-পরিত্যাগ; আর কর্ম্ম-যোগ,
পৃথক্ কখন নয়,
অজ্ঞ জন শুধু, (পণ্ডিতেরা নহে)
উভয়ে পৃথক্ কয়।

এ দুয়ের মধ্যে একটিরো কেহ
আশ্রয় যদ্যপি লয়,
সম্যগনুষ্ঠানে, উভয়েরি ফল,
এক হ'তে লাভ হয়।

কর্ম্ম হ'তে, দেখ, চিত্ত-শুদ্ধি আ'সে,
চিত্ত শুদ্ধ হ'লে জ্ঞান,
জ্ঞান জনমিলে, উভয়েরি ফল
মোক্ষপদে অধিষ্ঠান।

জ্ঞান-নিষ্ঠ যোগী করি' কর্ম্ম-ত্যাগ
জ্ঞানেতে যে পদ পায়,
কর্ম্ম-যোগীরাও, কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে,
চরমে তাহাতে যায়।

অতএব যিনি সন্ন্যাস কর্মে
অভিন্ন দেখিতে পান,
সম্যক্ দর্শন তিনিই করেন,
তাঁহারি জনমে জ্ঞান।

কর্ম্ম না করিলে সন্ন্যাস কেবল
দুঃখের কারণ হয়,
কেননা নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ বিনা
চিত্ত-শুদ্ধি কভু নয়।

চিত্ত-শুদ্ধি বিনা না উপজে জ্ঞান,
জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই,
কর্ম্ম-যোগী মুনি সন্ন্যাসী হইয়া
আশু ব্রহ্ম পান তাই।

কর্ম্ম-যোগে যা'র বিশুদ্ধ অন্তর,
সংযত শরীর মন,
আপন আত্মায় আত্মা সবাকার
করে যেই দরশন।

স্বভাবতঃ, কিংবা লোক-যাত্রা হেতু,
যখন সে যাহা করে,
করিয়াও কর্ম্ম লিপ্ত কভু নয়,
অনাসক্ত হ'য়ে করে।

তত্ত্ববিৎ যোগী দেখে শুনে সব,
পরশে অন্যের মত,
গন্ধের আঘ্রাণ, গমন, ভোজন,
শ্বাসাদি ক্রিয়ায় রত;

পঞ্চম অধ্যায়।

শয়নের কালে করে সে শয়ন,
সুখে নিদ্রাগত হয়,
মলমূত্র ত্যাগ করে যথাকালে,
বিরত তাহেও নয়;

করয়ে গ্রহণ বস্তু ইচ্ছামত,
কহে কথা অন্য সনে,
চক্ষুরুন্মীলন, নিমীলন কভু,
ক'রে থাকে প্রয়োজনে।

'আমি ত কিছুই করিনা কখন,'
তথাপি সে ভাবে মনে,
'ভোগ্য বিষয়ের করে উপভোগ
আমার ইন্দ্রিয়গণে।'

পদ্মপত্র যথা জলেতেই থাকে,
লিপ্ত কিন্তু নহে জলে,
পরব্রহ্মে যিনি করি' সমর্পণ
সমুদয় কর্ম্মফলে,

হইয়া নিষ্কাম আচরেন কর্ম্ম,
তিনিও তাহারি মত,
পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত ন'ন,
করিলেও কর্ম্মশত।

ফলাসক্তি ত্যজি' চিত্ত-শুদ্ধি তরে
কর্ম্ম-পর যোগিগণে
দেহের দ্বারায় করেন স্নানাদি,
ধ্যানাদি করেন মনে।

বুদ্ধিবলে তাঁ'রা করেন সতত
নানা তত্ত্ব নিরূপণ,
কর্ম্মাভিনিবেশ- রহিত ইন্দ্রিয়ে
কর্ম্মে সদা রত র'ন।

কর্ম্ম-ফল ত্যজি' ব্রহ্ম-নিষ্ঠ যোগী
কর্ম্ম করি' মোক্ষ পায়,
ব্রহ্ম-বহির্মুখ, ফলাসক্তি হেতু,
আবদ্ধ রহিয়া যায়।

সংযমী যে দেহী, বশীকৃতেন্দ্রিয়,
সে সদা বিবেক-বলে,
হ'য়ে জ্ঞানবান্ ত্যজি' কর্ম্মচয়
সুখে রহে মহীতলে;

অহংকার-হীন নবদ্বার পুর
দেহে থাকে হৃষ্টমনে,
আপনিও কিছু করেনা কখন
না করায় অন্য জনে।

ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বে নাহি করেন সৃজন,
কর্ম্মও তাঁহার সৃষ্ট নহে কদাচন।
কর্ম্ম-ফল-ভোগ, যাহা দেখ নিরন্তর,
তাহাও সৃজেন নাই পরম-ঈশ্বর।
তবে যে ইহাতে লোক হয় প্রবর্ত্তিত,
অবিদ্যা তাহার হেতু জানিও নিশ্চিত।

পাপ পুণ্য কা'রো কভু না ল'ন ঈশ্বর,
পরিপূর্ণ আপ্তকাম তিনি নিরন্তর।
অবিদ্যায় সকলের জ্ঞান আবরিত,
তাহারি প্রভাবে সবে হয় বিমোহিত।
বৈষম্য তাঁহার কার্য্যে দেখি', সে কারণে,
পক্ষপাতী তাঁ'রে তা'রা ভাবে মনে মনে।
যে অজ্ঞানে এ বৈষম্য মনেতে উদয়, (১)
পরমার্থ-জ্ঞান করি' তাহার বিলয়,
প্রকাশ করিয়া দেয় পূর্ণ পরাৎপরে,
প্রকাশে ভাস্কর যথা পদার্থ-নিকরে।
ঈশ্বরের তত্ত্বে বুদ্ধি সুমার্জ্জিত যা'র,
তাঁ'র শুশ্রূষায় সদা আগ্রহ যাহার,
তাঁহাতেই নিষ্ঠা যা'র, পরম আশ্রয়
তাঁহাকেই জ্ঞান করি', কর্ম্ম যে করয়,
তাঁহারি প্রসাদে তা'র দিব্য জ্ঞান-জল
বিধৌত করিয়া দেয় দুরিত সকল।
চরমে পরমা শান্তি অবাধে সে পায়,
আর না তাহাকে হয় আসিতে ধরায়।
ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে পণ্ডিত যে জন,
সকলের প্রতি তা'র সমান দর্শন।
বিদ্যা-বিনয়াদি-যুত ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
সমভাবে দৃষ্টি তা'র রহে সর্ব্ব কালে।

---

(১) সূর্য্য যেরূপ সমুদয় পদার্থকে প্রকাশিত করে সেই প্রকার যাহাদের পরমার্থ-জ্ঞান হওয়াতে এই বৈষম্য-বোধক আত্মার অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে তাহাদের সেই জ্ঞান ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

গাভী গজে যে নয়নে দেখে সে যেমন,
কুক্কুরেও তাহে করে সে রূপে দর্শন।
সমভাবে সর্ব্বভূতে সকল সময়
অবস্থিত যাঁহাদের মন, ধনঞ্জয়!
ইহকালে থাকিলেও তাঁহারা জীবিত,
নিখিল সংসার রহে তাঁ'দের বিজিত।
দোষ-স্পর্শ-হীন সেই ব্রহ্ম সনাতন,
সর্ব্ব ভূতে সমভাবে অধিষ্ঠিত র'ন।
বিশ্বময়, নিরন্তর, সেই বিশ্বাধার
রহেন বিরাজমান ধরি'' বিশ্বাকার।
অতএব সর্ব্বত্রই প্রকাশিত তাঁ'য়
হেরি', সমদৃষ্টি থাকে যাঁ'দের সবায়,
ব্রহ্মেতেই তাঁ'রা পরে র'ন অবস্থিত,
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'ন তাঁহারা নিশ্চিত।
ব্রহ্মকে যে জন জানি' হ'ন ব্রহ্মপর,
প্রিয়-সমাগমে ন'ন প্রফুল্ল অন্তর;
যদি বা অপ্রিয় কভু হয় সংঘটন,
উদ্বিগ্নও তাহে নাহি হয় তাঁ'র মন।
কেন না তাহার বুদ্ধি মোহ-মুক্ত হ'য়ে
স্থিরভাব ধরিয়াছে বিষয়-নিচয়ে।
বাহ্য বিষয়েতে যিনি অনাসক্ত-চিত,
শান্তি-সুখ হয় তাঁ'র অন্তরে উদিত।
অবশেষে আত্মা তাঁ'র সমাধি-আশ্রয়ে
লভয়ে অক্ষয় সুখ ব্রহ্মে যুক্ত হ'য়ে।
বিষয়ের সুখ স্পর্দ্ধা-অসূয়া-সাধন,
ইহলোকেতেই তাহা দুঃখের কারণ;

আদি অন্ত আছে তা'র, হয় পুনঃ যায়
জ্ঞানীর আসক্তি কভু না হয় তাহায়।
জীবন-বিহীন হ'লে জীব-কলেবর
স্পন্দন-রহিত যথা থাকে নিরন্তর,
না পারে ইন্দ্রিয়চয় প্রকাশিতে বল,
জড়বৎ দেহ রহে পড়িয়া কেবল,
সেইরূপ যদবধি মৃত্যু নাহি হয়,
কাম ক্রোধ হ'তে যত বেগ উপজয়,
তখনি তাহার রোধে সমর্থ যে জন
তিনিই সুসমাহিত সুখের ভাজন।
অথবা ঘটিলে মৃত্যু, যুবতী বনিতা
আলিঙ্গন করে যবে হ'য়ে শোকান্বিতা,
পরিজন মিলি' যবে করয়ে দাহন,
প্রাণ-শূন্য স্পন্দহীন দেহ অচেতন
কাম ক্রোধ বেগ যথা সহে অকাতরে,
জীবন সত্ত্বেও যিনি সংযত-অন্তরে
সহিতে পারেন তাহা হ'য়ে অচঞ্চল,
সমাধি-নিরত সুখী তিনিই কেবল।
আত্মাতেই সুখ যাঁ'র, বিষয়েতে নয়,
আত্মাতে আরাম যাঁ'র, বাহিরেতে নয়।
আত্মাতেই দৃষ্টি যাঁ'র, নৃত্য গীতে নয়,
ব্রহ্মেতেই সমাহিত চিত্ত যাঁ'র রয়,
তিনিই পরম যোগী, জেন ধনঞ্জয়,
অবাধে নির্ব্বাণ তাঁ'র ব্রহ্মেতেই হয়।
তত্ত্বদর্শী সংযতাত্মা মহর্ষি-নিচয়,
পাপ-পরিশূন্য সদা যাঁ'দের হৃদয়,

সকল-সংশয়-ছিন্ন যাঁ'দের অন্তর,
সর্ব্বভূতে নিত্য যাঁ'রা হ'য়ে দয়াপর
করেন অশেষবিধ হিত-অনুষ্ঠান,
ব্রহ্মেতে তাঁ'রাই জেন লভেন নির্ব্বাণ।
কাম-ক্রোধ-পরিমুক্ত যতীন্দ্র-নিকর,
সুসংযত যাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর,
আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে সুপণ্ডিত যাঁ'রা,
নির্ব্বাণ উভয় লোকে প্রাপ্ত হ'ন তাঁ'রা।
কেবল দেহান্তে মোক্ষ তাঁহাদের নয়,
জীবিত-কালেও ব্রহ্মে তাঁ'দের বিলয়।
রূপ, রস আদি বাহ্য বিষয়-নিকরে
চিন্তা করিলেই তা'রা প্রবেশে অন্তরে;
করিলেই তাহাদের চিন্তা পরিহার,
প্রবেশিতে মনে তা'রা নাহি পায় দ্বার।
প্রাণায়ামে বায়ু স্থির একবার হ'লে,
ঊর্দ্ধ অধে প্রাণাপান আর নাহি চলে।
নাসিকা ভিতরে তা'রা কেবল সঞ্চরে,
বাহিরের বায়ু আর না যায় অন্তরে।
ভিতরের বায়ু আর বাহিরে না যায়,
সমভাবে প্রাণাপান বহে নাসিকায়।
বাহ্য বিষয়কে স্থান না'হ দিয়া মনে,
ভ্রূ-যুগের মধ্যে রাখি' যুগল নয়নে,
প্রাণাপানে নাসা মধ্যে করিয়া সমান,
মোক্ষ-পরায়ণ যেই মুনির প্রধান,
করেন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সুসংযত,
ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ যাঁ'র হয় দূরগত,

যদিও ধরায় তিনি রহেন জীবিত,
জীবন্মুক্ত তাঁ'রে, পার্থ, জানিও নিশ্চিত।
আমি করি ভোগ যজ্ঞ তপ সমুদয়,
পালক তা'দের আমি সকল সময়,
সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর, সুহৃৎ সবার,
নিরপেক্ষ হ'য়ে আমি করি উপকার;
এই ভাবে সেই মুনি জানিয়া আমায়,
লভেন পরমা শান্তি আমারি কৃপায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাস-যোগ।

কহেন শ্রীভগবান্ শুন ধনঞ্জয়,
নিরগ্নি হ'লেই যোগী কখন না হয়; (১)
ক্রিয়াহীন হইলেও যোগী কভু নহে,
সন্ন্যাসীও ইহাদিগে কেহ নাহি কহে।
কর্ম্মফল-আশা ত্যাগ করিয়া যে জন,
বিহিত কর্ম্মেতে রত রহে অনুক্ষণ,
প্রকৃত সন্ন্যাসী লোকে তাহাকেই কয়,
সেই জন মহাযোগী জানিও নিশ্চয়।
সন্ন্যাস যাহাকে কহে পণ্ডিতমণ্ডলে,
তাহাকেই, ফল-ত্যাগ হেতু, যোগবলে।
ফলের সঙ্কল্প ত্যাগ নাহি হয় যাঁ'র,
কর্ম্মে কিংবা জ্ঞানে নিষ্ঠা থাকুক তাঁহার,
আসক্তিই বিক্ষোভিত করে তাঁ'র মন,
যোগী হ'তে না পারেন তিনি কদাচন।
জ্ঞান-যোগ-আরোহণে অভিলাষ যা'র,
এক মাত্র কর্ম্ম জেন, সোপান তাহার।

(১) নিরগ্নি—অগ্নি-সাধ্য যাগ-যজ্ঞাদি ইষ্টাখ্য কর্ম্ম-ত্যাগী। অক্রিয়—পরোপকারার্থ কূপাদি খনন প্রভৃতি পূর্ত্তাখ্য কর্ম্ম-ত্যাগী।

জ্ঞানারূঢ় এই রূপে হয় সে যখন, (১)
চিত্তের শুচিতা তা'র জনমে তখন;
জ্ঞান-পরিপাক তরে তা'র সে সময়
কর্ম্ম হ'তে উপরতি হেতুভূত হয়।
ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়ে যখন,
অথবা যে কর্ম্ম হয় ভোগের সাধন
তাহাতেও যবে, নাহি থাকে অনুরাগ,
সকল সঙ্কল্প যবে হয় যাঁ'র ত্যাগ,
তিনি মাত্র সে সময়, কুন্তীর নন্দন,
যোগারূঢ় বলি' লোকে অভিহিত হ'ন।
জ্ঞানী জন বিবেককে করিয়া সহায়,
আত্মা দিয়া উদ্ধারিবে আপন আত্মায়।
অবসন্ন না ক'রবে আত্মারে কখন,
আত্মা ই আত্মার বন্ধু আত্মা রিপু পুনঃ।
যে আত্মায় মনোবৃত্তি রহে বশীকৃত (২)
তাহাই পরম বন্ধু জানিও নিশ্চিত;
যে আত্মা মনকে বশে না রাখিতে পারে,
তা'র সম শত্রু নাই নিখিল সংসারে।
রাগ-দ্বেষ-হীন যিনি, মন বশে যাঁ'র,
শীত, তাপ, সুখ, দুঃখ ঘটুক তাঁহার,

---

(১) যোগ-মার্গে আরূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির বিক্ষেপক কর্ম্ম হইতে উপরতিই জ্ঞান-পরিপাকের কারণ।

(২) যে আত্মা কর্ত্তব কর্ম্ম সংঘাতক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছে সেই আত্মাই বন্ধু, আর যে আত্মা তাহা পারে নাই, সেই আত্মাই শত্রু।

মান অপমান হ'ক, ক্ষতি কিছু নাই,
আত্মনিষ্ঠ তাহাতেও তিনি সর্ব্বদাই।
যে কোন অবস্থা তাঁ'র হ'ক আপতিত,
শ্রান্ত হৃদে পরমাত্মা র'ন অধিষ্ঠিত।
শাস্ত্রাচার্য্য-উপদেশে বস্তুবোধ, জ্ঞান, (১)
সাক্ষাদনুভব যাহে, তাহাই বিজ্ঞান;
জ্ঞান বিজ্ঞানের বলে যাহার অন্তর,
আকাঙ্ক্ষা-বিহীন, তৃপ্ত রহে নিরন্তর,
কোনও বিষয়ে নাহি যাঁহার বিচার,
দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত যাঁ'র,
মৃৎপিণ্ড, প্রস্তরখণ্ড, কাঞ্চন, রতনে,
অভিন্নভাবেতে যি'ন দেখেন নয়নে।
তিনিই প্রকৃত যোগী, জেন, ধনঞ্জয়,
যোগারূঢ় তাঁহাকেই সর্ব্ব লোকে কয়।
স্বভাবতঃ হিতকারী সুহৃৎ যে জন,
মিত্রতায় বদ্ধ যেবা স্নেহের কারণ,
প্রাণনাশকারী অরি অথবা যে হয়,
অন্যের বিবাদে যে বা উদাসীন রয়,
কিংবা যে বিবাদ-কালে মধ্যস্থ হইয়া,
সদ্ভাবে উভয় পক্ষে দেয় মিলাইয়া,
এইরূপ শত্রু, মিত্র, সাধু, পাপী জনে
রাগ-দ্বেষ-হীন হ'য়ে দেখে যে নয়নে,

---

(১) জ্ঞান—উপদেশাদি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থ নিচয়েব পরিজ্ঞান।
বিজ্ঞান—শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত পদার্থের স্বরূপত্ব সাক্ষাৎকারে অনুভব।

সকলের প্রতি দৃষ্টি যাহার সমান,
সেই জন, জেন পার্থ, সবার প্রধান।
নির্জ্জনেতে যোগী জন থাকিবে সতত,
দেহ আর চিত্তকে সে করিবে সংযত;
কামনার পরিহার যতনে করিবে,
পরিগ্রহ-হীন হয়ে সতত রহিবে। (১)
দেহাদির এইরূপে করি' সংযমন,
সমাহিত করিবেক যোগী তা'র মন
দেখিয়া পবিত্র স্থান আসন পাতিবে,
কুশের উপরে মৃগ-চর্ম্ম বিছাইবে,
চেলখণ্ড তদুপরে হ'বে আস্তরণ,
নাতি-উচ্চ নাতি-নীচ করিবে আসন।
অচঞ্চল ভাবে হ'লে আসন স্থাপিত,
তদুপরে সাবধানে হ'বে অবস্থিত।
আসীন হইয়া তাহে, আত্ম-শুদ্ধি তরে,
সংযত করিবে চিত্ত ইন্দ্রিয়-নিকরে।
এরূপে একাগ্রচিত্তে হ'য়ে ধ্যানপর,
অভ্যাস করিতে হ'বে যোগ নিরন্তর।
দেহ, শির, গ্রীবা র'বে সরল অচল,
স্থির হ'য়ে দেখিবেক নাসাগ্র কেবল।
অন্য কোন দিকে কভু দৃষ্টি না করিবে,
সতত প্রশান্ত-চিত্ত নির্ভয় র'হবে।
করিবেক ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রয় গ্রহণ
আমারি চিন্তায় সদা রহিবে মগন।

---

(১) পরিগ্রহ-হীন—সর্ব্ব প্রকার গ্রহণ হইতে বিরত।

অন্ত সমুদায় ছাড়ি' হইয়া মৎপর,
আমাতেই সমাহিত করিবে অন্তর।
এরূপে যে যোগী চিত্ত করিয়া সংযত,
আত্মাকে সুসমাহিত রাখয়ে সতত,
নির্ব্বাণ লাভের যাহা প্রধান উপায়,
সংসার-নিবৃত্তি রূপ শান্তি সেই পায়।
শান্তচিত্ত সেই যোগী, অধিক কি আর,
আমার সারূপ্য লাভে পায় অধিকার।
অভ্যাস যাহার থাকে অধিক ভোজনে,
অথবা যে জন রহে অতি অনশনে,
অতি-নিদ্রাশীল, অতি-জাগ্রত যে জন,
সমাধি তাহার নাহি হয় কদাচন।
আহার অথবা গতি যা'র নিয়মিত
কর্ম্ম-চেষ্টা রহে যা'র নিয়মে স্থাপিত,
নিয়ম-অধীন যা'র নিদ্রা, জাগরণ,
যোগ শুধু তা'রে দুঃখ করে নিবারণ।
বিশেষ সংযত হ'য়ে চিত্ত যে সময়
স্থির ভাবে আত্মাতেই সমাহিত রয়,
কোন কামনায় স্পৃহা না থাকে যখন,
যোগ-যুক্ত হ'তে পারে মানব তখন।
যোগী যে সময় করি' চিত্ত সুসংযত,
আত্ম-যোগ-অভ্যাসেতে রহেন নিরত,
নির্ব্বাত স্থানের দীপ উপমা তাঁহার,
উভয়েই অচঞ্চল একই প্রকার।
যোগের অভ্যাসে চিত্ত হইয়া সংযত,
যে প্রকার অবস্থায় হয় উপরত;

পরিশুদ্ধ মন দিয়া আত্মায় যাহায়
পরমাত্মা বিনা কিছু দেখিতে না পায়;
পরিতৃপ্ত রহে যাহে তাহাই হেরিয়া,
বিষয়ের রসাস্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া;
বিষয়-ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির-গোচর, (১)
নিত্য সুখ ভোগ করে যাহে নিরন্তর;
যে প্রকার অবস্থায় হ'লে অবস্থিত,
আত্ম-তত্ত্ব হ'তে কভু না হয় চলিত;
আত্ম-লাভ হ'লে যাহে আর পুনরায়,
অপর লাভের প্রতি মন নাহি ধায়;
গুরুতর দুঃখ যদি হয় আপতিত,
তাহাতেও যাহে চিত্ত নহে বিমোহিত;
বিষয়ের সুখ দুঃখ না পরশে যা'য়,
যোগ কহে, জেন পার্থ, হেন অবস্থায়।
শাস্ত্র আর আচার্য্যের উপদেশ মত
এ যোগের অভ্যাসনে রহিবে নিরত।
যদি ইহাতেও সিদ্ধি না হয় সত্বরে,
নির্ব্বেদ তথাপি যেন না আ'সে অন্তরে।
দুঃখ হেতু শিথিলতা হইলে যতনে,
সিদ্ধি লাভে সমর্থ না হয় কোন জনে।
অতএব নির্ব্বেদেরে না দিয়া আশ্রয়
অভ্যাস ক'রবে যোগ যত্নে অতিশয়।

---

(১) বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত কেবল মাত্র বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ।

সঙ্কল্পে জনমে কাম, যোগ-প্রতিকূল,
অতএব কামনারে করিবে নির্ম্মূল।
বিষয়ে ইন্দ্রিয়চয় হয় প্রধাবিত,
যবে বিবেক-বলে তা'দিগে শাসিত
নিয়মিত দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-নিচয়ে
রাখিয়া করিবে যোগ ধ্যান-পর হ'য়ে।
যদি কভু প্রাক্তনের সংস্কার কারণ
বিচলিত ইতস্ততঃ হয় লঘু মন,
বুদ্ধিকে করিয়া বশ, ধারণার বলে
রাখিবে তাহাকে স্থির আত্মায় কৌশলে।
ক্রমে ক্রমে বিরতির অভ্যাস করিবে,
অপর চিন্তাকে মনে স্থান নাহি দিবে।
স্বভাবতঃ মন থাকে সতত চঞ্চল,
ধাবিত সে হ'তে চায় বিষয়ে কেবল।
তথাপি যখন তাহা যে বিষয়ে ধায়,
তখনি ফিরা'তে তা'রে হ'বে [illegible]।
প্রত্যাবৃত্ত করি' তা'রে বিষয় হইতে,
আত্মাতেই স্থিরলগ্ন হইবে রাখিতে।
পুনঃ পুনঃ এইরূপে ধ্যান-ধারণায়
যে যোগী আপন বশে রাখেন তাহায়,
রজো গুণ তাঁ'র কাছে নাহি রহে আর,
ক্রমশঃ প্রশান্ত হয় অন্তর তাঁহার।
পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য তাঁহার হৃদয়,
ব্রহ্মভাবে পূর্ণ তিনি হ'ন সে সময়।
সমাধি-জনিত সুখ আসিয়া তখন,
পরম আনন্দ তাঁ'র করয়ে বর্দ্ধন।

যোগিজন এ প্রকারে যোগের আশ্রয়ে,
মনকে রাখিলে বশে পাপশূন্য হ'য়ে,
অবিদ্যার নিবর্ত্তক ব্রহ্ম-সন্দর্শনে,
অনায়াসে শ্রেষ্ঠ সুখ লভেন ভুবনে
বিয়োজিত না হ'লেও কলেবর হ'তে
জীবন্মুক্ত হ'য়ে র'ন পরম সুখেতে।
যোগেতে যাঁহার চিত্ত সমাহিত রয়,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁ'র সব ব্রহ্মময়;
স্থাবর জঙ্গমে দৃষ্টি তাঁহার সমান,
ভিন্ন ভাবে কাহাকেও দেখিতে না পান;
সর্ব্বভূতে নিরখেন আত্মায় আপন
আত্মাকেও সর্ব্বভূতে করেন দর্শন।
সকল প্রাণীতে দেখা যে পায় আমার,
আমাতে সকল প্রাণী দৃষ্ট হয় যা'র,
তাহার অদৃশ্য আমি না হই কখন,
আমারো অদৃশ্য কভু নহে সেই জন।
সতত প্রত্যক্ষ আমি তাহার হইয়া
অনুগ্রহ করি তা'রে কৃপা বিতরিয়া।
সর্ব্ব-ভূতে আছি আমি, জানিয়া যে জন
অভিন্ন ভাবেতে করে আমারে ভজন,
প্রকৃতই জ্ঞানবান্ সে যোগি-প্রধান
সর্ব্ব বিষয়েও যদি রহে বর্ত্তমান,
তথাপি আমাতে, জেন অবস্থান তা'র,
নিত্য-মুক্ত সেই, নাহি বিনাশ তাহার।
'সুখ দুঃখ, প্রিয়াপ্রিয় আমার যেমন,
সকলের পক্ষে তাহা অবশ্য তেমন'

এরূপ ভাবিয়া যেবা আত্ম-তুলনায়
সকলকে সমভাবে দেখে বসুধায়,
সেই জন, ধনঞ্জয়, আমার বিচারে,
পরম উৎকৃষ্ট যোগী নিখিল সংসারে।

কপিধ্বজ কন (১) শ্রীমধুসূদন
লয় বা বিক্ষেপ যা'র নাই,
সমতা এমন করিয়া গ্রহণ
আত্মাকারে যাহে থাকা চাই,

সে যোগ কখন থাকে বহুক্ষণ,
হেন বোধ মম নাহি হয়,
চঞ্চল যে মন স্থির কতক্ষণ
এক ভাবে সথা কহ রয়!

স্বভাব-চপল অতীব প্রবল,
বিচারে অজেয় সদা মন,
জীব-কলেবরে ইন্দ্রিয়-নিকরে
নিয়ত সে করে প্রমথন।

বিষয়ের রসে সতত সে রসে,
সুদুর্ভেদ্য রহে সবাকার,
নিগ্রহ তাহার, সুসাধ্য কাহার?
আকাশের বায়ু বশে কা'র?

(১) সমতা দ্বারা অর্থাৎ মনকে লয়-বিক্ষেপ শূন্য করিয়া কেবল আত্মাকারে অবস্থান পূর্ব্বক যে যোগ তাহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, মনের চঞ্চলতা বশতঃ ইহা আমার বোধগম্য হইতেছে না, কেননা চঞ্চল মনের বহুক্ষণ এক ভাবে থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

দেবকী-নন্দন বলেন তখন,
বটে সখা ইহা অসংশয়,
মনের নিগ্রহ, থাকিলে আগ্রহ
পরমাত্ম-ধ্যানে, তবু হয়।

বিষয়-বাসনা, ভোগের কামনা
করিতে পারিলে পরিহার,
বৈরাগ্যের বলে অভ্যাস-কৌশলে,
চপলতা দূর হয় তা'র।

বৈরাগ্য-অভ্যাসে অনেক প্রয়াসে
সুসংযত হয় যা'র মন,
যোগী হয় সেই, আমি বলি এই,
অসংযত, নহে কদাচন। (১)

কুন্তী-সুত ক'ন আবার তখন,
প্রথমে হইয়া শ্রদ্ধাপর,
করি যোগাশ্রয়, শিথিলতা হয়
যদি মনে কা'রো তা'র পর,

বিচলিত-মন সে আর তখন
যোগ-ফল কিছু না'হি পায়,
কহ, কৃষ্ণ তা'র গতি কি প্রকার;
সে সময় তা'র কি উপায়?

---

(১) যাহার চিত্ত অসংযত সে ব্যক্তি কখন যোগী হইতে পারে না।

করেছে সে জন ঈশ্বরে অর্পণ
আচরিত কর্ম্ম সমুদয়,
সে হেতু তাহার কিছুমাত্র আর
কর্ম্ম-ফল ভোগ নাহি হয়।

যোগ না করায় দেখ পুনরায়
মোক্ষ নাহি পায় কদাচন,
হারা'য়ে উভয় হ'য়ে নিরাশ্রয়,
করিবে সে, সখা, কি তখন ?

পূর্ব্ব-মেঘ হ'তে ছিন্ন কোন মতে
মেঘ-খণ্ড যদি কভু হয়,
মিশিতে তাহায় নারি' পুনরায়
বায়ু-বশে পথে তা'র লয়।

যোগ-ভ্রষ্ট জন তাহার মতন
ব্রহ্ম-পথে হ'য়ে অশরণ,
বিনষ্ট কি হয় ? হ'তেছে সংশয়,
বুঝিতে না পারি, জনার্দ্দন !

তুমি বিনা আর সংশয় আমার
ছেদ করে হেন কেহ নাই,
তোমার শরণ করেছি গ্রহণ,
সুধাই তোমারে পুনঃ তা'ই।

কর্ম্ম-যোগ হ'তে কেহ কোন মতে
ক'ন কৃষ্ণ, যদি ভ্রষ্ট হয়,
এ লোকে সে জন পতিত কখন
হইতে না পারে, ধনঞ্জয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হ'লে দেহনাশ, নরকে নিবাস
পরলোকেতেও নহে তা'র,
শুভ-কারী জন দুর্গতি কথন
পায় না কোথাও, জেন সার।

শ্রদ্ধা সহকারে যোগাভ্যাসে তা'রে
শুভকারী বলি' গণ্য যায়,
যোগভ্রষ্ট হ'লে কৃতযোগ-ফলে
পুণ্যকারীদের লোক পায়।

যাইয়া তথায় সুখেতে কাটায়
বহুতর কাল সেই জন,
জন্মে তা'র পরে, ধনীদের ঘরে
যা'রা সদাচার- পরায়ণ।

অথবা সে জন জনম-গ্রহণ
যোগিকুলে করে পুনরায়,
সুদুর্ল্লভ হয় সে জন্ম নিশ্চয়,
সাধারণ লোকে নাহি পায়।

এ দুই প্রকার জন্ম হয় যা'র
প্রাক্তনের বুদ্ধি আ'সে তা'র,
তখন সে জন করয়ে যতন
যোগসিদ্ধি হেতু বার বার।

কোন অন্তরায় আসিয়া তাহায়
অনিচ্ছুক করে যদি যোগে,
প্রাক্তন-অভ্যাসে ফিরায় মনে সে
যায় না বিষয়- সুখ-ভোগে।

যোগের স্বরূপ জানিয়া কিরূপ,
ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই হ'তে চায়,
বেদের ক্রিয়ায় যে ফল দেখায়,
লভি' ততোধিক মোক্ষ পায়।

প্রতি জনমেতে অধিক যত্নেতে
যোগাভ্যাসে পাপ দূর যা'র,
সেই যোগ-বলে জ্ঞানোদয় হ'লে,
পরা গতি মুক্তি ঘটে তা'র।

ব্রত চান্দ্রায়ণ করুক পালন
অন্য তপ কিংবা তপোধন,
শাস্ত্র অধ্যয়ন, করিয়া যতন,
করুক সতত জ্ঞানিজন,

ইচ্ছা যত হয় করম নিচয়
আগ্রহে করুক কর্ম্মিগণ,
যোগ সিদ্ধ যা'র শ্রেষ্ঠ সে সবার,
যোগাভ্যাসে, সখা, দাও মন।

যিনি পুনরায় মদ্‌গত আত্মায়
ভজেন আমারে শ্রদ্ধাবান্,
তিনি জ্ঞানবান্ যোগীর প্রধান,
আমি তাঁ'র প্রতি প্রীতিমান্।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞান-যোগ।

কহিলেন অনন্তর দেবকী-তনয়,
আমাতেই সমাসক্ত মন যা'র রয়,
আমাকে আশ্রয় করি' সতত যে জন,
যোগাভ্যাস করে হ'য়ে অনন্যশরণ,
সকল বিভূতি সহ জানিতে আমায়
অসংশয়ে পারে যা'হে কহি শুন তায়;
জানিতে পারিলে যাহা, জ্ঞাতব্য বিষয়
এ সংসারে অবশিষ্ট কিছুই না রয়,
সেই দিব্য-জ্ঞান, সখা, শাস্ত্র-সুসম্মত,
বিজ্ঞান সহিত কহি, হও অবগত।
সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন কোন জন
আত্ম-জ্ঞান ল'ভিবারে করয়ে যতন।
যত্ন করে যা'রা, সবে কৃতকার্য্য নয়,
সেই হয়, যা'র কিছু পূর্ব্ব পুণ্য রয়।
আত্ম-জ্ঞানে অধিকার লভে যত জন,
পরমাত্ম-তত্ত্ব সবে না পায় কখন।
পরমাত্ম-রূপী মোরে, কেহ কেহ তা'র
প্রকৃত রূপেতে জানে প্রসাদে আমার।

ভূমি, জল, বহ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, মন,
বুদ্ধি আর অহংকার, কুন্তীর নন্দন,
এই অষ্ট প্রকারেতে প্রকৃতি আমার
বিভক্ত, কহিনু আজি নিকটে তোমার।
মায়াশক্তি এই মোর অষ্টধা প্রকৃতি
জড়ত্ব প্রযুক্ত হয় অপকৃষ্ট অতি।
আছয়ে প্রকৃতি অন্য উৎকৃষ্ট আমার,
ধারণ করিছে যাহা জগৎ সংসার।
প্রাণিপুঞ্জ যত পড়ে নয়নে যাহার,
এ দুই প্রকৃতি হ'তে উদ্ভব সবার।
জড় প্রকৃতিতে দেহ হ'লে সংগঠিত,
প্রকৃতি চেতনাময়ী করে প্রবোধিত।
এরূপে আমিই এই জগৎ কারণ,
আমি পুনঃ সমুদয় করি সংহরণ।
সৃজন পালন লয়ে, আমা হ'তে আর,
পরতর নাহি কেহ, জেন ইহা সার।
সূত্রে মণি-কদম্বক যেরূপ গ্রথিত,
আমাতে জগৎ তথা জানিও নিশ্চিত।
সলিলেতে রস আমি, কহিনু তোমায়,
প্রভা আমি জেন, সখা, ভানু চন্দ্রমায়।
প্রণব ওঙ্কার আমি সকল বেদেতে,
অন্তরীক্ষে শব্দ আমি, পৌরুষ নরেতে।
পৃথিবীতে আমি হই গন্ধ অবিকৃত,
অগ্নিতে আমিই তেজ জানিও নিশ্চিত।
সকল জীবের দেহে আমিই জীবন,
তপোনিষ্ঠ মুনিগণে আমি তপ ধন।

সনাতন বীজ আমি সকল প্রাণীর,
বুদ্ধি-বিশিষ্টের বুদ্ধি, তেজ তেজস্বীর।
অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভে হয় যে বাসনা,
তাহাকেই পণ্ডিতেরা কহেন কামনা;
পাইলেও পুনঃ তৃষ্ণা অধিকের তরে,
রাগ নামে অভিহিত সংসার ভিতরে;
বলীর যে বল কাম-রাগ-বিরহিত,
আমি তাহা, ধনঞ্জয়, হই ও বিদিত।
যে ধর্ম্ম্য কামেতে জীব আপন দারায়
সঙ্গত হইতে চাহে পুত্র-কামনায়,
অধর্ম্ম-দূষিত তাহা নহে কদাচন,
আমিই সে কাম, নহে অন্য কোন জন।
শম দম আদি করি' যে ভাব সাত্ত্বিক,
হর্ষ দর্প আদি যাহা আছে রাজসিক,
কিংবা শোক মোহ আদি তামস যে সব,
আমা হ'তে সে সবার হয়েছে উদ্ভব।
মম প্রকৃতির কার্য্য সেই সমুদয়
জীবের স্ব-কর্ম্ম-ফলে উপস্থিত হয়।
আমি কিন্তু নাহি বশ তা'দের কখন,
আমার অধীনে তা'রা রহে অনুক্ষণ।
এই তিনরূপ গুণে হ'য়ে বিমোহিত,
আমাকে জগৎ-জীব না হয় বিদিত।
আমাকে অস্পৃষ্ট, জেন, এ গুণ-ত্রিধার,
নিয়ন্তা এদের আমি রহি নির্ব্বিকার। (১)

---

(১) যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে সে সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আমারই গুণত্রয়ের

গুণ-ময়ী দৈবী এই মায়াকে আমার
অতিক্রম করা, অতি কঠিন ব্যাপার। (১)
ভক্তিভরে যা'রা করে আমারে আশ্রয়,
তা'রাই এ মায়া হ'তে সমুত্তীর্ণ হয়।
মায়াতে নিরস্ত হয় যাহাদের জ্ঞান,
দম্ভ, দর্প, পরুষতা, ক্রোধ, অভিমান
ইত্যাদি আসুর ভাবে পূর্ণ নিরন্তর,
বিবেক-বিহীন মূঢ় দুষ্কৃতি-তৎপর,
মনুষ্যের অপকৃষ্ট সে দুরাত্মগণ,
আমার ভজনা নাহি করে কদাচন।
যাহারা কাতর অতি ব্যাধির পীড়ায়,
আত্ম-জ্ঞান লাভ যা'রা করিবারে চায়,
ইহ-পর-লোকে সুখ-ভোগের সাধন
অর্থ-হেতু যাহাদের হয় আকিঞ্চন,
আর আত্মবিৎ, লোক এ চারি প্রকার
সুকৃতির ফলে করে ভজনা আমার।
দেহাদিতে না করিয়া কোন অভিমান,
একমাত্র আমাতেই থাকি' ভক্তিমান্,
আমাতেই একনিষ্ঠ আত্মবিৎ জন,
এ সবার মধ্যে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বলে হ'ন।

কার্য্য। কিন্তু আমি ঐ সকলের অধীন নহি, কেননা আমি ত্রিগুণাতীত, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতেই বর্ত্তমান থাকে। জগতের সমস্ত জীব এই তিন গুণ দ্বারা বিমোহিত হইয়া নির্ব্বিকার আমাকে জানিতে পারে না।

(১) গুণ-ময়ী দৈবী মায়া—আমার মায়া সত্ত্বাদি-গুণ-বিকারাত্মিকা এবং অলৌকিকী। তাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

জ্ঞানীর পরম প্রিয় আমি, ধনঞ্জয়,
জ্ঞানীও আমার, জেন, প্রিয় অতিশয়।
মোক্ষলাভে অধিকারী এ চারি সাধক,
আত্মা তুল্য কিন্তু মম জ্ঞানী উপাসক।
সকল গতির শ্রেষ্ঠ আমাতে সে জন,
এক-চিত্ত হ'য়ে যুক্ত থাকে অনুক্ষণ।
প্রতি জন্মে কিছু কিছু পুণ্যের সঞ্চয়ে,
বহুজন্ম-অন্তে, শেষে জ্ঞানবান্ হ'য়ে,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব বাসুদেব-ময়
দেখিতে পাইলে, নর মোরে প্রাপ্ত হয়।
এরূপ মহাত্মা, কিন্তু ভাবি' দেখ মনে,
সুদুর্লভ অতিশয় এ বিশ্ব-ভুবনে।
চাহে যা'রা পুত্র, কীর্ত্তি, শত্রু-পরাজয়
অথবা অপর কোন ভোগের বিষয়,
সেই সেই কামনায় জ্ঞান হারাইয়া,
উপবাস-আদি নানা নিয়ম করিয়া,
আপন প্রকৃতি-বশে, সুখের আশায়,
করয়ে ভজনা তা'রা অন্য দেবতায়।
আমারি মূর্ত্তির ভেদ দেবতা-নিচয়,
যে মূর্ত্তি ভজিতে যা'র শ্রদ্ধা অতিশয়,
অন্তর্যামী আমি, পার্থ, তাহাতেই তা'র,
বিধান করিয়া থাকি অচলা শ্রদ্ধার।
সেই শ্রদ্ধাতেই ভক্ত, সে মূর্ত্তি-সেবায়,
কাম ভোগ ইচ্ছা মত তাহা হ'তে পায়।
স্বরূপতঃ, কিন্তু দেখ, অভীষ্ট তাহার
আমারি বিহিত, নহে অপর কাহার।

অল্প-মেধাবীর সেই ফল সমুদয়,
হ'লেও আমার দত্ত, কালে পায় লয়।
অন্তশীল দেবকুল, তা'দের যজনে
দেব-লোক প্রাপ্ত হয় দেবযাজিগণে।
অনাদি, অনন্ত আমি পরানন্দময়,
আমাকে যে ভজে, প্রাপ্ত আমাকেই হয়।
কিন্তু দেখ, প্রপঞ্চের অতীত আমারে
অল্পবুদ্ধি জনগণ জানিতে না পারে।
আমার স্বরূপে তা'রা থাকি' অবিদিত,
মীন কূর্ম্ম আদি মম লীলায় মোহিত
হইয়া, আমারে আর না ভাবে ঈশ্বর,
মীন কূর্ম্ম ভাবি' মোরে, ভজে দেবান্তর;
সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণের ক্রিয়ায়
অঘটন যাহা কিছু ঘটে সমুদায়।
প্রচ্ছন্ন সতত আমি এ যোগ-মায়াতে,
কখন প্রকাশ নহি কাহারো সাক্ষাতে।
সেই হেতু মূঢ়গণ বুঝিতে না পারে,
জন্ম-ক্ষয়-বিবর্জ্জিত জানেনা আমারে! (১)
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, বিশ্ব চরাচর
কিছুই আমার কভু নাহি অগোচর।
বিমোহিত হ'য়ে কিন্তু আমার মায়ায়,
কোন জন নাহি পারে জানিতে আমায়।
দেহের উৎপত্তি হ'লে, অনুকূলে তা'র
সমুদ্ভব হ'তে থাকে নানা বাসনার;

(১) জন্ম ক্ষয় রহিত নিত্য স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।

প্রতিকূলে দ্বেষ আ'সে জানিও নিশ্চয়,
সুখ দুঃখ অনুভব তাহাতেই হয়। (১)
বিবেক-বিনাশ ইথে, মোহের উদয়,
'আমি সুখী, আমি দুঃখী,' ভাবে জীবচয়।
পুণ্য কর্ম্মে যাঁহাদের পাপ দূরগত,
এ মোহ-বিমুক্ত হ'য়ে, তাঁ'রা অবিরত,
দৃঢ়ব্রত সহকারে ঐকান্তিক মনে
নিরত থাকেন সদা আমার ভজনে।
জরা-মৃত্যু-নিরসনে হ'য়ে সযতন (২)
আমার শরণ যাঁ'রা করেন গ্রহণ,
দেহ-ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকে জানিয়া
করণীয় কর্ম্ম যাহা, সকলি বুঝিয়া,
তাঁ'রাই কেবল সেই ব্রহ্ম সনাতনে,
জানিতে পারেন, জিষ্ণু, আমার সাধনে।
দৈবে, যজ্ঞে, সর্ব্বভূতে, সর্ব্বত্র, আমারে
অধিষ্ঠাতা বলি' যা'রা পারে জানিবারে,
আমাতেই সমাহিত তা'রা সদা রয়,
মরণ কালেও মোরে বিস্মৃত না হয়।

---

(১) স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলে অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া শীতোষ্ণাদি বিষম ভাবের জন্য লোকে মোহে অভিভূত হইয়া থাকে।

(২) জরা-মৃত্যু নাশ করিবার জন্য।

অষ্টম অধ্যায়।

তারকব্রহ্ম-যোগ।

ভগবানে কপিকেতু সুধান তখন,
ব্রহ্ম কি প্রকার, কৃষ্ণ, করহ কীর্ত্তন!
অধ্যাত্ম কি রূপ কহ, কর্ম্ম কি প্রকার,
অধিভূত, অধিদৈব কহ নাম কা'র।
এই দেহে কি রূপেতে অথবা কোথায়,
অধিযজ্ঞ, মধুরিপু, কহ দেখা যায়।
নিয়তাত্মা যোগিগণ কেমনে তোমারে,
প্রয়াণে, পুরুষোত্তম, পারে জানিবারে?
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, যাঁ'র নাহিক ক্ষরণ, (১)
যিনি জগতের আদি প্রধান কারণ,

---

(১) যিনি পরম অক্ষর অর্থাৎ জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের যে অংশ জীবরূপে দেহ অধিকার করিয়া থাকে তাহাকে অধ্যাত্ম বলে। প্রাণী-দিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী বিসর্গকে অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ দ্রব্য-ত্যাগ স্বরূপ যজ্ঞকে কর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া যায়। বিনশ্বর দেহাদি, পদার্থভূত অর্থাৎ জরায়ুজ প্রাণিমাত্রকেই অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে অধিভূত, ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ আপন অংশভূত দেবগণের অধিপতি তাঁহাকেই অধিদৈবত বলে; এবং আমি এই দেহ মধ্যে যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতার যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা রূপে অবস্থান করিতেছি বলিয়া আমি অধিযজ্ঞ।

তিনিই পরম ব্রহ্ম; যে অংশ তাঁহার,
জীবরূপে করি' এই দেহ অধিকার,
সুখ বা দুঃখের ভোগে রহে অবস্থিত,
তা'হ'ই অধ্যাত্ম নামে হয় অভিহিত।
জীবের উদ্ভব-কর যে দ্রব্যনিচয়,
যাহাতে বর্দ্ধিত জীব ক্রমশই হয়,
দেবোদ্দেশে ত্যাগ তা'র করিলে স্বীকার,
কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় সেই পরিহার।
দেহাদি পদার্থরূপ ভাব বিনশ্বর,
অধিকার জরাযুজে করে নিরন্তর;
অধিভূত তাহাকেই কহে সে কারণ,
দেহীর প্রধান পার্থ, করহ শ্রবণ।
আদিত্য-মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ,
অংশভূত দেবতার যিনি অধিরাজ,
জীবকুলে আদি কর্ত্তা যিনি ধনঞ্জয়,
বৈরাজ পুরুষে সেই অধিদেব কয়।
আমি এই দেহ মধ্যে হ'য়ে অবস্থিত
যজ্ঞাদি কর্ম্মেতে সবে করি প্রবর্ত্তিত;
ফল-দান করি, যা'র কর্ম্ম যে প্রকার,
অধিযজ্ঞ নাম তা'ই হয়েছে আমার।
অন্তকালে আমাকেই করিয়া স্মরণ
কলেবর পরিহার করে যেই জন,
সেই প্রাপ্ত হয়, জেন স্বরূপ আমার,
ইহাতে সংশয় নাই কিছুমাত্র আর।
যে যে ভাব মনে লোক করিয়া স্মরণ,
অন্তিম সময়ে দেহ করে বিসর্জ্জন,

তাহাতেই চিত্ত তা'র নিবিষ্ট থাকায়,
সেই সেই ভাব সব দেহান্তে সে পায়।
অতএব, সখা, তুমি আমাকে স্মরণ,
সর্ব্বদা করহ, হ'য়ে অবহিত-মন;
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করহ যতনে,
বিপক্ষ-বিজয়ে হও প্রবর্ত্তিত রণে।
আমাতেই মন বুদ্ধি অর্পিলে তোমার,
আমাকেই পা'বে, নাহি অন্যথা তাহার।
অভ্যাসে একাগ্রচিত্ত হইয়া সতত,
অপর ভাবনা হ'তে থাকিয়া বিরত,
প্রভাময় সে পরম-পুরুষে চিন্তন
করিলে, তাঁহাকে পান ধ্যানশীলগণ!
অনাদি অচিন্ত্য যিনি, নিয়ন্তা সবার,
সূক্ষ্ম হইতেও যিনি অতি সূক্ষ্মাকার,
সবার পালন-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ যে জন,
অমিত মহিমা হেতু যাঁ'রে বুদ্ধি, মন
জানিতে না পারে কভু, আদিত্যের প্রায়
ভাস্বর সতত যিনি স্বীয় প্রতিভায়,
যে পুরুষ প্রকৃতির পর বর্ত্তমান,
তাঁহাকে অন্তিম কালে, হ'য়ে ভক্তিমান্,
যোগের সাহায্যে চিত্ত একাগ্র করিয়া,
প্রাণ-বায়ু ভ্রূযুগের মধ্যে নিবেশিয়া,
যে জন সমর্থ হ'ন করিতে স্মরণ,
সে পরম-পুরুষেরে প্রাপ্ত তিনি হ'ন।
বেদবিৎগণ ক'ন অক্ষর যাঁহায়,
বীতরাগ যতিদের সুপ্রবেশ যাঁ'য়,

যাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করি" কত জন
গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য করে আচরণ,
তাঁ'কে লাভ করিবার আছে যে উপায়,
সংক্ষেপে এখন, সখা, কহি তা' তোমায়।
সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার করি' সংযমন
(ইন্দ্রিয়ে, বিষয়-রস না করি' গ্রহণ,)
হৃদয়ের মধ্যে মন নিরোধ করিয়া
(বাহ্য বিষয়ের কিছু মনে না স্মরিয়া,)
প্রাণবায়ু ভ্রূ-মধ্যেতে করিয়া স্থাপন,
আত্মার স্থিরতা, যোগে করিয়া ধারণ,
ব্রহ্মের স্বরূপ 'ওম্' শব্দ-উচ্চারণে
নিয়ত স্মরণ করি' আমাকেই মনে,
কলেবর ত্যজি' যিনি করেন প্রয়াণ,
তিনিই পরমা গতি মরণান্তে পান।
না করি' অপর চিন্তা, এক-চিত্ততায়
অনুদিন অনুক্ষণ স্মরে যে আমায়,
সমাহিত-চিত্ত সেই যোগীর সকাশে,
সুলভ, অর্জ্জুন, আমি, লভ্য অনায়াসে।
এইরূপ মহাত্মারা আমাকে পাইয়া,
চরমে পরমা সিদ্ধি মুক্তিই লভিয়া,
অনিত্য জনম, দুঃখরাশির আগার,
পরিগ্রহ না করেন পুনর্ব্বার আর।
ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরি' পুনরায়
জনমিতে হয় জীবে এই বসুধায়;
আমাকে পাইলে কিন্তু, জেন ইহা সার,
পুনর্জ্জন্ম কা'রো কভু নাহি ঘটে আর।

মনুষ্যের এক বর্ষ হইলে পূরণ,
দেবতার অহোরাত্র তাহে নিরূপণ;
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ এ প্রকারে হ'লে,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি চারি যুগ বলে;
এইরূপে চতুর্যুগ-সহস্র যখন,
ব্রহ্মার দিবস এক তাহাতে গণন;
রজনীরো পরিমাণ এরূপ তাঁহার,
সেই অহোরাত্রবিৎ, জানা ইহা যা'র।
ব্রহ্মার দিবস কাল হ'লে সমাগত,
ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচর প্রাণী আছে যত,
অব্যক্ত কারণ হ'তে সবাই জনমে,
লীন হয় তাহে পুনঃ নিশার আগমে।
এইরূপে জীবকুল ব্রহ্মার দিবায়
পুনঃ পুনঃ জন্মি', লয় রজনীতে পায়;
আবার দিবস হ'লে পূর্ব্ব-কর্ম্ম ফলে
অবশ হইয়া জন্মে অবনি মণ্ডলে।
সমুদয় চরাচর জীবের কারণ
এই যে অব্যক্ত, জেন কুন্তীর নন্দন,
ইহারো কারণভূত ভাব পরতর,
ইন্দ্রিয়ের অগোচর আছে অন্যতর।
সনাতন তাহা, সর্ব্বভূতের বিলয়
হইলেও, কোন কালে বিনষ্ট না হয়।
উৎপত্তি-বিলয়-হীন বেদের অক্ষর
এই অতীন্দ্রিয় ভাব, নহে অন্যতর।
ইহাই পরমা গতি মনুষ্যের হয়,
ইহাকেই পুরুষার্থ পণ্ডিতেরা কয়।

যাহাকে পাইলে, এই সংসার মাঝারে
ফিরিয়া আসিতে আর না হয় কাহারে,
তাহাই পরম ধাম, স্বরূপ আমার,
আমিই পরমা গতি, জেন ইহা সার।
অবস্থিত জীবকুল যাহার অন্তরে,
ব্যাপ্ত যিনি সমুদয় বিশ্ব চরাচরে,
সে পর পুরুষ মোরে, কারণ সবার,
একান্ত ভকতি বিনা লাভ করা ভার।
আমাকে যে করে ভক্তি, আমাকেই পায়,
অন্যগতি পায় লোক কর্ম্ম-ভবষায়।
যে যে কাল-রূপ পথে করিলে গমন
পৃথিবীতে আর যোগী না ফিরে কখন,
কর্ম্মিগণ কাল-রূপ যে পথে যাইয়া
আইসে অবনি তলে আবার ফিরিয়া,
ভরত-কুলের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, এখন
তোমার নিকটে কহি, শুন দিয়া মন।
অগ্নি, জ্যোতিঃ, অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা তেজের,
অহ, অধিষ্ঠাত্রী-দেবী হ'ন দিবসের;
সিত-পক্ষ দেবী শুক্লা, করহ শ্রবণ,
উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী উত্তর-অয়ন; (১)

---

(১) যে পথ অবলম্বন করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় অর্থাৎ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহা উত্তরায়ণ। যোগী ক্রমাগত ছয় মাস দিবা-রাত্রি প্রাণায়াম করিতে করিতে কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বর্ণ জ্যোতিঃ দেখিতে পান। সেই জ্যোতিঃ দর্শন কালে যদি তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া প্রাণ বায়ু বাহির

যে পথ দেখান এই দেবতা সকলে,
মরণান্তে তাহাতেই যে যোগীরা চলে,
আর না তাঁদের হয় আসিতে ধরায়,
ব্রহ্মজ্ঞ সে যোগিবৃন্দ ব্রহ্মকেই পায়।
সেইরূপ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ আর
ষণ্মাস দক্ষিণায়নে যে যে দেবতার
আছে অধিকার, পার্থ, তাঁদের দর্শিত
পন্থায় দেহাবসানে হইয়া চালিত,
কর্ম্ম-যোগিগণ সুখে চন্দ্রলোকে যায়,
উদ্ভাসিত বহে যাহা সিতাংশু-প্রভায়।
কর্ম্ম-ফল সেই খানে ভোগ করি' সবে
প্রত্যাবৃত্ত পুনর্ব্বার হয় এই ভবে।
জগতের, জেন সথা, আছয়ে শাশ্বতী
শুক্লা আর কৃষ্ণা এই দুই মাত্র গতি। (১)

হয়, তাহা হইলেই তিনি ব্রহ্মে বিলীন হন, সুতরাং আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না।

অন্ধকার বা অজ্ঞানই রাত্রি এবং তামসী শক্তিই ধূম। এই তামসী শক্তি অজ্ঞানের সহিতই থাকে। উত্তরায়ণের বিপরীতই দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দর্শনের অভ্যাস করিতে করিতে চন্দ্র দেখিতে দেখিতে যাহার দেহত্যাগ সংঘটিত হয়, তাহাকেই সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। কেননা চন্দ্রের বৃদ্ধি ক্ষয় আছে বলিয়া সেই ভাব-বিশিষ্ট সাধকেরও বৃদ্ধি ক্ষয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই দক্ষিণায়ন কাটাইতে হইলে পুনর্ব্বার ক্রমাগত ছয় মাস প্রাণায়াম করিতে হয়, আর তাহাতে অসমর্থ হইলেই সংসারে প্রত্যাবৃত্তি ঘটে।

(১) প্রকাশময়ী অর্চিরাদি শুক্লাগতি ও তমোময়ী ধূমাদি কৃষ্ণাগতি।

শুক্লার আশ্রয়ে লোক মুক্তিপদ পায়,
আর না সংসারে ফিরি' আ'সে পুনরায়।
কৃষ্ণার আশ্রয় কিন্তু করিলে গ্রহণ,
সংসারে করিতে হয় পুনঃ আগমন।
এই দুই গতি, হ'ন যাঁ'রা অবগত,
কখন নহেন তাঁ'রা মোহ-উপগত।
সেইহেতু কহি'তছি, সখাহে, তোমারে,
যোগ-যুক্ত হ'য়ে সদা থাকহ সংসারে।
বেদ-অধ্যয়নে, যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
যত পুণ্য ফল তপস্যায়, দানে,
আমার কথিত এ তত্ত্ব জানিয়া
তা'হ'তেও ফল অধিক লভিয়া
জগতের মূল, অনুত্তম স্থান,
জ্ঞানবান্ যোগী বিষ্ণুপদ পান।

নবম অধ্যায়।

রাজগুহ্য-যোগ।

ক'ন পুনঃ ভগবান্
অসূয়া না পায় স্থান,
দেখি, পার্থ, হৃদয়ে তোমার,
পরমাত্ম-জ্ঞান যাহা,
সোপাসনা কহি তাহা,
তব পাশে করিয়া বিস্তার।

গোপনীয় অতিশয়
জেন ইহা, ধনঞ্জয়!
এই জ্ঞান পারিলে জানিতে,
অশুভ হইবে নাশ,
পারিবে সংসার-পাশ
অনায়াসে ছেদন করিতে।

সকল বিদ্যার সার,
কি কব তোমারে আর,
সমুদয় রহস্য-প্রধান
জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ-ফল
জেন ইহা, মহাবল!
পরম পাবন এই জ্ঞান

বেদধর্ম্মে যে যে ফল,
ইহাতেও সে সকল;
ধর্ম্ম-বহির্ভূত ইহা নয়,
অনুষ্ঠানে সুখকর
নহে কভু ক্লেশকর,
লব্ধ-ফল ইহার অক্ষয়।

এ ধর্ম্মে, গাণ্ডীবধর!
নহে যা'রা শ্রদ্ধাপর,
ভিন্ন-ভাবে আমারে না পায়, (১)
মৃত্যু-ব্যাপ্ত এ সংসারে,
তাহারাই বারে বারে
ঘুরে ফিরে আ'সে আর যায়।

অতীন্দ্রিয় রূপ ধ'রে
ব্যাপ্ত আমি চরাচরে,
আমাতেই রহে জীবগণ,
ঘটেতে মৃত্তিকা-প্রায়
আমি কিন্তু তা' সবায়
লিপ্ত নাহি থাকি কদাচন।

---

(১) আমার প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য চিন্তা করিলে আমাকে পাইতে পারে না।

আমাতেও জীবচয়
কভু অবস্থিত নয়,
সঙ্গহীন জানিও আমায়,
কিবা যোগমায়া-বল,
দেখ মোর কি কৌশল
এই অঘটন-ঘটনায় !

জীবেরে ধারণ করি,
জীবেরে পালন করি
আত্মা কিন্তু কখন আমার
জীবেতে সংলিপ্ত নয়,
ইহার অধিক হয়
কিবা আর অদ্ভুত ব্যাপার !

সমীরণ নিত্য চলে
সুমহান্ বেগবলে,
আকাশেই অবস্থিত রয়.
কিন্তু কিবা চমৎকার,
কোথাও সংশ্লেষ তা'র
কিছুতেই দৃষ্ট নাহি হয় !

সেইরূপ, ধনঞ্জয় !
আমাতেই সমুদয়
জীবকুল করে অবস্থান,
আমাতে সংসক্ত নয়,
অসংশ্লিষ্ট ভাবে রয়,
স্থির ইহা জেন, মতিমান্ !

যখন প্রলয় হয়,
লীন হয় ভূতচয়
সত্ত্ব-আদি মায়াতে আমার,
সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার
আশ্রয়েতে সে মায়ার
সৃষ্টি আমি করি তা' সবার।

কল্পান্তে বিলীন হ'লে,
প্রাক্তনের কর্ম্ম-ফলে
কর্ম্মবশ জীবে বার বার
করিতেছি বিসৃজন
এরূপে, কপিকেতন!
প্রকৃতিতে থাকি' আপনার

এ প্রকারে সমুদয়
আমারি বিহিত হয়,
আবদ্ধ তথাপি আমি নই;
ক্রিয়াতে আসক্তি যা'র,
বন্ধন ঘটয়ে তা'র;
উদাসীন আমি সদা রই। (১)

---

(১) আমি অব্যক্ত, কেবল জীবভাবেই ব্যক্ত হই। এই ব্যক্তাবস্থাতেই উক্তরূপে প্রকৃতির বশে কার্য্য করিয়া বারংবার জন্ম গ্রহণ করি। কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় আমি প্রকৃতির অধীন নহি, সুতরাং আমি কর্ম্ম-পরতন্ত্রও নহি, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মে জীব আবদ্ধ হয়, তদ্দারা আমি আবদ্ধ হই না।

এই বিশ্ব-চরাচরে
প্রকৃতি প্রসব করে,
গুণাত্মিকা মায়া যা' আমার, (১)
হেতুভূত আমি তা'য়,
তাহাতেই সমুদায়
জগতের জন্ম বার বার।

যতেক অবোধ নর,
সর্ব্বভূত-মহেশ্বর
আমাকে জানিতে নাহি পারে,
গূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া
নর-দেহ নিরখিয়া
করে তা'রা অবজ্ঞা আমারে।

অন্য দেব তা' সবারে
আশু-ফল দিতে পারে,
এই আশা করে তা'রা মনে,
হতজ্ঞান নষ্টমতি,
বিমুখ আমার প্রতি,
আশায় বঞ্চিত সে কারণে।

যে কর্ম্ম করিতে যায়,
বিফল তাহারা তা'য়
কুতর্কেতে থাকি' বিচেতন,
আসুরী প্রকৃতি পায়,
আমাকেই অবজ্ঞায়
মোহবশে করে নিরীক্ষণ।

(১) প্রকৃতি আমারই গুণাত্মিকা মায়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

কামে অভিভূত ন'ন
এরূপ মহাত্মগণ
চিত্তের শুচিতা লাভ করি'
দৈবী প্রকৃতিই পান;
তাঁহাদের এই জ্ঞান,
চরাচর আমি সৃষ্টি করি।

জগত্-কারণ আমি,
অনাদি অব্যয় আমি,
জানিয়া আমারে নির্ব্বিকার
আমাকে সে সাধুগণে
ভজেন অনন্য-মনে,
দেখিয়াও মনুষ্য-আকার।

স্তবাদিতে কোন জন
করে মোর সংকীর্ত্তন,
কেহ ভজে ব্রতাদি-পালনে,
ভক্তিভরে বার বার
করে কেহ নমস্কার
অবহিত কেহ বা সেবনে।

তত্ত্বজ্ঞান-যজ্ঞে কেহ,
অভেদ-চিন্তায় কেহ
উপাসনা করয়ে আমার,
দাস-জ্ঞানে আপনায়,
কেহ ভিন্ন-ভাবনায়
সেবে দিয়া ভক্তি-উপহার।

কেহ বা ব্রহ্মার রূপে,
কোন জন রুদ্ররূপে,
কেহ কেহ আদিত্য-আকারে,
বহু রূপে বহু জন
ক'রে থাকে আরাধন,
ভজেন, পার্থ, সর্ব্বাত্মা আমারে।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ যাহা,
আমিই, অর্জ্জুন, তাহা;
পঞ্চ যজ্ঞ স্মৃতিতে যা' কয়,
সেই পঞ্চ যাগ আমি,
শ্রাদ্ধের স্বধাও আমি,
অন্ন আমি, ভেষজ-নিচয়।

হোমের সাধন যাহা,
আমারে জানিও তাহা;
আমি হই মন্ত্র সমুদয়,
হবনের হুতাশন,
আমি ভিন্ন অন্য ন'ন,
হোম আমি, কুন্তীর তনয়!

জগতের পিতা, মাতা,
পিতামহ, আমি ধাতা,
জ্ঞাতব্য আমিই সবাকার,
পরম পাবন আমি,
প্রণব ওঁকার আমি,
ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ আর।

সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল আমি,
পোষণের কর্ত্তা আমি,
নিয়ন্তা আমিই সবাকার,
শুভাশুভ যাহা যা'র
ঘটে, আমি সাক্ষী তা'র,
ভোগ-স্থান সকল প্রকার।

শরণ, সুহৃৎ আমি,
সৃজনের কর্ত্তা আমি,
আমি করি সকলের ক্ষয়,
সবার আধার আমি,
বিলয়ের স্থান আমি,
বীজ আমি, আমিই অব্যয়।

আদিত্য-আকার ধরি'
আমি তাপ দান করি,
আমি করি জলের বর্ষণ;
কভু গ্রহরূপ ধরি'
জল আকর্ষণ করি;
আমি মৃত্যু, আমিই জীবন।

স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয়
আমাকেই, ধনঞ্জয়!
মনে মনে করিয়া বিচার,
নানারূপে নানা জন
হ'য়ে অবহিত-মন
উপাসনা করয়ে আমার।

ঋক্, যজু, সাম তিন বেদের বিধানে
বেদ-পরায়ণগণ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
(আমারি রূপের ভেদ দেবতা অপর,
নাহি জানিলেও, তবু হ'য়ে যজ্ঞ-পর)
ইন্দ্রাদি-রূপেতে পূজা আমার করিয়া,
যজ্ঞ-অবসানে শেষ-সোম-রস পিয়া
হইয়া বিধূত-পাপ স্বর্গ-গতি চায়,
পুণ্যফল সুরলোক তাহাতেই পায়।
যাইয়া তথায় তা'রা দেবতা-বাঞ্ছিত
অনুত্তম ভোগে কাল কাটায় নিশ্চিত;
কিছুকাল সুবিশাল স্বর্গ-ভোগ হ'লে
পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় আ'সে ধরাতলে।
বেদের বিহিত কর্ম্ম, ভোগ-কামনায়,
এইরূপে করি' তা'রা আ'সে আর যায়।
কাম্য বস্তু অন্য কিছু না করি' চিন্তন,
আমাতেই নিবেশিত যাহাদের মন,
আমাতেই একনিষ্ঠ সর্ব্বদা যাহারা,
আমার প্রসাদ-সুখ ভোগ করে তা'রা;
অযাচিত হইলেও, ধনাদি-প্রদানে
পালি আমি তা' সবারে, বিহিত বিধানে।
সহজে সে ভক্তগণ, আমারি কৃপায়,
চরমে পরম পদ মোক্ষপদ পায়।
অন্য দেবে পূজে যা'রা শ্রদ্ধার সহিত,
আমারি অর্চ্চনা তা'রা করয়ে নিশ্চিত। (১)

(১) যখন আমি ছাড়া দ্বিতীয় নাই, তখন অন্য দেবতার পূজা করা গৌণকর্ম্ম। উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাতে পৌঁছে না। তবে

কিন্তু তাহা বিধিমত হয়না বলিয়া,
পুনঃ তাহাদিগে হয় আসিতে ফিরিয়া।
সকল যজ্ঞের আমি ভোক্তা, ধনঞ্জয়!
ফলদাতা প্রভু আর অন্য কেহ নয়।
আমার এ তত্ত্ব তা'রা না পারে জানিতে,
সেইহেতু হয় পুনঃ তা'দিগে আসিতে।
অন্তর্যামী আমাকেই সর্ব্ব দেবতায়
দেখে যা'রা, আর নাহি আ'সে পুনরায়।
দেবব্রত-পরায়ণ পায় দেব-লোক,
পিতৃ-ব্রত-পর যা'রা, লভে পিতৃ-লোক।
ভূত-লোক প্রাপ্ত হয় ভূত-যাজিগণে,
আমাকেই পায় লোকে আমার সেবনে।
আমাকে পূজিতে হয় যাহাদের মন,
বহুবিত্তসাধ্য যাগে নাহি প্রয়োজন।
পত্র, পুষ্প, ফল, জল সহজেই মিলে,
শুদ্ধচিত্তে ভক্তিভাবে এই সব দিলে,
সাদরে, সাগ্রহে, ভক্তে কৃপার কারণ,
পরম প্রীতিতে আমি করি তা' গ্রহণ।
যে কোন কর্ম্মের তুমি কর অনুষ্ঠান,
ভোজন, হবন, তপ কিংবা কর দান।
এরূপে করিবে যেন তাহা সমুদয়
একমাত্র আমাতেই সমর্পিত হয়।

ঐ প্রকার করিতে করিতে ক্রমে আমাকে পাইবার ইচ্ছা বলবতী হ'য়, এবং তখন সদ্‌গুরুলাভে তাঁহার কৃপায় আমাকেও পায়।

কর্ম্ম হেতু শুভাশুভ ফল কদাচন
তাহা হ'লে তোমারে না করিবে বন্ধন।
মদর্পণ-যোগ-বলে বিমুক্ত হইবে,
তাহাতেই অনায়াসে আমাকে পাইবে।
সর্ব্বভূতে সম আমি, কুন্তীর কুমার!
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাহিক আমার।
ভক্তিভাবে যা'রা করে আমারে অর্চ্চন,
তাহাদের ছাড়া আমি নহি কদাচন।
আমাতে তাহারা সবে রহে অবস্থিত,
আমিও সে ভক্তবৃন্দে থাকি অধিষ্ঠিত।
'একমাত্র বাসুদেব সর্ব্বদেবময়,
সর্ব্ব দেবতায় তাঁ'র অধিষ্ঠান রয়,'
এরূপ বুদ্ধিতে যদি ঘোর দুরাচার,
ভেদ-জ্ঞান ত্যজি' করে ভজনা আমার,
দুরাচার নহে সে ত, সাধু সদাশয়,
কেননা করেছে সেই উত্তম নিশ্চয়।
চিত্ত-উপপ্লব তা'র নাহি থাকে আর,
আশু সে ধার্ম্মিক হয় ভজনে আমার।
পরম-ঈশ্বরে নিষ্ঠা হয় সমুদিত,
পরম নির্ব্বৃতি লাভ করে সে নিশ্চিত।
স্থির ইহা, জেন তুমি, সখা ধনঞ্জয়!
কদাপি আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়।
হ'ক নীচ-কুল-জাত, ক্ষতি নাহি তা'য়,
হ'ক বৈশ্য, সদা যা'র কৃষি-ব্যবসায়,
স্ত্রীলোক বা হ'ক শূদ্র অধ্যয়ন-হীন,
আমাকে আশ্রয় যদি করে অনুদিন,

চরমে পরমা গতি অবশ্যই পায়,
জাতির বিচার নাই আমার সেবায়।
ইহারাই হেন গতি লভয়ে যখন,
পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বা রাজ-ঋষিগণ
ভক্তি-উপহারে সদা সেবিলে আমায়
পাইবে আমারে, পার্থ, সন্দেহ কি তা'য় ?
অতএব, সখা, তুমি ভজহ আমারে
অনিত্য অসুখকর আসি' এ সংসারে।
আমাতেই মন তুমি কর সমর্পণ,
আমার প্রতিই হও ভক্তি-পরায়ণ;
সেবা, পূজা, উপাসনা করহ আমার,
আমাকেই বার বার কর নমস্কার।
এরূপে মৎপর হয়ে, আপন আত্মায়
সমাহিত কর এবে, কিরীটি, আমায়;
পরম আনন্দরূপ আমাকে নিশ্চয়
পাইবে তাহাতে, কিছু নাহিক সংশয়।

দশম অধ্যায়।

বিভূতি-যোগ।

অর্জ্জুনেরে সম্বোধিয়া ক'ন ভগবান্,
মম বাক্যে হেরি তুমি বড় প্রীতিমান্;
হিত-কামনায় তব, পরম বচন
কহি পুনঃ মহাবাহু, করহ শ্রবণ।
জন্মশূন্য হইলেও, নানা বিভূতিতে
আবির্ভাব আমার যে হয় অবনিতে,
মহর্ষিনিচয় কিংবা বৃন্দারকগণ
তা'র তত্ত্ব-বোধে ন'ন সমর্থ কখন;
কেননা কারণ আমি তাঁহা সবাকার,
তাঁ'দের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, প্রসাদে আমার।
অনাদি, অজাত, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর,
বলিয়া জানিতে পারে আমারে যে নর,
জীবলোকে মোহহীন, অর্জ্জুন, সে জন,
সকল প্রকার পাপে তা'র বিমোচন।
সারাসার-বিচারেতে বুদ্ধি, আত্ম-জ্ঞান,
মোহাভাব, সত্য ভাষ, সহিষ্ণুতা, দান,
শম, দম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, বিলয়,
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, ভয়াভয়,

যশ, অপযশ, আদি যে ভাব যাহার
আমা হইতেই, জেন উৎপত্তি তাহার।
ছিলেন মহর্ষি সপ্ত ভৃগু আদি করি',
আরো পূর্ব্বে আছিলেন শৌনকাদি চারি;
স্বায়ম্ভূব আদি মনু চতুর্দ্দশ জন,
প্রভাবে আমার সম, বানর-কেতন!
আমার সংকল্পমাত্রে সবার উদ্ভব,
পরে তাঁহাদের সৃষ্ট এই প্রজা সব।
জানিতে পারেন যিনি বিভূতি আমার,
ঐশ্বর্য্য-লক্ষণ-যোগে জন্মে জ্ঞান যাঁ'র,
সকল-সন্দেহ-শূন্য যোগ যাহা হয়
যুক্ত হ'ন তিনি তাহে, নাহিক সংশয়।
নিখিল-কারণ আমি, কুন্তীর কুমার,
বুদ্ধি জ্ঞান আমা হ'তে উপজে সবার;
এই পরমার্থ-তত্ত্ব বুঝিয়া অন্তরে
ভজেন, বিবেকী যাঁ'রা, মোরে ভক্তিভরে।
আমাতেই তাঁহাদের চিত্ত নিবেশিয়া,
আমাতেই সমর্পণ ইন্দ্রিয় করিয়া,
মদ্‌গত-জীবন সেই বিবেকী-নিকরে
আমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝি' পরস্পরে
আমার কথাই সদা করিয়া কীর্ত্তন,
করেন সন্তোষে সবে আমাতে রমণ।
এরূপে আমাতে চিত্ত করিয়া অর্পিত
সেবিলে আমারে, হ'য়ে প্রীতি-সমন্বিত,
সেই বুদ্ধি-যোগ আমি করিহে প্রদান
যাহাতে তাঁহারা সবে আমাকেই পান।

ভক্তবৃন্দে অনুকম্পা প্রকাশের তরে,
পদ্মকোষে ভৃঙ্গ যথা, স্থিরভাব ধ'রে
তাঁ'দের অন্তরে আমি হই অবস্থিত,
জ্ঞানের ভাস্বর দীপ করি প্রজ্বালিত,
তাহাতে অজ্ঞান-জাত ঘন অন্ধকার
সকলি নিরাস হয়, নাহি থাকে আর।
একথা শুনিয়া তবে ক'ন ধনঞ্জয়,
তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম আশ্রয়;
তুমিই পুরুষ নিত্য, পরম পাবন,
স্বয়ংপ্রকাশ তুমি, সবার কারণ;
দেবতারো আদিভূত, জন্ম-বিরহিত,
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থলে তুমি বিরাজিত;
এরূপ তোমারে ক'ন মহর্ষি সকল,
দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, অসিত, দেবল;
তুমিও আপনি, কৃষ্ণ, সাক্ষাতে আমার
কহি'ছ এরূপ তব ঐশ্বর্য্য অপার।
যাহা কিছু কহিতেছ আমারে, কেশব!
অযথার্থ নহে কিছু, প্রকৃত সে সব।
অনুগ্রহ কোন্ জনে করিবারে দান,
নিগ্রহ কাহার প্রতি করিতে বিধান,
আবির্ভাব তোমার যে হয় কি কারণ,
দেবতা দানব নাহি জানে, ভগবন্!
পুরুষ-প্রবর তুমি, হে ভূত-ভাবন!
দেবদেব, জগপতি, হে ভূত-শাসন!
আপনি আপনা দিয়া জান আপনারে,
অন্য-সাধনায় অন্যে জানিতে না পারে।

যে যে বিভূতিতে, বিভু, নিখিল সংসার
ব্যাপিয়া রয়েছ, তাহা নিকটে আমার
সবিস্তরে, কৃপানিধি, করহ বর্ণন,
কৌতুক হ'তেছে অতি করিতে শ্রবণ।
করিলে ভাবনা তব কোন্ বিভূতিতে
পারিব, যোগিন্! আমি তোমারে জানিতে?
কোন্ কোন্ পদার্থে বা তোমারে ধ্যেয়ান
করিতে হইবে, কহ, করুণা-নিধান!
তুমি যে সর্ব্বজ্ঞ, তথা সর্ব্ব-শক্তিময়,
যোগৈশ্বর্য্য যাহা তব, বিভূতি-নিচয়,
বিস্তার করিয়া, প্রভু, করহ কীর্ত্তন,
বাক্য-সুধাপানে তৃপ্ত নহি হে এখন।

শুন, সখা, তবে ভগবান্ ক'ন,
তোমার মনের প্রীতির কারণ
বিভূতি আমার করিহে কীর্ত্তন,
অবহিত হ'য়ে শুনহ এবে,
বিভূতি বিস্তর, অন্ত নাই তা'র
বর্ণিবারে পারে, হেন সাধ্য কা'র,
প্রধান প্রধান যে গুলি তাহার,
কৌরব-পুঙ্গব, কহি সে সবে।

সকল প্রাণীর অন্তর-নিলয়ে
অবস্থিত আমি পরমাত্মা হ'য়ে;
আদি, মধ্য, অন্ত, জীব সমুদয়ে,
আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়;

জন্ম স্থিতি আমি, আমিই সংহার,
ঘটে যে এ সব, হেতু আমি তা'র,
সৃজন পালন লয় সবাকার
আমারি ইচ্ছায় সাধিত হয়।

বিষ্ণু আমি, জিষ্ণু! আদিত্য-মণ্ডলে,
রবি অংশুমান্ জ্যোতিষ্ক সকলে,
আমিই মরীচি মরুতের দলে,
নক্ষত্র-নিকরে সুধাংশু আমি;
আমি সাম-রূপে বেদ-চতুষ্টয়ে,
শক্র-রূপে আমি দেব-সমুদয়ে,
মন-রূপে আমি ইন্দ্রিয়-নিচয়ে,
চেতনা-রূপেও জীবেতে আমি।

রুদ্রগণ মাঝে আমিই শঙ্কর,
যক্ষ-রক্ষঃ-কুলে আমি ধনেশ্বর,
শিখরীতে মেরু উন্নত-শিখর,
বসুতে পাবক আমিই হই;
পুরোহিতে, পার্থ, আমি বৃহস্পতি,
সেনানীতে আমি স্কন্দ সেনাপতি,
স্থির জলাশয়ে সরিতের পতি,
অসীম আকার ধরিয়া রই।

মহর্ষিতে ভৃগু, বাক্যেতে ওঙ্কার,
যজ্ঞ সকলেতে জপ-যজ্ঞাকার,
স্থাবরের মধ্যে গিরি হিমাধার,
অশ্বথ, বিটপি-ভিতরে আমি;

আমিই নারদ দেবর্ষি-নিচয়ে,
পরমার্থ জ্ঞানী সিদ্ধ-সমুদয়ে
আমি অবস্থিত কপিলাখ্য হ'য়ে,
চিত্ররথ আমি গন্ধর্ব্ব-স্বামী।

মন্থন করিলে ক্ষীরোদ সাগর
অমৃতের তরে অসুর অমর,
উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে ঘোটক-বর,
করী ঐরাবত উঠে তা' হ'তে,
আমি সে ঘোটক, সেই করিবর;
যেখানেতে যত আছে নরবর,
আমি তা' সবার এক-অধীশ্বর,
শ্রেষ্ঠ কেহ নাই আমার হ'তে।

কামধেনু আমি ধেনুর ভিতরে,
বজ্ররূপী আমি আয়ুধ-নিকরে,
আমিই কন্দর্প জীবসৃষ্টি তরে
বাসুকিও আমি উরগগণে,
অনন্ত, অর্জ্জুন, আমিই নাগেতে,
জলচরে আমি বরুণ নামেতে,
অর্য্যমাও আমি পিতৃসকলেতে
যম আমি, জেন, সংযমিগণে।

আমিই প্রহ্লাদ দিতির নন্দনে,
কালরূপী আমি সংখ্যাকারিগণে,
আমি মৃগরাজ মৃগকুলে বনে,
বিনতা-নন্দন বিহগ-দলে,

বেগগামিগণে আমি সমীরণ,
শস্ত্রধরে রাম, পবনে পাবন,
মীন-মধ্যে আমি মকর ভীষণ,
ভাগিরথী আমি প্রবাহ-জলে।

আদি, মধ্য, অন্ত আমি বস্তুচয়ে,
আত্মবিদ্যা আমি বিদ্যা-সমুদয়ে,
বাদিগণ মাঝে বাদরূপ হ'য়ে (১)
তত্ত্বের নির্ণয় আমিই করি,
অক্ষরে অকার, দ্বন্দ্ব সমাসেতে,
প্রবাহ অক্ষয় আমিই কালেতে,
কর্ম্ম-ফল-দানে নিখিল জীবেতে
আমিই বিধাতা, বিধান করি।

আমি জাত-জীবে মৃত্যু সর্ব্বহর,
লভিবে জনম যে প্রাণি-নিকর
ভবিষ্যতে এই পৃথিবী ভিতর
উদ্ভবস্বরূপ তা'দেরো আমি,

---

(১) বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকার কথা আছে। তন্মধ্যে পরস্পর বিজিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর যে যথার্থ বিচার, তাহাই বাদ; তর্কাদি দ্বারা যে কোন রূপে পর মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপনের নাম জল্প; আর স্বকীয় মত স্থাপন হউক বা না হউক, ছল তর্কাদি দ্বারা কেবল পর মত খণ্ডনের নিমিত্ত যে বাগাড়ম্বর তাহাকেই বিতণ্ডা বলে।

নারীকুলে আমি কীর্ত্তি, বাক্, স্মৃতি,
আমিই শ্রী, ক্ষমা, আমি মেধা, ধৃতি,
যাঁদের আভাসে শ্লাঘনীয় অতি
জীব সমুদয়, সকলি আমি।

বৃহৎ সাম আমি সমগ্র সামেতে,
ছন্দোমন্ত্রে আমি গায়িত্রী-রূপেতে,
আমি মাগশীর্ষ মাসের মধ্যেতে,
ঋতুতে বসন্ত কুসুমাকর,
প্রবঞ্চকে দ্যূত, তেজ তেজস্বীতে,
জয়-রূপ আমি হই বিজয়ীতে,
আমিই উদ্যম উদ্যম-কারীতে,
সত্ত্ববানে সত্ত্ব প্রভূত-তর।

বাসুদেব আমি বৃষ্ণিবংশ-ধরে,
ধনঞ্জয় আমি পাণ্ডব-নিকরে,
আমি ব্যাসদেব মুনির ভিতরে,
কবিগণ মাঝে উশনা আমি,
দণ্ড আমি, পার্থ, দমন-কারীতে,
আমি হই নীতি জয়াভিলাষীতে,
তত্ত্বজ্ঞান-রূপী আমিই জ্ঞানীতে,
গুহ্য বিষয়েতে মৌনও আমি।

সকল জীবের উদ্ভব-কারণ
আমাকেই জেন, পাণ্ডব-রতন!
চরাচরে কিছু নাহিক এমন
আমা ছাড়া যাহা থাকিতে পারে;

অন্তহীন দিব্য বিভূতি আমার,
বর্ণিবারে পারে কি সাধ্য কাহার,
সঙ্ক্ষেপেতে আজি কিছু কিছু তা'র
কহিলাম এই, সখা, তোমারে।

বিভূতিতে যাহা দেখ বিভূষিত,
অথবা সম্পদে যাহা সুশোভিত,
প্রভাব-বলে বা যাহা সমন্বিত,
আমারি তেজাংশে সকলি হয়,
অথবা কি ফল পৃথক্ জ্ঞানেতে,
আমি এ জগৎ ধরি' একাংশেতে
রহিয়াছি, জেন, ব্যাপিয়া ইহাতে,
আমা ছাড়া কিছু নাহিক রয়।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ-দর্শন।

এইরূপ বহুবিধ বিভূতি শুনিয়া
কহেন কিরীটী তবে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া;—
যা' কহিলে, সখা, শোক-নিবৃত্তি-কারণ,
আত্মানাত্ম-বিষয়ক পরম গোপন,
'আমিই হনন করি, অন্যে হয় হত,'
এ মোহ তাহাতে মোর হ'ল অপগত।
জীবের উদ্ভব, লয়, কমল-লোচন!
সবিস্তরে তব মুখে করিনু শ্রবণ;
অনন্ত অব্যয় যেই মাহাত্ম্য তোমার,
তাহাও আমার কাছে করেছ প্রচার।
ইহাতে আমার কিছু নাহিক সংশয়,
তথাপি হ'তেছে এক বাসনা উদয়;
জ্ঞান-শক্তি-প্রভাবাদি ঐশ্বর্য্য-নিকর
প্রকাশে যে রূপ তব, পরম-ঈশ্বর!
যে রূপে ব্যাপিয়া তুমি আছহ সংসার,
তাহাই হেরিতে ইচ্ছা হ'তেছে আমার।
মনে যদি, প্রভু, ইহা পারহ বুঝিতে,
হইব সমর্থ আমি সে রূপ হেরিতে,
তা' হ'লে, হে যোগেশ্বর, মিনতি তোমায়,
অব্যয় সে আত্মরূপ দেখাও আমায়।

কহিলেন ভগবান্, দেখ ধনঞ্জয়!
কত শত শত রূপ মম রূপ হয়!
নানাবিধ, নানাবর্ণ, নানা অবয়বে,
দেখহ আমার রূপ অলৌকিক ভবে!
দ্বাদশ আদিত্য দেখ মম কলেবরে,
অষ্ট বসু বিরাজিত দেখ দেহ'পরে।
একাদশ রুদ্র, দুই অশ্বিনী তনয়,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু হের তাহে রয়।
দেখে নাই পূর্ব্বে যাহা কেহই কখন
এরূপ আশ্চর্য্য কত কর বিলোকন!
দেখিলেও কোটি বর্ষ শেষ নাহি হয়,
হেন চরাচর বিশ্ব একস্থানে রয়!
জয় পরাজয় হের দেহেতে আমার;
হের, গুড়াকেশ, ইচ্ছা যা' হয় তোমার।
কিন্তু চর্ম্মচক্ষে তুমি দেখিতে আমাকে
সমর্থ হ'বে না, পার্থ, কহনু তোমাকে।
অলৌকিক জ্ঞান-নেত্র দিতেছি তোমায়,
আমার ঐশ্বর যোগ দেখ তুমি তা'য়।
প্রজ্ঞাচক্ষু নরাধিপে সঞ্জয় তখন
কহিল, আশ্চর্য্য এবে শুনহ রাজন্।
মহাযোগেশ্বর হরি কহি' এপ্রকার,
অর্জ্জুনে ঐশ্বর রূপ দেখান তাঁহার।
বহু মুখ, বহু নেত্র, অদ্ভুত-দর্শন
অনেক প্রকার তাহে, নাহি নিরূপণ।
বহু দিব্য আভরণে শোভে বপুঃ তাঁ'র,
উদ্যত আয়ুধ দিব্য অনেক প্রকার।

দিব্য মাল্য কণ্ঠদেশে, দিব্যাম্বর-ধর,
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত সর্ব্ব কলেবর!
সকল আশ্চর্য্যময়, দীপ্ত প্রতিভায়,
বিশ্বমুখ-রূপ ব্যাপ্ত অনন্ত সীমায়!
আকাশে সহস্র সূর্য্য উঠি' এককালে,
উদ্ভাসিত করে দিক্ যদি করজালে,
সহস্র ভানুর সেই প্রভার সহিত
সে বিশ্বরূপের তেজ মিলে কথঞ্চিৎ।
দেখেন তাঁহার দেহে কিরীটী তখন
একস্থানে অবস্থিত অখিল ভুবন;
কিন্তু তাহা প্রবিভক্ত অনেক প্রকারে,
দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে।
বিস্ময়েতে পুলকিত হইয়া তখন
প্রণতি করিয়া জিষ্ণু করযোড়ে ক'ন।

তব কলেবরে নিখিল দেবতা
করি, দেব, নিরীক্ষণ,
জরায়ুজ-আদি হেরি জীবকুল,
স্থাবর জঙ্গমগণ!

ত্রিদশের প্রভু কমল-আসন
কমল-আসনে বসি!
সকল প্রকার দেখি দিব্যোরগ,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি!

যে দিকে নেহারি অনন্ত ও রূপ,
সে দিকে দেখিতে পাই,
আদি মধ্য কিছু না হয় দর্শন,
অন্তও কোথাও নাই!

কিরীট-ভূষিত গদাপাণি তুমি,
চক্রধর পুনরায়!
দশদিক্-ভাগে অ ত দীপ্তিমান্
তেজঃপুঞ্জ তব কায়।

জ্বলন্ত অনল প্রখর তপন
তেজেতে সমান তা'র,
ঝলসে নয়ন, অপ্রমেয় প্রভু,
দেখে তোমা সাধ্য কা'র!

পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তুমি
পরম আশ্রয় স্থান,
মুক্তির আশায় মুমুক্ষু-নিকরে
তোমারে লভিতে চা'ন।

তুমি নিত্যদেব, নিত্য ধর্ম্ম তুমি
পালন নিয়ত কর।
পুরাণ পুরুষ তুমিই কেবল.
তোমার নাহিক পর।

জন্ম স্থিতি লয় নাহিক তোমার,
অনন্ত প্রভাব তব,
সুধাংশু ভাস্কর যুগল নয়ন
তোমার হে ভবধব!

বাহুও অনন্ত, বদন-মণ্ডল
প্রদীপ্ত হুতাশ-প্রায়,
আপনার তেজে করি'ছ তাপিত,
হেরি, বিশ্ব সমুদায়।

দ্যু-লোক ভূ-লোক দুয়ের অন্তর,
অন্তরীক্ষ যাহা হয়,
একা তুমি তাহা রয়েছ ব্যাপিয়া,
তোমাময় দিক্‌চয়।

অদ্ভুত তোমার ভীষণ-দর্শন
হেরি' রূপ, ত্রিভুবন
ভয়েতে আকুল জড় সড়, দেখি,
হইতেছে মহাত্মন্!

দেবগণ ওই ভয়েতে কাতর
লই'ছে শরণ তব,
দূর হ'তে কেহ রক্ষ, দেব, বলি'
করযোড়ে করে স্তব!

স্বস্তি স্বস্তি বলি' মহর্ষি-নিকর
আর সিদ্ধ সমুদয়,
করিতেছে স্তুতি কতই প্রকারে,
ওই দেখ, দৃষ্ট হয়!

রুদ্রাদিত্য বসু, অশ্বিনী-কুমার,
বিশ্বেদেব সাধ্যগণ,
মরুৎ, উষ্মপা, গন্ধর্ব্ব, অসুর,
যক্ষ, সিদ্ধ, অগণন,

সকলেই দেখ, ও রূপে তোমার
বিস্মিত হইয়া অতি,
স্তম্ভিতের প্রায় পলক-বিহীন
চাহিয়া তোমার প্রতি!

বহুমুখনেত্র, বহুবাহুউরু,
বহুপদ, বহূদর,
রূপ সুমহৎ, ওহে মহাবাহু,
বহুদন্তে ভয়ঙ্কর,

নিরখি' নয়নে ভয়াকুল যথা
বিশ্ব-অধিবাসিগণ,
আমিও সেরূপ ভয়েতে কাতর,
চঞ্চল ইন্দ্রিয় মন!

পরশিছ, দেব! নভোদেশ তুমি,
তেজেতে প্রদীপ্ত কায়!
বহুবিধ বর্ণ করেছ ধারণ
বদন ব্যাদিত তা'য়।

বিশাল নয়ন জ্বলিতেছে যেন,
হেরি' রূপ চমৎকার,
বিষ্ণু হে! আমার ধৃতি শান্তি লোপ;
মন স্থির নাহি আর!

দশনে করাল কালানল প্রায়
অতি ভয়াবহ মুখ
নেহারি' তোমার, হ'তেছে দিগ্‌ভ্রম,
না পাই কিছুতে সুখ!

তা'ইহে দেবেশ! জগৎ-নিবাস!
কাতরে মিনতি মোর,
হওহে প্রসন্ন প্রপন্নের প্রতি,
তারহে বিপদে ঘোর।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বহু নরপতি,
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ,
আমাদেরো দিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি
যা'রা যুদ্ধ-বিচক্ষণ,

ভীষণ দশনে অতি ভয়ঙ্কর
বদন-বিবরে তব
হ'য়ে ত্বরমাণ, ওই দেখা যায়,
করি'ছে প্রবেশ সব !

চূর্ণিত-মস্তক কেহবা তাদের,
ওই দেখি পুনরায়.
বিশাল তোমার দশন-সন্ধিতে
বিলগ্ন রহিয়া যায় !

নদী-নিচয়ের প্রবাহ সকল
সাগরের অভিমুখে
নানাদিক্ হ'তে আসিয়া যেমন
প্রবেশে তাহাতে সুখে,

সেইরূপ আজি, দেখিতেছি ওই,
নরলোক-বীরগণ,
প্রদীপ্ত তোমার বদন-নিকরে
প্রবেশি'ছে অনুক্ষণ !

পতঙ্গ যেরূপ, নাশের কারণ,
প্রদীপ্ত পাবকে পশে,
প্রবেশে বদনে তথা লোক সব
সমর-উৎসাহ-বশে !

ভক্ষি'ছ সম্যক্ জ্বলন্ত বদনে
গ্রাসি', দেব! লোকচয়,
করি'ছে তাপিত দ্যুতি তীব্র অতি,
তেজে বিশ্ব সমুদয়!

কোন্ জন তুমি উগ্ররূপ-ধর,
কহ মোরে, করি নতি,
নমি বার বার হওহে প্রসন্ন,
দেববর! মোর প্রতি।

কাল আমি, পার্থ, ভগবান্ ক'ন,
লোকক্ষয়কারী, অতীব ভীষণ,
লোকের সংহারে প্রবৃত্ত এখন
হইয়াছি, ইহা জানিও মনে,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ 'আদি যোধ যত
পৃথক্-অনীকে সমরে নিরত,
তোমা বিনা সবে হইবে নিহত,
একাকীই তুমি বাচিবে রণে।

অতএব, সখা, উঠি' কর রণ,
দেবেরো অজেয় যত বীরগণ,
জিনি' তা' সবারে লভ যশোধন,
ভুঞ্জ রাজ্যপদ কণ্টক-হীন,
আমিই প্রথমে সবারে সংহার
করিয়া রেখেছি মায়াতে আমার,
নিমিত্ত কেবল তুমি হও তা'র,
মোহাবেশে আর না হও দীন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথে আর
আমিই অগ্রেতে করেছি সংহার,
এখন বধিতে ব্যথা কি তোমার,
হনন তা'দিগে করহ রণে,
শোক, তাপ, মোহ, সকলি ত্যজিয়া
সমর-নিরত হওহে উঠিয়া,
অরাতি-নিকরে অবশ্য নাশিয়া
লভিবে বিজয়, কি ভয় মনে ?

কহিল সঞ্জয়, কৃষ্ণের বচন
এইরূপ পার্থ করি' আকর্ণন,
প্রকম্পিত-কায় হইয়া তখন
করযোড়ে নমি' তাঁহার পায়,
স্নেহ দুঃখ হর্ষ ভয়ের উদয়ে
নয়নের নীরে অভিষিক্ত হ'য়ে
করিয়া প্রণতি পুনঃ পুনঃ ভয়ে,
গদ্ গদ্ ভাষে কহেন তাঁয় ;—

তোমার মহিমা করিয়া কীর্ত্তন
নিখিল জগৎ পুলক পায়,
তোমার প্রতি যে, ওহে হৃষীকেশ !
বাড়ে অনুরাগ সবার তা'য়,

রক্ষঃকুল ভয়ে দিগন্তে যে ধায়,
নমে সিদ্ধগণ ভকতি-ভরে,
বিচিত্র ইহার কিছুই ত নয়,
উপযুক্ত কাজ সকলে করে !

ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর তুমি,
আদি-কর্ত্তা তুমি হওহে তাঁর,
অনন্ত দেবেশ! জগত্-নিবাস!
মহিমার তব নাহিক পার!

তুমি ব্যক্তরূপ, অব্যক্তও তুমি,
পরব্রহ্ম তুমি দুয়েরি মূল,
না নমিবে কেন তবে হে তোমারে
যোগী, সিদ্ধ, সাধ্য, দেবতাকুল!

তুমি আদিদেব, পুরুষ অনাদি,
নিখিল বিশ্বের স্থিতির স্থান,
প্রলয়ের কালে স্থাবর, জঙ্গম,
তোমাতেই সবে লভয়ে স্থান।

জ্ঞাতা সকলের, জ্ঞাতব্যও তুমি,
বিষ্ণুপদ তুমি পরম ধাম,
ব্যাপ্ত চরাচরে, হে অনন্তরূপ,
বিশ্বরূপ তা'ই তোমার নাম!

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক,
প্রজাপতি তুমি কশ্যপ-আদি,
পিতামহ যিনি কমল-প্রভব,
তাঁহারো জনক তুমি অনাদি!

করি প্রণিপাত, দেবেশ! মহেশ
নমি তব পদে, অনন্তাকার!
পুনরায় করি প্রণাম তোমাকে,
নমো নমো দেব! সহস্রবার।

নমস্কার করি সম্মুখে তোমার,
পৃষ্ঠ দেশেতেও প্রণাম তব,
করি প্রণিপাত সর্ব্ব দিগ্‌ভাগে;
যে দিকে নেহারি, তুমিই সব!

সামর্থ্য তোমার অনন্ত অসীম,
অমিত বিক্রম, তুলনা নাই,
একাই জগৎ রয়েছ ব্যাপিয়া
সকল-স্বরূপ তুমিহে তাই;

এই বিশ্বরূপ না হেরি প্রথমে,
না জানিয়া তব মহিমা কত,
সখা-জ্ঞানে তোমা প্রমাদে বা স্নেহে
অভিমানে কথা কহেছি যত,

হে কৃষ্ণ, যাদব, সখাহে বলেছি;
পরিহাস কভু করিতে গিয়া,
একাকী অথবা সখিজন সহ
থাকিতে যখন তুমি মিশিয়া,

বিহারে, শয্যায়, আসনে, ভোজনে,
অচিন্ত্য-প্রভাব, তোমার প্রতি
যত অনুযোগ করেছি, অচ্যুত!
ক্ষম সে সকল করি হে নতি।

চরাচর পিতা, পূজনীয় তুমি,
অতুল-প্রভাব পরাৎপর,
সমান তোমার নাহি তিন লোকে,
কোথা কে রহিবে মহত্তর।

তুমি জগদীশ, স্তবনীয় তুমি,
দণ্ডবৎ আমি পড়িয়া তা'ই,
নমস্কার পদে করি বার-বার
তুষিতে, দেবেশ ! তোমারে চাই।

জনক যেরূপ সুত-অপরাধ
স্নেহবশে কভু নাহিক ল'ন,
বরঞ্চ তাহার সহি' দোষরাশি
পুনঃ তা'র প্রতি প্রসন্ন হ'ন,

সখাও যেমন আপন সখার,
প্রিয়, প্রেয়সীর দোষ না লয়,
তুমিও সেরূপ করহ মার্জ্জনা
অপরাধ মম, করুণাময় !

নেহারি' তোমার এ অপূর্ব্ব রূপ,
হর্ষ একদিকে হ'তেছে মনে,
কিন্তু পুনরায় ভয়ে বিচলিত
হইতেছে মন রূপ-ভীষণে !

প্রসন্ন এখন হওহে দেবেশ !
জগত্-নিবাস ! আমার প্রতি,
দেখাও এক্ষণে সুখকর মম
সে রূপ তোমার, এই মিনতি।

কিরীট-শোভিত গদা-বিভূষিত
চক্রপাণি রূপ এখন ধর
চতুর্ভুজ-রূপ হও বিশ্বরূপ !
লুকাও তোমার সহস্র কর।

কহিলেন ভগবান্, কেন ধনঞ্জয় !
এরূপ তোমার মনে হইতেছে ভয় !
প্রসন্ন হইয়া আমি, আপন মায়ায়,
এই অনুত্তম রূপ দেখা'নু তোমায়।
আদিভূত, অন্তহীন, এই তেজোময়
বিশ্ব-প্রকাশক রূপ দৃশ্য কা'রো নয়।
তোমা ভিন্ন অন্য জন পূর্ব্বেতে কখন
করে নাই এ অপূর্ব্ব রূপ বিলোকন।
বেদ-অধ্যয়ন, কিংবা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান
অগ্নি হোত্র-আদি ক্রিয়া, বহুবিধ দান,
অথবা কঠোরতম তপস্যা-আশ্রয়
করিলেও, এইরূপ দৃশ্য কা'রো নয়।
নরলোকে, কুরুবর, তোমা বিনা আর
দেখে নাই কোন জন এ রূপ আমার।
এই ঘোর বিশ্বরূপ নিরখি' নয়নে
ব্যথা পাইও না, পার্থ, কিছুমাত্র মনে।
মুগ্ধ না হইয়া ইথে, পরিহরি' ভয়,
প্রীত মনে দেখ রূপ ইষ্ট যাহা হয়।
চতুর্ভুজ রূপ, শংখ-চক্র-গদাধর,
দেখাই তোমারে পুনঃ, নিরীক্ষণ কর।
কহিল সঞ্জয়, শুন অন্ধ নৃপমণি !
ফাল্গুনীরে এইরূপ কহি' চিন্তামণি
দেখান তাহারে স্বীয় রূপ মনোহর,
কিরীট-কৌস্তুভ-যুত শংখ-চক্রধর।
ঘোর বিশ্বরূপ ত্যজি' সৌম্যমূর্ত্তি হ'য়ে
আশ্বাসিত করিলেন ভীত ধনঞ্জয়ে।

তখন গাণ্ডীবধর ক'ন, জনার্দ্দন !
এ মানুষ-মূর্ত্তি তব শান্ত-দরশন
নিরখি' হইল চিত্ত প্রসন্ন আমার,
প্রকৃতিস্থ হইলাম এবে পুনর্ব্বার।
বলেন শ্রীভগবান্, বানর-কেতন !
সুদুর্দ্দর্শ রূপ যাহা করিলে দর্শন,
ত্রিদিবে দেবত বৃন্দ এ রূপ আমার
চাহেন দেখিতে নিত্য, কি বলিব আর !
তুমি আজি নিরখিলে যে রূপ নয়নে,
যজ্ঞ দান তপস্যায় বেদ-অধ্যয়নে,
কখনও কোন জন এ রূপে আমায়
দর্শন করিতে নারে, কহিনু তোমায়।
আমাতেই নিরন্তর একনিষ্ঠ যাঁরা,
অচলা ভক্তির বলে কেবলি তাহারা
আমার প্রকৃত তত্ত্ব পারে জানিবারে,
প্রত্যক্ষ এ বিশ্বরূপ করিতেও পারে;
আমাতে প্রবেশ তাঁরা লভিতেও পায়,
ভক্তি বিনা নাহি কিন্তু অপর উপায়!
আমারি নিমিত্ত যাঁ'র কর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
পুরুষার্থ আমিমাত্র, আছে যাঁ'র জ্ঞান,
অচলা ভক্তিতে মোরে করে যে আশ্রয়,
পুত্রাদিতে সমাসক্ত যে কখন নয়,
সর্ব্বভূতে বৈরভাব-রহিত যে জন,
সেই শুধু লভে মোরে, কুন্তীর নন্দন !

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি-যোগ।

কহেন অর্জ্জুন, তব যে ভক্তনিচয়
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ তোমাতে করয়,
তোমাতে সতত চিত্ত রাখি' সমাহিত,
সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত
বিশ্বরূপ তোমারেই উপাসনা করে,
অথবা ধেয়ায় যা'রা অব্যক্ত অক্ষরে,
উভয় যোগীর মধ্যে কাহারা প্রধান
প্রকাশ করিয়া কহ, করুণানিধান!
কহিলেন ভগবান্, শুন ধনঞ্জয়!
সর্ব্বযোগ-অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞানময়
বিশ্বরূপ আমাতেই নিবেশিয়া মন
আমারি নিমিত্ত করি' কর্ম্ম আচরণ
হইয়া মদেকনিষ্ঠ, মদেক-আশ্রয়
পরম শ্রদ্ধায় যা'রা আমা আরাধয়,
নিরন্তর আমাকেই করিয়া চিন্তন,
হয় যাহাদের দিবা-যামিনী যাপন,
যোগীর প্রধান সেই ভক্ত সমুদয়,
তাহারাই, জেন, মম অভিমত হয়।

সমদৃষ্টি যাহাদের সকলের প্রতি,
সর্ব্বভূত-হিতকর অনুষ্ঠানে রতি,
সংযত করিয়া যোগে ইন্দ্রিয়নিচয়,
শব্দেতে নির্দ্দেশ যাঁ'র কভু নাহি হয়,
সকল স্থানেই ব্যাপ্ত, রূপাদি-রহিত,
মায়া-অধিষ্ঠিত যিনি, চিন্তার অতীত,
স্পন্দন-বর্জ্জিত যিনি, নিত্য চিরদিন,
অক্ষর যাঁহাকে কহে, বিনাশ-বিহীন,
সে পরম ব্রহ্মে যা'রা নিয়ত ধেয়ায়,
তা'রাও জানিও, তাহে আমাকেই পায়।
রূপাদি-বিহীন সেই অব্যক্ত চিন্ময়ে
রহে যাহাদের চিত্ত সমাসক্ত হ'য়ে,
পরমার্থ-দর্শনেতে সেরূপে তৎপর
হইয়া, তাহারা ভুঞ্জে ক্লেশ বহুতর।
কেননা দেহাভিমান থাকে যত ক্ষণ
অব্যক্তে আসক্তি নাহি হয় কদাচন;
সেই দেহ-অভিমান করা পরিহার
কখন দেহীর নহে সুসাধ্য ব্যাপার।
তাহাই তাহারা ক্লেশ সহিয়া বিস্তর
অব্যক্ত-বিষয়া নিষ্ঠা লভে অনন্তর। (১)

---

(১) অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভিমানীদিগের চিত্ত-প্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনা দ্বারা কষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেহাভিমানী মানব, আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুরূহ। শরীরকে নানা প্রকার নির্যাতন দ্বারা দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা নিগু'ণ ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে শরীর-নির্যাতন হেতু নিতান্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

মৎপর যাহারা কিন্তু, আমাকেই স্মরে,
আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করে,
যাহারা কেবলমাত্র আমাতেই চিত,
অপর ভাবনা ত্যজি', রাখে নিবেশিত,
আমাকেই করে ধ্যান একান্ত-ভক্তিতে,
আমাকেই উপাসনা করে একচিতে,
এই যে সীমান্তহীন সাগর-আকার
দেখিছ মরণশীল ভীষণ সংসার,
ইহা হ'তে, সব্যসাচি, আমি ত' সবারে
অচিরে উদ্ধার করি, কহিনু তোমারে।
আমাতে তুমিও কর মন স্থিরীকৃত,
আমাতে বিবেক-বুদ্ধি কর নিবেশিত,
আমার প্রসাদে জ্ঞান লভিয়া তাহাতে
দেহান্তে পারিবে বাস করিতে আমাতে।
না পার করিতে যদি চিত্ত-সমাধান,
কহিতেছি, শুন তবে, অপর বিধান;
যতই হইবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত তোমার,
প্রত্যাহার তা'রে তুমি কর বার বার;
আমার স্মরণ-রূপ অভ্যাস-যোগেতে
আমারে পাইতে ইচ্ছা করহ মনেতে।
অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও,
আমার প্রীতির হেতু কর্ম্মে রত রও।
কর্ত্তৃত্বের অভিমান ছাড়ি' আপনার,
আমার তুষ্টিই ভাবি' উদ্দেশ্য ক্রিয়ার,
একাদশী, উপবাস, ব্রত-আচরণ,
পূজা, পরিচর্য্যা, মম নাম সংকীর্ত্তন,

ইত্যাদি বিবিধ কর্ম্মে থাকহ নিরত,
মদর্থ ক্রিয়ায় সিদ্ধি পা'বে মনোমত।
ইহাও যদ্যপি তুমি না পার করিতে,
আমার শরণ লও সুসংযত চিতে;
আমার আশ্রয়ে কর কর্ম্ম সম্পাদন,
ফলের লালসা তাহে কর বিসর্জ্জন।
'ঈশ্বরের অনুজ্ঞায়, শকতি যেমন,
কর্ত্তব্য কর্ম্মের আমি করি আচরণ,
তাঁহারি অধীন কর্ম্ম-ফল সমুদয়,
তাহাতে আমার দৃষ্টি সমুচিত নয়,'
এইরূপ ভাবি' কর্ম্ম কর আপনার,
ফলাশা তাহাতে যেন না থাকে তোমার।
ঘটিবে না তাহে তব কোন পরমাদ,
হইবে কৃতার্থ, লভি' আমার প্রসাদ।
অভ্যাস যদ্যপি হয় বিবেক-বর্জ্জিত
যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তা' হ'তে নিশ্চিত;
জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ ধারণা আমার,
তা' হ'তেও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল-পরিহার;
কর্ম্মফলে জীব যবে অনাসক্ত রয়,
আমার কৃপায় তা'র শান্তিলাভ হয়।
উত্তমে নিরখি দ্বেষ নাহি হয় যা'র,
সমানের সহ থাকে মিত্রতা যাহার,
হীনজনে হেরি' হয় করুণা অন্তরে,
মমতা না হয় যা'র কাহারও তরে,
কিছুতে না আ'সে মনে কোন অহংকার,
সুখ দুঃখ উভয়েই সমদৃষ্টি যা'র,

ক্ষমারসে অভিষিক্ত যাহার হৃদয়,
প্রসন্ন যাহার মন লাভালাভে রয়,
অপ্রমত্ত চিত্ত যা'র, স্বভাব সংযত,
স্থির-লক্ষ্য আমাতেই রহে যে সতত,
আমাতেই বুদ্ধি মন সমর্পিত যা'র,
প্রিয় হয় হেন ভক্ত, অর্জ্জুন, আমার।
উদ্বিগ্ন যা' হ'তে লোক কখন না হয়,
লোক হ'তে অথবা যে সমুদ্বিগ্ন নয়,
ইষ্টলাভে হর্ষ যা'র না হয় অন্তরে,
অমর্ষ না আসে ইষ্ট নষ্ট হ'লে পরে,
অপরের ইষ্ট হেরি' অথবা যে জন,
অমর্ষে না পায় কভু অন্তরে বেদন,
ভয়াদিতে ক্ষুব্ধ-চিত্ত কখন যে নয়,
সেই জন প্রিয় মম, জেন ধনঞ্জয়!
যদৃচ্ছায় উপস্থিত অর্থেও যে জন
বীত-স্পৃহ, নিরলস কার্য্যে অনুক্ষণ,
অন্তর বাহির শুচি সমভাবে যা'র,
পক্ষপাত কা'রো প্রতি নাহিক যাহার,
মানসিক দুঃখ যা'রে নারে ক্লেশ দিতে,
কাম-হেতু-কর্ম্ম পারে যে জন ত্যজিতে,
এ হেন ভক্তই, জেন কুন্তীর কুমার!
প্রিয় হয় এ সংসারে নিকটে আমার।
প্রিয়লাভে উল্লসিত নহে যেই জন,
অপ্রিয় পাইলে দ্বেষ না করে কখন,
প্রিয়-নাশে যে না করে শোকে হাহাকার,
অপ্রাপ্ত অর্থেও নাহি আকাঙ্ক্ষা যাহার,

পাপ পুণ্য পরিত্যাগে সমর্থ যে হয়,
হেন ভক্ত, প্রিয় মম, পৃথার তনয়!
শত্রুমিত্রে সমভাবে যে করে দর্শন,
মান অপমানে ভেদ না ভাবে যে জন,
শীত তাপ সুখ দুঃখে সমজ্ঞান যা'র
কোনও বিষয়ে নাহি আসক্তি যাহার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য বোধ যাহার বিচারে,
বাগীন্দ্রিয়ে সুসংযত রাখিতে যে পারে,
কেবল শরীরযাত্রা করিতে সাধন,
যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট যে জন,
নিয়ত নিবাস যা'র নহে কোন স্থলে,
চিত্তকে যে ব্যবস্থিত রাখে বুদ্ধিবলে,
হেন ভক্তিমান্ জন, সথা হে আমার,
প্রিয় মম, কহিতেছি নিকটে তোমার।
এই ধর্ম্ম অনুত্তম অমৃত সমান,
শ্রদ্ধার সহিত যা'রা করে অনুষ্ঠান,
আমিই পরমাগতি যাহারা ভাবিয়া
আমারে ভজনা করে শরণ লইয়া,
তত্ত্ববিৎ সে পরম ভকত-নিচয়
অতিশয় প্রিয় মম, জানিও নিশ্চয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতিপুরুষবিবেক-যোগ।

কহিলেন ভগবান্, পাণ্ডব নন্দন!
এই যে শরীর, যাহা ভোগ-আয়তন,
ইহাই প্ররোহ-ভূমি হয় সংসারের, (১)
'ক্ষেত্র' নাম সেই হেতু হইয়াছে এর।
অবগত হ'ন এই ক্ষেত্র যেই জন,
'ক্ষেত্রজ্ঞ' কহেন তাঁকে ক্ষেত্রবিদ্‌গণ।
চিন্ময় স্বরূপে আমি সর্ব্বক্ষেত্রে রই,
ক্ষেত্রজ্ঞ, ভারত, আমি সে কারণে হই।
এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিভেদে যে জ্ঞান,
জীবাত্মা পরমাত্মার সেই দিব্য জ্ঞান।
এই জ্ঞানে মোক্ষলাভ করে জীবগণ,
অন্যবিধ জ্ঞান, জেন, বন্ধন-কারণ।
এই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ হয় যে প্রকার,
জড়-দৃশ্য-আদি যাহা স্বভাব তাহার,

---

(১) প্ররোহ-ভূমি—উৎপত্তি-ক্ষেত্র। এই শরীরকে কর্ষণ করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সাধন।

কামনা প্রভৃতি যে যে ধর্ম্ম তা'র রয়
ইন্দ্রিয়-বিকার-যুক্ত যেরূপ সে হয়,
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উদ্ভব তাহার
যেরূপে হইয়া থাকে, কুন্তীর কুমার!
স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে রূপ তা'র যত,
যে প্রকারে সে ক্ষেত্রজ্ঞ হয় স্বরূপতঃ,
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাব তাহার
যেরূপ, সংক্ষেপে কহি নিকটে তোমার।
বৈদিক বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র সমুদয়,
বেদান্তের যুক্তিযুক্ত বাক্য অসংশয়,
যে সূত্র নির্ণয় করে ব্রহ্মপরাৎপরে,
তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞান যে পদে অন্তরে,
গান করি' সে সকল মহাঋষিগণ
করেছেন এই ক্ষেত্র-তত্ত্ব-নিরূপণ। (১)
ক্ষিতি-আদি মহাভূত যে পঞ্চ প্রকার,
তা'দের কারণভূত যেই অহংকার,
জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি যা'কে কয়,
নিদান তাহার মূল-প্রকৃতি যা' হয়,
চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি দশ বাহ্যেন্দ্রিয়,
মনোরূপ অপর যে অন্তর-ইন্দ্রিয়,
রূপ-রস-গন্ধ-আদি, শুন ধনঞ্জয়!
ইন্দ্রিয়-গোচর আছে যে পাঁচ বিষয়,

---

(১) সেই ক্ষেত্রতত্ত্বই বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ দ্বারা বৈদিক বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয়শূন্য যুক্তিমূলক ব্রহ্মসূচক পদদ্বারা বহু প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে।

বিংশতি চতুরধিক এ তত্ত্ব প্রাকৃত
ক্ষেত্র নামে অভিহিত, জানিও নিশ্চিত।
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভৌতিক শরীর,
জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৃতি প্রভৃতির,
ক্ষেত্রের বিকার হেতু, ক্ষেত্র নাম হয়, ,
সংক্ষেপে কহিনু তোমা, কুন্তীর তনয়! (১)
নিজমুখে অপ্রকাশ আপন শ্লাঘার,
না করা প্রকাশ দম্ভ কার্য্যে আপনার,
অহিংসা সকল জীবে, ক্ষমা প্রদর্শন,
হৃদয়ের সরলতা, আচার্য্য-সেবন,
অন্তর-বাহির-শুদ্ধি, স্থিরতা মনের,
সংযমনে দৃঢ় চেষ্টা স্বীয় শরীরের,
বিষয়েতে স্পৃহাভাব, বৈরাগ্য-আশ্রয়,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যখন যা' হয়,
পুনঃ পুনঃ মনে তা'র করি' আলোচন,
সকল প্রকারে তাহে দোষানুদর্শন,
পুত্র-দার-গৃহাদিতে প্রীতি-পরিহার,
দুঃখ সুখ যাহা যবে ঘটে তা' সবার,
আপনার দুঃখ সুখ না ভাবা তাহাতে,
সদা সমভাবে থাকা ইষ্টানিষ্টপাতে,

(১) পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত, তাহাদের কারণভূত অহংকার, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ বাহ্যেন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়গোচর শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র, (এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিরূপা চেতনা এবং ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম।

আমাতে অচলা ভক্তি অনন্যচিন্তায়,
অবস্থান জনশূন্য প্রদেশ যথায়,
মনুষ্য-সমাজ-বাসে নিয়ত বিরতি,
পরা নিষ্ঠা নিরন্তর আত্মজ্ঞান প্রতি,
তত্ত্বজ্ঞান-ফল, যাহে সংসার-মোচন,
আলোচনে বার বার তা'র দরশন,
জ্ঞান বলি' জেন পার্থ, এই সমুদয়,
ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান নিশ্চয়।
জ্ঞেয় যাহা এবে আমি করিব কীর্ত্তন,
ঘটে না জানিলে তাহা সংসার-বন্ধন।
জ্ঞেয়মাত্র পরব্রহ্ম আদি-বিরহিত,
সৎ বা অসৎ, তিনি দুয়েরি অতীত।
সর্ব্বত্রই হস্ত তাঁ'র, সর্ব্বত্র চরণ,
সর্ব্বত্র নয়ন তাঁ'র, সর্ব্বত্র বদন;
সর্ব্বত্র মস্তক তাঁ'র, সর্ব্বত্র শ্রবণ,
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তিনি সর্ব্বত্রই র'ন;
সকল ইন্দ্রিয় পায় তাঁ' হ'তে প্রকাশ,
ইন্দ্রিয়ের গুণচয় তাঁহারি আভাস;
অথচ স্বয়ং তিনি ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত,
সবার আধার, নিজে সঙ্গ-বিরহিত;
সত্ত্ব-আদি গুণত্রয় তাঁ' হ'তে পালিত,
অথচ আপনি তিনি ত্রিগুণ-অতীত;
কনক-কুণ্ডল-আদি ভূষণে যেমন,
ভিতরেও যে কাঞ্চন বাহিরে তেমন,
তরঙ্গ-অন্তরে, তথা, যে সলিল রয়,
বাহিরেও সেই জল দৃষ্ট যথা হয়,

কিংবা থাকে যে আকাশ শরীর মধ্যেতে,
তাহাই যেমন দেখা যায় বাহিরেতে,
সেইরূপ সমভাবে সকল জীবেতে,
বাহিরেও র'ন তিনি যথা ভিতরেতে;
স্থাবর-জঙ্গম-আদি, তি'নি সমুদয়,
রূপাদি-বিহীন বলি' দৃশ্য কা'রো নয়;
প্রকৃতির পর তিনি, জ্ঞানহীন জন
দূরস্থ তাঁহার দেখা না পায় কখন;
কিন্তু জেন, কুন্তী-সুত, তিনিই আবার
নিত্য সন্নিহিত তা'র, আছে জ্ঞান যা'র।
আকাশ ত অবিভিন্ন সর্ব্বত্রই রয়,
কিন্তু ভিন্ন দেহে যথা ভিন্ন বোধ হয়,
অবিভিন্ন হইলেও, জেন সে প্রকার,
ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভাবে অবস্থান তাঁ'র;
অভিন্ন রহেন তিনি কারণ-রূপেতে,
ভিন্ন ভাবে জীবদেহে কার্য্যের ভেদেতে;
জ্ঞানীর নয়নে তিনি ভিন্ন কভু ন'ন,
অজ্ঞানী বিভিন্ন তাঁ'রে করে দরশন।
সেই জ্ঞেয় বস্তু, জেন অরাতি-তাপন!
স্থিতিকালে জীবকুলে করেন পালন;
প্রলয়ে সংহার-মূর্ত্তি ধরি' ভয়ঙ্কর
করেন তিনিই গ্রাস বিশ্ব চরাচর;
সৃজন-সময়ে পুনঃ জানিও তাঁহারে
কার্য্য ভেদে সমুদিত বিবিধ আকারে।
সূর্য্য-আদি আছে যত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
তাহাদেরো জ্যোতিঃ তিনি, জেন মহাবল

অজ্ঞানের পর তিনি, অজ্ঞান তাঁহারে
কখনও কোন রূপে পরশিতে নারে।
জ্ঞান তিনি. জ্ঞেয় তিনি, লভ্য তিনি জ্ঞানে,
সবার হৃদয় পূর্ণ তাঁ'র অধিষ্ঠানে।
ক্ষেত্র, জ্ঞান আর জ্ঞেয় এ তিন বিষয়
সংক্ষেপে জানিলে এবে, ভরত-তনয়!
এ তত্ত্ব বিদিত হ'লে, ভক্ত যে আমার,
মদ্ভাব পাইয়া থাকে, মোক্ষ হয় তা'র।
প্রকৃতি ঈশ্বর-শক্তি, অনাদি ঈশ্বর,
অনাদি প্রকৃতি তা'ই, পাণ্ডব-প্রবর!
পুরুষ তাঁহারি অংশ, জেন পুনরায়,
অনাদিও সেইরূপ প্রকৃতির প্রায়।
শরীর, ইন্দ্রিয়, যাহা কেবলি বিকার,
গুণত্রয়, সুখ দুঃখ মোহ ফল যা'র.
প্রকৃতি হ'তেই হয় সবার উদ্ভব,
প্রকৃতি-বিহনে নহে কিছুরি সম্ভব।
জীবদেহ, আর সুখ দুঃখের সাধন
যে সব ইন্দ্রিয় তাহে কর বিলোকন.
প্রকৃতিই নির্ব্বাহেন কার্য্য তাহাদের,
সুখদুঃখভোগমাত্র হয় পুরুষের।
উপজে প্রকৃতি হ'তে সুখ দুঃখ যত
প্রকৃতিস্থ পুরুষ তা' ভুঞ্জেন নিয়ত।
সদসৎ যোনিতে যে জনম তাঁহার,
গুণেতে ইন্দ্রিয়শক্তি কারণ তাহার।
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের ভিতর
যাহাতে আসক্ত অতি ইন্দ্রিয়-নিকর,

শুভাশুভ কর্ম্মফলে, প্রভাবে তাহার
বিবিধ যোনিতে জন্ম ঘটে বার বার। (১)
প্রকৃতির কার্য্যরূপ-দেহে বর্ত্তমান
থাকিলেও, পুরুষের ভিন্ন অবস্থান;
প্রকৃতির গুণে কভু যুক্ত তিনি ন'ন,
পৃথক্ ভাবেতে, সর্ব্বসাক্ষিরূপে র'ন;
করেন সন্নিধিমাত্রে অনুগ্রহ দান,
ভর্ত্তা তিনি, ভরণের করেন বিধান;
সবার পালক হ'য়ে র'ন নিরন্তর,
ব্রহ্মাদিরো অধিপতি সেই মহেশ্বর।
যে ভাব অন্তরে যা'র, তিনি তা' বিদিত,
পরমাত্মা নামেতেও তিনি অভিহিত।
পুরুষকে এইরূপে জানা আছে যাঁ'র,
প্রকৃতি গুণের সহ বিদিত যাঁহার,
যে কোন প্রকারে তিনি যেই অবস্থায়
রহেন যেখানে যবে এই বসুধায়,
জন্মিতে না হয় তাঁ'রে এ সংসারে আর,
মুক্তিলাভ, ধনঞ্জয়, জানিও তাঁহার।

---

(১) প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি। দেহও ইন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং যে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের ফল সুখ দুঃখ ও মোহ, তাহা প্রকৃতি হইতেই সমুৎপন্ন। কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু এবং পুরুষ সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু। কেননা পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি জাত গুণ সকল ভোগ করেন। কিন্তু এই পুরুষের সৎ অসৎ যোনিতে যে জন্ম, তদ্বিষয়ে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ।

শব্দাদি বিষয় হ'তে কোন কোন জন
ইন্দ্রিয়-নিচয়ে করি' মনে সংহরণ,
ধ্যানযোগে দেহেতেই দেখেন আত্মায়,
জ্ঞানযোগে কেহ কেহ নিরখেন তা'য়;
কর্ম্মফল ঈশ্বরেতে করি' সমর্পণ
কর্ম্মযোগে কেহ কেহ করেন দর্শন।
অন্য কেহ যোগাদিতে জানিতে আত্মায়,
অশক্ত হইয়া শিক্ষা গুরু কাছে পায়;
গুরু-উপদেশ লভি' শ্রদ্ধা সহকারে,
উপাসনা করি' তা'রা তরে এ সংসারে।
চরাচর যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে হয় সমুদয়।
সর্ব্বভূতে সমভাবে পরম-ঈশ্বরে
অবস্থিত নিরীক্ষণ নিয়ত যে করে,
স্থাবর-জঙ্গম-নাশে অবিনাশী তাঁ'য়
যে দেখে, সম্যক্‌দর্শী জানিও তাহায়।
ভূতমাত্রে সমভাবে পরম-আত্মায় (১)
হেরিলে সমবস্থিত, আপন আত্মায়
সচ্চিদ্‌-আনন্দ রূপী দেখে সেই জন,
আর না তাহার হিংসা করে কদাচন;
পরমাত্ম-সন্দর্শনে, হিংসায় আত্মার
বিরত সে থাকে বলি,' মোক্ষ হয় তা'র।

(১) সমুদয় প্রাণীর অন্তরে পরমাত্মা সমভাবে অবস্থিত আছেন, যিনি ইহা দেখেন, তিনি আপনার আত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপী দেখিতে পান এবং আর আত্মার হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হন না।

প্রকৃতিই সর্ব্ব কর্ম্ম করে সম্পাদন,
আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাহে নাহি কদাচন।
দেহ-অভিমান ত্যজি' অকর্ত্তা আত্মায়
যে দেখে, সম্যক্ সেই দেখিবারে পায়।
প্রাণীর পৃথক্ ভাব, আসিলে প্রলয়,
একমাত্র প্রকৃতিতে তিরোহিত হয়;
সৃষ্টির সময় পরে আসিলে আ'বার
প্রকৃতি হ'তেই হয় প্রাণীর বিস্তার।
ঈশ্বরের শক্তি-রূপা প্রকৃতিতে এই
সম্মিলিত পৃথক্ত্ব হোরয়াছে যেই,
প্রকৃতিই সমুদয় জানিয়া সে জন,
প্রভেদ প্রাণীর মধ্যে না করে দর্শন।
এরূপে অভেদ-জ্ঞান যবে উপজয়,
ব্রহ্মকে সে পায়, পার্থ, ব্রহ্মই সে হয়।
আদি নাই, গুণ নাই পরম-আত্মার,
অনাদি নির্গুণ ব'লে নাহিক বিকার।
থাকিয়াও দেহে, কিছু না করেন তিনি,
লিপ্ত কভু নাহি হ'ন কর্ম্মফলে তিনি।
আকাশ সকল স্থানে আছে বিদ্যমান,
পঙ্কের মধ্যেও আছে তা'র অবস্থান;
তথাপি, সূক্ষ্মতা হেতু, দেখনা কেমন,
কিছুতেই লিপ্ত তাহা নহে কদাচন।
সেরূপ, যদিও আত্মা সর্ব্ব দেহে র'ন,
দেহজ দোষে বা গুণে লিপ্ত কভু ন'ন।
একমাত্র সূর্য্যে যথা জগৎ প্রকাশ,
পরমাত্মা হ'তে তথা ভূতের বিকাশ।

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের আছে যা' অন্তর,
এইরূপে হয় তাহা যাঁ'দের গোচর,
মোক্ষের উপায়, জীব-প্রকৃতি হইতে,
জ্ঞান-নেত্র-যোগে যাঁ'রা পারেন জানিতে,
তাঁ'রাই পরম পদ লভেন নিশ্চয়
সংসারে ফিরিতে আর তাঁ'দিগে না হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ।

কহেন শ্রীভগবান্,
তপাদি কর্ম্মেতে জ্ঞান
যতরূপ আছে, পার্থ!
প্রধান তাহার
পরমার্থ-নিষ্ঠ জ্ঞান
কহিতেছি পুনরায়,
যাহে পান সাধুগণ
সংসারের পার।

এ জ্ঞানের আশ্রয়েতে
মম স্বরূপতা-লাভ;
সৃষ্টিকালে জন্ম আর
না হয় লইতে,
আসিলে প্রলয়কাল
কোন দুঃখ নাহি তা'র,
প্রলয়ের ক্লেশ কিছু
না হয় পাইতে।

পরিচ্ছেদ নাহি যা'র,
সেই প্রকৃতিই মম
গর্ভের আধান স্থান
জেন ধনঞ্জয়!
চিদাভাস বীজ আমি
নিক্ষেপণ করি তাহে,
ব্রহ্মাদি ভূতের জন্ম
তাহাতেই হয়।

যে কোন যোনিতে, জিষ্ণু!
স্থাবর-জঙ্গম-আদি
যে কোন মূর্ত্তির হ'ক
উদ্ভব যথায়,
প্রকৃতিই সকলের
গর্ভের আধান স্থান,
বীজ-প্রদ-পিতা তাহে
জানিও আমায়!

সত্ত্ব রজ তমো গুণ
জনমি' প্রকৃতি হ'তে
নির্ব্বিকার চিদংশকে
দেহের ভিতরে,
স্বীয় কার্য্য অনুসারে
সুখ-দুঃখ-মোহ-আদি
বহুবিধ বন্ধনেতে
সমাবদ্ধ করে।

এ তিন গুণের মধ্যে
সত্ত্ব নিরমল অতি,
স্ফটিক-মণির ন্যায়
সতত ভাস্বর,
শান্তিপূর্ণ, নিরাময়,
সুখ-সঙ্গে, সে কারণ, (১)
জ্ঞান-সঙ্গে রাখে তা'য়
বদ্ধ নিরন্তর।

রজোগুণ কহে যা'রে,
রাগের স্বরূপ তাহা,
অলব্ধ বস্তুর লাভে
বাসনা তাহার,
লব্ধেতে আসক্তি অতি,
ফল-কামনায় তা'ই
কর্ম্মেতে দেহীরে করে
বদ্ধ বার বার।

অজ্ঞান হ'তেই জেন,
উদয় তমের হ'য়,
দেহীমাত্রকেই ইহা
করে বিমোহিত,

(১) সুখাসক্তি ও জ্ঞানাশক্তিতে আবদ্ধ করে, সুতরাং সুখ ও জ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

কর্ত্তব্যে অনবধানে,
আলস্যে, নিদ্রায় ইহা,
জীবেরে আবদ্ধ রাখে,
জানিও নিশ্চয়।

দুঃখ শোক প্রভৃতির
থাকেও কারণ যদি,
সুখ-অভিমুখে জীবে
সত্ত্ব ল'য়ে যায়,
সুখ-হেতু থাকিলেও
কেবল কর্ম্মের প্রতি
রজোগুণ, জেন, তা'র
আসক্তি জন্মায়।

মহতের সহবাসে
থাকিলেও, তম তবু
জ্ঞানেরে না দেয় কভু
হ'তে প্রকাশিত,
সম্যক্ আবরি' তা'য়
মহতের উপদেশে
প্রমাদ ঘটা'য়ে, তা'রে
করে বিমোহিত।

সত্ত্বগুণ রজস্তমে,
রজঃ সত্ত্বতমোগুণে,
তম তথা সত্ত্বরজে
করি' পরাজয়

প্রকাশি' আপন বল,
(অপরে বিলীন যা'য়) (১)
আপন আপন কার্য্যে
জীবে নিয়োজয়।

রহে যত এই দেহে
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-দ্বার,
জ্ঞানের স্বরূপ তাহে
প্রকাশ যখন,
জানিবে, ভরত-দীপ!
নিরখিযা সে লক্ষণ,
সঞ্জাত সত্ত্বের বৃদ্ধি
হ'য়েছে তখন।

বৃদ্ধি যদি পায় রজঃ
লক্ষণ তাহার লোভ,
বহুধনাগমেতেও
বাসনা অর্জ্জনে,
প্রবৃত্তি কর্ম্মেতে সদা,
নিয়তই কর্ম্মোদ্যম,
বিবিধ সংকল্প মনে,
আকাঙ্ক্ষা গ্রহণে।

---

(১) যখন সত্ত্ব রজঃ ও তমের মধ্যে কোন একটী গুণ অধিকতর বল প্রকাশ করে তখন অপর দুইটী তেজোহীন হইয়া প্রবলটিতেই বিলীন হইয়া থাকে। সেই জন্য জীব ঐ প্রবল গুণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই তাহার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

প্রবল হইলে তমঃ
বিবেক বিনষ্ট হয়,
কর্ম্মেতে উদ্যম নাহি
থাকে কদাচন,
পরমাদ পদে পদে,
কর্ত্তব্যে বিরতি সদা,
অলীকে আসক্তি অতি,
মোহে মুগ্ধ মন।

বিশেষ প্রবৃদ্ধ যবে
হয়, পার্থ, সত্ত্বগুণ,
দেহীর মরণ যদি
হয় সে সময়,
শ্রেষ্ঠ উপাসকদের
দ্যুতিময় লোক যাহা,
তাহাই সে পায়, গতি
শ্রেষ্ঠ তা'র হয়।

রজোবৃদ্ধি কালে তা'র
ঘটে যদি দেহনাশ,
কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যেতে
জন্ম হয় তা'র,
পাশব যোনিতে, জেন,
হয় জন্ম সংঘটন,
তমের প্রাবল্যে মৃত্যু
হইলে তাহার।

সাত্ত্বিক ভাবেতে যদি
হয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত,
সাত্ত্বিক নির্ম্মল ফল
উপজে তাহায়,
রাজসেতে দুঃখোদয়,
তামসে অজ্ঞান ফল,
হিতাহিত বিবেচনা
নাহি রহে যা'য়।

কেননা জনমে জ্ঞান
সুবিমল সত্ত্ব হ'তে,
রজো হ'তে দুর্নিবার
লোভের সম্ভব,
জনমে প্রমাদ মোহ
আবরিলে তমোগুণ,
তা' হ'তেই অজ্ঞানের
হয় সমুদ্ভব।

সত্ত্ব, সমাশ্রিত যা'রা,
উর্দ্ধগতি তাহাদের,
দেবলোক সত্যলোকে
তা'দের গমন,
নরলোক রাজসের,
তামসের অধোগতি
নিরূপিত আছে, জেন,
পৃথার নন্দন!

বিবেকী হইয়া নর
গুণ ভিন্ন অন্য কা'রে
কর্ত্তা বলি' যে সময়
না করে দর্শন,
সদসৎ যাহা কিছু
হয় কর্ম্ম সম্পাদন,
গুণই তাহার কর্ত্তা
ভাবে সে যখন

গুণের অতীত আত্মা
সাক্ষীরূপে অবস্থিত,
এই তত্ত্বে যখন সে
হয় সুবিদিত,
মদ্ভাব তখনি সেই
জ্ঞানবান্ নর পায়
ব্রহ্মত্ব, কৌরব-রবি!
লভে সে নিশ্চিত।

দেহোদ্ভবে বীজভূত
এ তিন গুণে যে দেহী
জ্ঞানবলে অতিক্রম
পারে করিবারে,
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ
নাহি থাকে আর তা'র,
পরম আনন্দ ভোগ
করিতে সে পারে।

সুধান অর্জ্জুন, প্রভো! কিরূপ লক্ষণে
গুণের অতীত হ'তে পারে নরগণে?
কি আচার কি উপায় করিলে আশ্রয়,
অতিক্রম করা যায় এই গুণত্রয়?
প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, ভগবান্ ক'ন,
এ সকল গুণ-কার্য্য করেছি কীর্ত্তন;
স্বতঃই উহারা যবে সঞ্জাত অন্তরে,
দুঃখ বোধে উহাদের দ্বেষ যে না করে,
নিবৃত্তিতে, সুখ-আশে না চাহে যে জন, (১)
গুণের অতীত সেই, পাণ্ডুর নন্দন!
সকল বিষয়ে সদা হ'য়ে উদাসীন
সাক্ষীর স্বরূপ যিনি রহেন আসীন,
'গুণই গুণের কার্য্য করে সম্পাদন,
আমার সম্বন্ধ তাহে নাহি কদাচন,'
ভাবি,' সুখ দুঃখে যিনি ন'ন বিচলিত,
তিনিই জানিবে, জিষ্ণু, গুণের অতীত।
সুখে দুঃখে সমভাবে থাকেন যে জন,
স্ব-রূপেই অবিক্রিয় যিনি সদা র'ন,
মৃৎপিণ্ড, উপল-খণ্ড, কষিত কাঞ্চনে,
নাহিক প্রভেদ-জ্ঞান যাঁহার নয়নে,
প্রিয় বা অপ্রিয় তুল্য নিকটে যাঁহার,
নিন্দা বা স্তুতিতে নাহি যাঁহার বিকার,
শত্রু মিত্রে ভেদাভেদ নাহি যাঁ'র জ্ঞান,
সমান যাঁহার কাছে মান অপমান,

(১) ইহারা নিবৃত্ত থাকিলে সুখের প্রত্যাশায়, যে উহাদের আকাঙ্ক্ষা না করে।

সর্ব্বকর্ম্ম-পরিশূন্য দেখিবে যাঁহায়,
ত্রিগুণের সমতীত জানিবে তাঁহায়।
সবার হৃদয়-স্থিত পরম-ঈশ্বর
আমাতে, একান্ত ভক্তি করি' নিরন্তর,
নিরত থাকেন যিনি সেবাতে আমার,
গুণের অতীত তিনি, মোক্ষ হয় তাঁ'র।
কেননা আমিই ব্রহ্ম, আমি মোক্ষপদ,
সনাতন ধর্ম্ম আমি, সুখের আস্পদ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম-যোগ।

কহেন শ্রীভগবান্, কুন্তীর কুমার।
অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ জেন এ সংসার;
ঊর্দ্ধে মূল, অধোদেশে বিটপ-নিচয়,
পত্র এ বৃক্ষের হয় ছন্দঃ সমুদয়
দেখনা বুঝিয়া মনে, না হ'তে প্রভাত,
সংসার বিনষ্ট হ'তে পারে অকস্মাৎ;
সেইহেতু বেদবিৎ মহা-ঋষিগণ
ইহাকে অ-শ্ব-থ নামে করেন কীর্ত্তন;
অবিচ্ছেদে চলে বলি' প্রবাহ ইহার,
অব্যয় কথিত হয় অনিত্য সংসার।
সূক্ষ্ম হইতেও যিনি সূক্ষ্ম অতিশয়
সকল বীজের বীজ, অনাদি অব্যয়,
ঊর্দ্ধতম, জ্ঞানময়, পরব্রহ্ম যিনি,
এ বৃক্ষের মূলরূপে অবস্থিত তিনি।
শাখা এর কার্য্যোপাধি জীব সমুদয়,
পত্র তাহে, জেন, শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডময়।
পত্র যথা আবরিয়া রক্ষে তরুবরে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মকাণ্ডে শিক্ষা দিয়া নরে

প্রকৃতি সংসার-তরু রক্ষে সে প্রকার,
সুখ-দুঃখ-ফল-ভোগ তাহাই সবার।
সংসার-অশ্বত্থ এই যাঁহার বিদিত,
বেদজ্ঞ তিনিই, পার্থ, জানিও নিশ্চিত।
দেবতাদি-যোনি পান পুণ্যবান্‌গণ,
এ বৃক্ষের উৰ্দ্ধশাখা তাঁহারাই হ'ন;
পশ্বাদিযোনিতে জন্মে যত পাপাচার,
অধঃশাখারূপে হয় তা'দের বিস্তার,
সত্বাদি-সলিল-সেকে বিটপ বৰ্দ্ধিত,
রূপাদি-বিষয়ে সদা রহে পল্লবিত।
যদিও প্রধান মূল ইহার ঈশ্বর,
ভোগের বাসনা অন্য মূল বহুতর;
এই অন্তরাল-মূল মনুষ্য-লোকেতে
বিস্তীর্ণ থাকিয়া করে আবদ্ধ কৰ্ম্মেতে।
উৰ্দ্ধ-মূল-আদি রূপ সংসার বৃক্ষের
উপলব্ধি নাহি হয় সংসারী জীবের।
আদি অন্ত বোধগম্য না হয় ইহার,
কিরূপে বা আছে, জানা কঠিন ব্যাপার!
এরূপ দুরবচ্ছেদ অনর্থ-সাধন,
বদ্ধমূল অশ্বথেরে, অরাতি-সূদন!
অভ্যাস-শাণিত দৃঢ় বৈরাগ্য-অসিতে
হইবে বিবেক-বলে ছেদন করিতে।
তা'র পর মূলভূত ব্রহ্মসনাতনে,
খুঁজিয়া লইতে হ'বে পরম যতনে।
'যাঁহারে হইলে প্রাপ্ত, পুনঃ এ সংসারে
নাহি হয় প্রত্যাগত হইতে কাহারে,

চিরন্তনী এ সংসার-প্রবৃত্তি বিস্তার
পাইয়াছে চারিদিকে ইচ্ছায় যাঁহার,
সেই আদিপুরুষের চরণে শরণ,
একান্ত ভকতি-যোগে করিনু গ্রহণ.'
বলিয়া তদ্‌গত-চিত্তে অন্বেষণ তাঁ'র
হইবে করিতে, জেন পৃথার কুমার!
অভিমান মোহ ত্যাগ যাঁহাদের হয়,
পুত্রাদিতে সমাসক্তি যা'দের না রয়.
আত্মজ্ঞানে নিরন্তর যাঁ'রা নিষ্ঠাবান্.
কামনা যা'দের মনে নাহি পায় স্থান,
সুখ-দুঃখ-মুক্ত যাঁ'রা, অবিদ্যা-রহিত,
তাঁ'রাই অব্যয়-পদ লভেন নিশ্চিত.
সে খানেতে একবার করিলে গমন,
নাহি হয় এ সংসারে পুনঃ আবর্ত্তন;
কিবা সূর্য্য, কি শশাঙ্ক কিবা হুতাশন,
প্রকাশ সেখানে নাহি পায় কদাচন;
আমার পরমধাম তাহা ধনঞ্জয়!
আমারি স্বরূপ তাহা জানিও নিশ্চয়।
আমি যে পরম-আত্মা, চিদংশ আমার
সংসার ভিতরে ভ্রমে ধরি' জীবাকার।
এ জীব সংসারী-রূপী, অবিদ্যা-আশ্রয়ে
লীন রহে প্রকৃতিতে, সুষুপ্তি-প্রলয়ে;
জীবলোকে উপভোগ করিতে সংসার,
আকর্ষে ইন্দ্রিয়-মনে পুনরায় তা'র।
কুসুমাদি হ'তে গন্ধ করিয়া গ্রহণ
অন্যত্র যেমন চলি' যায় সমীরণ,

দেহাদির কর্ত্তা জীবরূপী সে ঈশ্বর
এক দেহ ছাড়ি' যবে দেহ অন্তর
করেন গ্রহণ, সখা, জেন সে সময়,
সঙ্গেতে লইয়া যান ইন্দ্রিয়-নিচয়।
স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ,
আশ্রয় করিয়া তথা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন,
শব্দ-আদি সংসারের বিষয়-নিকর
করিতে থাকেন ভোগ হ'য়ে দেহধর।
দেহ হ'তে জীব যবে যান দেহান্তরে,
অথবা রহেন যবে দেহের ভিতরে,
বিষয়ের উপভোগ করেন যখন,
কিংবা যবে ইন্দ্রিয়াদি-সমাযুক্ত র'ন,
বিমূঢ় মানবে তাঁ'রে দেখিতে না পায়,
জ্ঞান-চক্ষু বিবেকীই নিরখেন তাঁ'য়।
ধ্যানাদিতে যতমান যোগশীল যাঁ'রা,
আত্মাতে দর্শন তাঁ'র প্রাপ্ত হ'ন তাঁ'রা।
চিত্ত কিন্তু অবিশুদ্ধ যাহাদের রয়,
শাস্ত্রাদি অভ্যাসে যত্ন থাকিলে কি হয়,
জ্ঞানহীন মন্দমতি তাহারা কখন
কোন স্থানে নাহি পায় তাঁ'র দরশন।
তপনের যে তেজেতে জগদ্ভাসিত,
যে তেজ পাবকে চন্দ্রে দেখ প্রকাশিত,
উহাদের তেজ তাহা কখনই নয়,
আমারি তেজেতে সবে প্রতিভাত হয়।
আমিই প্রবিষ্ট হ'য়ে পৃথিবী ভিতরে
বলেতে ধরিয়া আছি সব চরাচরে।

আমিই হইয়া পুনঃ চন্দ্র রসময়,
বর্দ্ধিত করিয়া থাকি ওষধি-নিচয়।
জঠরাগ্নি-রূপে আমি জীবের জঠরে
প্রবেশিয়া, যে যে ভক্ষ্য ভোজন সে করে,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অন্ন চতুষ্টয়,
প্রাণাপান-যোগে পাক করি সমুদয়।
অন্তর্যামী-রূপে আমি জাত-জীবচয়ে
প্রবিষ্ট হইয়া আছি হৃদয়-নিলয়ে।
পূর্ব্ব-অনুভব-হেতু স্মৃতির উদয়
আমা হইতেই মনে তা' সবার হয়।
বিষয়-ইন্দ্রিয়-যোগে জ্ঞানের বিকাশ
আমা হইতেই ঘটে, জেন মহেষ্বাস!
কালে যে বিলোপ পুনঃ উভয়েরি হয়,
আমারি সাধিত তাহা, জানিও নিশ্চয়।
যে যে বেদে উপাসনা যে যে দেবতার
আছে নিরূপিত, আমি সেই দেবাকার।
বেদেতে জ্ঞাতব্য আমি, কর্ত্তা বেদান্তের,
জ্ঞান-দাতা গুরু আমি, বেত্তা বেদার্থের।
পুরুষ দুইটী লোকে আছে ক্ষরাক্ষর,
তা'র মধ্যে ব্রহ্মা-আদি জঙ্গম স্থাবর
বিনশ্বর যাহা কিছু পাও দেখিবারে
ক্ষর নামে খ্যাত তাহা হয় এ সংসারে।
দেহের মধ্যেতে থাকি' অচলের প্রায়
বিকার বিহীন হ'য়ে যিনি সমুদায়
করিতে থাকেন ভোগ, দেহের বিলয়
হইলেও লয় যাঁ'র কভু নাহি হয়,

চেতন-স্বরূপ যিনি র'ন নিরন্তর,
সে পুরুষে, ধনঞ্জয়, জানিও অক্ষর।
উত্তম পুরুষ অন্য, এ দুই ব্যতীত,
আছেন পরম-আত্মা বেদেতে বর্ণিত;
অব্যয় ঈশ্বর তিনি, এ তিন ভুবনে,
হৃদয় মাঝারে পশি,' পালেন যতনে।
নিত্যমুক্ত আমি, পার্থ, অতীত ক্ষরের,
সবারি নিয়ন্তা বলি' শ্রেষ্ঠ সকলের;
অক্ষর হ'তেও আমি যে হেতু উত্তম,
বেদে লোকে কহে মোরে পুরুষ-উত্তম।
মতভেদে সংমোহিত না হ'য়ে যে জন
এ নিরুক্তমতে থাকি' সুনিশ্চিত-মন
পুরুষ-উত্তম বলি' জানেন আমারে
অজ্ঞাত কিছুই তাঁ'র থাকিতে না পারে;
সর্ব্বজ্ঞ হইয়া তিনি সকল সময়
সর্ব্বভূতে আমাকেই দেখেন নিশ্চয়;
করেন সকল ভাবে আমাকে ভজন,
সর্ব্বাত্মায় আমাকেই করেন চিন্তন।
অতি গুহ্যতম এই শাস্ত্র সমুদয়
সংক্ষেপে, অনঘ, আজি কহিনু তোমায়।
পরিজ্ঞাত হ'তে ইহা সমর্থ যে জন
জ্ঞানী সেই, কৃতকৃত্য, কুন্তীর নন্দন!

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ-যোগ।

কহিবারে লাগিলেন পুনঃ ভগবান্,
ভরত-কুলের চূড়া, কর অবধান;
ভয়াভাব, প্রসন্নতা চিত্তের সতত,
পরিনিষ্ঠা আত্মজ্ঞান-উপায়ে নিয়ত,
অন্নাদির যথাশক্তি বিভাগ অপরে
সংযত করিয়া রাখা ইন্দ্রিয়-নিকরে,
শরীর-সংযম, তপ, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,
সরলতা সর্ব্ব কার্য্যে, তথা আত্মজ্ঞান,
পর-নিপীড়ন-ত্যাগ, অহিংসা-আশ্রয়,
সত্যে সমাদর সদা, কোপ-পরাজয়,
বিষয়ে উদাস্য, ত্যাগ, শান্তির শরণ,
পরোক্ষে পরের দোষ না করা কীর্ত্তন,
দীনে দয়া, লোভাভাব, স্থিরতা, বিনয়,
অকার্য্যে আসক্তি হ'লে লোক-লজ্জা ভয়,
পরিভবে সহিষ্ণুতা, ক্রোধ-প্রশমন,
দুঃখ-হেতু অবসাদে ধৈর্য্যাবলম্বন,
শৌচ, তেজ, অপ্রবৃত্তি পর-জিঘাংসায়,
কখনও নাহি ভাবা পূজ্য আপনায়,

এই ষড়্‌বিংশ গুণ প্রাপ্তি হয় তা'র,
দৈব-সম্পদভিমুখে জনম যাহার।
জানাইতে ধার্ম্মিকতা সর্ব্ব-সাধারণে
গূঢ় ভাব অন্তরের রাখিয়া গোপনে
বাহিরেতে কাল্পনিক ধর্ম্ম-আড়ম্বর,
ধন-বিদ্যা-হেতু গর্ব্ব, দর্প নিরন্তর,
আপনাকে পূজনীয় ভাবি' অভিমান,
কৃপা-বিরহিতা, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান,
এই সব, ধনঞ্জয়, ঘটে জেন তা'র,
আসুর-সম্পদ্ লক্ষ্যে জন্ম হয় যা'র।
দৈব যে সম্পদ্ তাহা মোক্ষের কারণ,
আসুর-সম্পদে ঘটে সংসার-বন্ধন।
দৈব-সম্পদভিমুখে জনম তোমার,
তুমি, সখা, বৃথা শোক করিও না আর।
দৈবাসুর দুই রূপ মনুষ্য জগতে,
বিধাতা-বিসৃষ্ট আছে সৃষ্টিকাল হ'তে,
তাহাদের মধ্যে আমি দৈবের আচার
সবিস্তরে কহিয়াছি নিকটে তোমার।
আসুর লোকের হয় প্রকৃতি যেমন,
কহিতেছি তাহা এবে, করহ শ্রবণ।
না জানে আসুরগণ রতি ধর্ম্ম প্রতি,
অবিদিত তাহাদের অধর্ম্মে বিরতি;
না জানে শুচিতা তা'রা, না জানে আচার,
সত্যও বিদিত নাহি তাহা সবাকার।
তাহারা কহিয়া থাকে অসত্য জগৎ,
বেদাদি প্রমাণ মিথ্যা তাহাদের মত।

কহে তাঁ'রা ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক জগতে,
ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বও নাহি কিছু ইথে;
স্ত্রী পুরুষ-সহযোগে সম্ভবে সংসার,
কাম ভিন্ন নাহি অন্য কারণ ইহার;
অল্পবুদ্ধি সমন্বিত মানব যাহারা
আশ্রয় করিয়া এই কুদৃষ্টি তাহারা
হইয়া মলিন-চিত্ত, উগ্র কর্ম্ম-পর,
অহিত-সাধনে সদা বদ্ধ-পরিকর,
চরাচর জগতের ক্ষয়ের কারণ,
অবনি-মণ্ডলে করে জনম গ্রহণ।
পূরণ যাহার নাহি কোনকালে হয়,
সেই কামনারে তা'রা করিয়া আশ্রয়,
দম্ভ-মান-মদ-বশে, মোহের কারণ,
দেবতা-বিশেষে ভজি' অভীষ্ট আপন
সাধিবে ভাবিয়া মনে, করিয়া স্বীকার
দুরাগ্রহ দিন দিন অশেষ প্রকার,
অশুচি-ব্রতের বহু করে অনুষ্ঠান,
মদ্য-মাংসাদির যাহে অবৈধ বিধান।
পরিমাণ নাহি যা'র হয় কদাচন,
আশ্রয় করিয়া সেই চিন্তা আমরণ,
পরম যে পুরুষার্থ মনুষ্য-জীবনে,
কাম-উপভোগ তাহা, ভাবে তা'রা মনে,
সেই কাম-উপভোগ করিবার আশে,
আবদ্ধ তাহারা হয় শত আশা-পাশে;
আশা-ভঙ্গে হয় কভু ক্রোধ-পরায়ণ,
কাম-ক্রোধ-বশে করে অহিতাচরণ;

ছল বল চৌর্য্যে নাহি সঙ্কুচিত হয়,
অসৎ উপায়ে করে অর্থের সঞ্চয়।
এই বস্তু লব্ধ আজি হইল আমার,
এই মনোরথ-সিদ্ধি হ'বে পুনর্ব্বার;
এই ধন অধিকৃত আছয়ে এখন,
অধিকারে আসিবেক পুনঃ এই ধন;
এই অরাতিরে আমি করেছি নিহত,
হনন করিব পুনঃ আছে শত্রু যত;
সবার ঈশ্বর আমি, আমি ভোগবান্,
আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, আমি বলবান্;
ধনাদি-সম্পন্ন আমি, কুলীন-প্রধান,
কে আছে কোথায় আর আমার সমান;
যজ্ঞ অনুষ্ঠান আমি যতনে করিব,
অপর অপেক্ষা তাহে প্রতিষ্ঠা পাইব;
স্তাবকাদি জনে আমি বিতরিব ধন,
আমোদ প্রমোদে কাল করিব হরণ;
এইরূপে অজ্ঞানেতে আবৃত হইয়া,
চিত্তের বিক্ষেপে তা'রা মোহেতে পড়িয়া,
কাম-ভোগে সমাসক্ত থাকে অতিশয়,
কুৎসিত নরকে শেষে নিপতিত হয়।
সাধুর সকাশে নহে পূজনীয় তা'রা,
আপনাদিগকে পূজ্য দেখে আপনারা;
বিনম্র কাহারো কাছে নহে কদাচন,
ধন-মান-মদে গর্ব্ব করে অনুক্ষণ;
নামে মাত্র যজ্ঞ যাহা, অবিধি-বিহিত,
করে তা'রি অনুষ্ঠান দম্ভের সহিত;

কাম ক্রোধ বল দর্প তথা অহংকারে
আত্ম পর সর্ব্ব দেহে চিদংশ আমারে,
বিদ্বেষ করিয়া থাকে সে পামরগণ,
সাধুর গুণেতে দোষ কর়য়ে কীর্ত্তন।
সাধুদের প্রতিপক্ষ, বিদ্বেষ্টা আমার,
বিবিধ বিপ্রিয়কারী, অতি পাপাচার,
ক্রূরকর্ম্মা, নরাধম সেই সবকারে,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভরা এ সংসারে,
পাঠাইয়া বারবার তির্য্যগ্‌-যোনিতে
নিক্ষেপণ করি আমি পাপ-ফল দিতে।
পাইয়া আসুরী-যোনি জনমে জনমে,
না পায় সে মূঢ়গণ মোরে কোন ক্রমে;
করিতেও নাহি পারে পাবার উপায়,
আরো অধোগতি তাহে পুনঃ পুনঃ পায়;
কৃমি-কীট-আদি অতি নিকৃষ্ট যোনিতে,
ক্রমে ক্রমে তাহাদিগে হয় জনমিতে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার,
নীচযোনিপ্রাপ্তি এরা ঘটায় আত্মার।
মুক্তিমার্গে আরোহিতে চাহেন যাঁহারা,
ত্যজিবেন অবশ্যই এই তিনে তাঁ'রা।
নরকের দ্বারভূত কামাদি হইতে
পারেন যে কোন সাধু বিমুক্ত থাকিতে,
আপনার শ্রেয়ঃ তিনি করেন সাধন,
তপোযোগে বিনিবিষ্ট হয় তাঁ'র মন;
তাহাতে পরমা গতি লাভ হয় তাঁ'র,
না হয় সংসারে তাঁ'রে আসিতে আবার।

বেদের বিহিত ধর্ম্ম করি' উল্লঙ্ঘন
কামাচারে যাহা ইচ্ছা করে যেই জন,
সিদ্ধিলাভ কিছুতেই না ঘটে তাহার,
নাহি সুখ, নাহি মোক্ষ কোন কালে তা'র
কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ
তোমার নিকটে, জেন, পাণ্ডব-প্রধান !
শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্ম হইয়া বিদিত,
তা'র অনুষ্ঠানে এবে হও অবহিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ বচন করিয়া শ্রবণ
অর্জ্জুন সুধান তাঁ'য়,
শাস্ত্রের বিধান, কহ ভগবান্!
পালিতে যেবা না চায়,

করিয়া লঙ্ঘন শাস্ত্র যেই জন,
শ্রদ্ধায় পূজাদি করে,
অবস্থান তা'র হয় কি প্রকার
কহ, দেব, কৃপা ক'রে।

সত্ত্ব কি তাহায় দেবাদি-পূজায়
ক'রে থাকে প্রবর্ত্তিত?
কিংবা রজ, তম? এ সংশয় মম
কর এবে তিরোহিত।

ভগবান্ ক'ন করহ শ্রবণ,
কহিতেছি, ধনঞ্জয়!
সাত্ত্বিকী, রাজসী অপরা তামসী,
শ্রদ্ধা তিন রূপ হয়।

পূর্ব্বের সংস্কার, যেরূপ যাহার,
স্বভাব সেরূপ তা'র,
স্বভাব যেমন, শ্রদ্ধাও তেমন,
হ'য়ে থাকে সবাকার।

পুরুষ নিশ্চয় হয় শ্রদ্ধাময়;
যা'র যাহে শ্রদ্ধা রয়,
তাহারি মতন হয় সেই জন,
ভিন্নরূপ কভু নয়।

সাত্ত্বিক যাঁহারা দেবগণে তাঁ'রা
আরাধেন নিরন্তর,
যাহারা রাজস ভোগ-সুখ-বশ,
যক্ষ-রক্ষঃ-পূজাপর;

তামস-নিকর, কুরুবীরবর!
বিভিন্ন স্বভাব ধরে,
ভূতপ্রেতগণে পরম যতনে
তাহারা ভজনা করে।

দম্ভ অহঙ্কার কাম রাগ আর
আগ্রহে অধীর জন,
শাস্ত্র-অবিহিত দুঃখ-পীড়ান্বিত
ঘোর-তপ-পরায়ণ,

হারা'য়ে বিবেক, যাতনা অনেক,
দেহস্থিত ভূতগণে
দেয় অকারণ, হ'য়ে বিচেতন,
ব্রতাচারে, নিরশনে।

আমি যে তা'দের ভিতরে দেহের,
আছি পরমাত্মা হ'য়ে,
না মানি আদেশ, আমাকেও ক্লেশ
দেয় সে পাষণ্ডচয়ে।

এই তপস্থায়, আসুরী নিষ্ঠায়,
নিরত যাহারা রহে,
সে দুরাত্মগণে, সর্ব্ব সাধারণে
অতি ক্রূরকর্ম্মা কহে।

প্রিয় যে আহার, তাহাও সবার
একবিধ কভু নয়,
যজ্ঞ, তপ, দান, নহে ত সমান,
সকলি ত্রিবিধ হয়।

ভেদ এই শুন, সত্ত্ব-আদি গুণ
যাদৃশ থাকয়ে যা'র,
আহার-বিধানে, যজ্ঞ তপ দানে
তাদৃশ বাসনা তা'র।

জীবন-উৎসাহ-শক্তি-আরোগ্যবৰ্দ্ধন,
চিত্তের প্রসাদ-কর, রুচির সাধন,
রসবৎ, স্নেহযুত, স্থায়ী কলেবরে,
চিত্ত পরিতুষ্ট যাহা দৃষ্টিমাত্রে করে,
এইরূপ ভক্ষ্য ভোজ্য, জেন ধনঞ্জয়!
সাত্ত্বিক জনের হয় প্রিয় অতিশয়।
অতি কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণ, লবণ,
অতি রুক্ষ, বিদাহী যা' করহ দর্শন,
হৃদয়-সন্তাপ-কর, রোগ-শোক-ময়,
ভক্ষ্যচয় রাজসের ইষ্ট অতিশয়।
বহুক্ষণ পূর্ব্বে পক্ব, অতীব শীতল,
গতরস, পর্য্যুষিত, কদন্ন সকল,
অন্যের উচ্ছিষ্ট, তথা পূতিগন্ধময়,
অমেধ্য-ভোজন প্রিয় তামসের হয়। (১)
'শাস্ত্রের বিধানে যজ্ঞ আদিষ্ট যখন,
অবশ্য করিতে হ'বে তা'র আচরণ'
এইরূপ ভাবি,' মন একাগ্র করিয়া,
ফলাশায় একবারে বিসর্জ্জন দিয়া,
করেন নিষ্কাম সাধু যে যজ্ঞ-সাধন,
তাহাই সাত্ত্বিক, জেন বানর-কেতন!
জানাইতে আপনার মহত্ত্ব সবায়,
যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ফল-কামনায়,

---

(১) অমেধ্য—কলঞ্জাদি অভক্ষ্য দ্রব্য, যাহা যজ্ঞাদিতে দেওয়া যায় না।

সাত্ত্বিক, ভরতদীপ, তাহা কভু নয়,
রাজস তাহারে কহে জানিও নিশ্চয়।
না হয় শাস্ত্রের-বিধি যাহাতে পালিত,
না হয় ব্রাহ্মণ-অন্ন যাহে নিষ্পাদিত,
বিহিত মন্ত্রেতে যাহা সম্পাদিত নয়,
বিহিত দক্ষিণা দান যাহাতে না হয়,
শ্রদ্ধা সহকারে যাহা নহে অনুষ্ঠিত,
তামস নামেতে সেই যজ্ঞ অভিহিত।
দেব দ্বিজ গুরু আর প্রাজ্ঞের পূজন,
শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ,
অহিংসা সকল জীবে সকল সময়,
শারীরিক তপ হয় এই সমুদয়।
সুনৃত সরল বাক্য অনুদ্বেগ-কর,
সকলের প্রিয় যাহা, ভাবী হিতকর,
তাহার প্রয়োগ, আর বেদ-অভ্যসন,
বাক্যময় তপ ইহা, অরাতি-সূদন!
হৃদয়ের সরলতা, প্রসাদ মনের,
সযতনে সংযমন নিয়ত বাক্যের,
মনকে বিষয় হ'তে করা প্রত্যাহার,
লোক-ব্যবহার-কালে রাহিত্য মায়ার, (১)
যে তপ মানস বলি' লোকে উক্ত হয়,
এ সকল ভিন্ন তাহা অন্য কিছু নয়।
শারীরিক, বাচনিক, মানসিক আর,
এই যে ত্রিবিধ বিধি আছে তপস্যার,

---

(১) লোকের সহিত ব্যবহারকালে মায়া-বিরহিতা।

ফলের কামনা ত্যাগ করিয়া যখন
একচিত্ত সমাহিত হ'য়ে নরগণ,
আচরে এ সমুদয় পরম শ্রদ্ধায়,
সাত্ত্বিক তখন বলা তাহাদিগে যায়।
'সাধু বলি' সকলেই মোরে বাখানিবে,
দেখিলে আমাকে বহু সম্মান করিবে,
পাদ্য অর্ঘ্য অর্থ দানে পুজিবে আমায়'
দম্ভেতে যে করে তপ এরূপ ইচ্ছায়,
সে তপস্যা তা'র, জেন, অনিত্য ক্ষণিক,
তাহাকেই সর্ব্বজনে কহে রাজসিক।
অবিবেক-বশে দুঃখ দিয়া আপনায়,
কিংবা ছলে অপরের বিনাশ-বাঞ্ছায়
অজ্ঞান-মগুলে যাহা হয় অনুষ্ঠিত,
তামাসিক তপ নামে তাহাই বিদিত।
'অবশ্য উচিত দান' ইহা ভ বি' মনে,
দেশ কাল উপযুক্ত-পাত্র বিচারণে,
পুণ্য ক্ষেত্র, পুণ্য কাল উপস্থিত যবে,
প্রতি-উপকারে শক্তি নাহি যা'র হ'বে,
তপঃ-শ্রুতি-যুত হেন সুপাত্র হেরিয়া,
যেই দান করা যায় নিষ্কাম হইয়া,
সকল আপদ্ হ'তে তারে তা' দাতারে,
সে হেতু সাত্ত্বিক দান কহে লোকে তা'রে।
প্রতি-উপকার-লাভে আশা যাহে রয়,
ফল-কামনায় যাহা অনুষ্ঠিত হয়,
যে দান করিলে ক্লেশ বোধ হয় মনে,
রাজসিক দান তাহা, কহে বুধগণে।

অশুচি স্থানেতে কিংবা অশুচি সময়ে,
অসৎকারে, অবজ্ঞায়, অপাত্র-নিচয়ে,
যে দান নিষ্পন্ন হয়, ভরত-প্রধান!
জানিও, তাহাকে কহে তামসিক দান।
'ওম্ তৎ সৎ' এই ত্রিবিধ নামেতে
পরম-আত্মার চিন্তা করেন শিষ্টেতে।
কি ব্রাহ্মণ, কিবা বেদ, কি যজ্ঞ-নিচয়,
এ নাম হ'তেই সব সুবিহিত হয়।
সে কারণে 'ওম্' এই শব্দ উচ্চারণ
প্রথমে করিয়া মুখে ব্রহ্মবাদিগণ,
যজ্ঞ দান তপস্যাদি ক্রিয়া সমুদয়
করেন, বিধান যা'র যে প্রকার হয়।
'তৎ' এই শব্দ মুখে ক'রে উচ্চারণ,
ফল-অভিসন্ধি ত্যজি' মোক্ষকামগণ
আচরেন যজ্ঞ, তপ, ক্রিয়া বহুতর,
নানাবিধ দানকার্য্যে রহেন তৎপর।
সদ্ভাব সমুপস্থিত হয় যে সময়, (১)
সাধুভাব যবে কা'রো পরিদৃষ্ট হয়,
বিবাহাদি মাঙ্গলিক সমস্ত ক্রিয়ায়,
ব্যবহৃত 'সৎ' শব্দ হ'তে দেখা যায়।
যজ্ঞ-দান-তপস্যায় 'সৎ' প্রযোজিত,
'ওম্ তৎ সৎ' নামে যিনি অভিহিত,

---

(১) সদ্ভাব—অবিদ্যমান্ পুত্রাদির জন্ম। সাধুভাব—অসাধুর সদ্বৃত্ততা অবলম্বন।

তাঁ'র আরাধনে কর্ম্ম যাহা করা যায়,
তাহেই প্রযুজ্য সৎ, কহিনু তোমায়।
হবন, তপস্যা কিংবা বহুবিধ দান,
করুক যে কোন কর্ম্ম লোকে অনুষ্ঠান,
অশ্রদ্ধায় যদি তাহা হয় সম্পাদিত,
অসৎ সে সমুদয়, জানিও নিশ্চিত;
কেননা সে সব কর্ম্ম নিরর্থক হয়,
ইহ পরলোকে তাহে নাহি ফলোদয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ-যোগ।

কহিলেন গুড়াকেশ,
কহ এবে হৃষীকেশ!
সন্ন্যাসের তত্ত্বকথা
করিহে শ্রবণ,
ত্যাগ বা কাহাকে কহে,
শুনিতে বাসনা রহে,
পৃথক্ করিয়া কহ
কেশি-নিসূদন!

কহেন শ্রীভগবান্,
শুন তবে মতিমান্!
সুত-স্বর্গাদির আশে
যে কর্ম্ম বিহিত,
সেই কাম্যকর্ম্মচয়
পরিত্যাগ যদি হয়,
সন্ন্যাস তাহাকে ক'ন
যতেক পণ্ডিত।

কাম্যকর্ম্ম সমুদয়ে
কামনা-বিহীন হ'য়ে,
করা যায় যদি শুধু
কর্ম্ম আচরণ,
ফলমাত্র বিসর্জ্জনে,
বিবেকী বিদ্বান্‌গণে,
তাঁহাকেই ত্যাগ বলি'
করেন কীর্ত্তন।

হিংসা-আদি দোষময়
হয় কর্ম্ম সমুদয়,
কর্ম্ম হইতেই ঘটে
সংসার-বন্ধন,
সর্ব্বকর্ম্ম-পরিহার
সমুচিত সবাকার,
সে হেতু কহেন সাংখ্য-
মহাঋষিগণ।

মীমাংসক-ঋষি যা'রা,
কহিয়া থাকেন তাঁ'রা,
যজ্ঞাদি করিতে হিংসা
দোষাবহ নয়,
তা'ই যজ্ঞ তপ দান
করা যায় অনুষ্ঠান,
ত্যাগার্হ কখন নহে
এই কর্ম্মত্রয়।

আমার নিকটে এবে
ত্যাগ-তত্ত্ব শুন তবে,
প্রকাশ করিয়া কহি,
　　ভারত-গৌরব!
একবিধ ইহা নহে,
বিভাগ ত্রিবিধ রহে
তামসাদি ভেদে, জেন
　　পুরুষ-পুঙ্গব।

যজ্ঞ তপ আর দান
অনুষ্ঠিবে মতিমান্,
ত্যজ্য নহে এই তিন
　　কখন কাহার,
যজ্ঞ দান তপস্যায়
মনের মালিন্য যায়,
বিবেকীর হয় ইথে
　　মহা-উপকার।

পরিহরি' অভিমান,
কেবল কর্ত্তব্য-জ্ঞান
করিয়া, কামনা ত্যজি'
　　তিন আচরিবে,
ইহাই নিশ্চয় মম,
এই মত অনুত্তম,
সংশয় নাহিক কিছু
　　ইহাতে জানিবে।

নিত্য করণীয় যাহা,
পরিত্যাগ করা তাহা
কোনরূপে কা'রো নাহি
হয় সমুচিত,
মোহক্রমে যদি তা'য়
পরিহার করা যায়,
তামস বলিয়া তাহা
লোকে অভিহিত।

আচরিতে দুঃখ যাহে,
কায়-ক্লেশ-ভয়ে তাহে
ত্যাগ যদি বুদ্ধি-দোষে
করে কোন জন,
সে ত্যাগে রাজস কয়,
ত্যাগফল নাহি হয়
তা'তে ত্যাগীর কভু,
কুন্তীর নন্দন!

অভিমান তেয়াগিয়া,
ফল-কাম না হইয়া,
কর্ত্তব্য ভাবিয়া যাহা
নিত্য করা যায়,
সেই সঙ্গ-ফল-ত্যাগ
প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ,
জ্ঞাননিষ্ঠা হয় লাভ
জানিবে তাহায়।

'সত্ত্ব-গুণে ব্যাপ্ত যিনি,
পরম মেধাবী তিনি,
মিথ্যাজ্ঞান কোনরূপ
না রহে তাঁহার,
দুঃখের আগম যা'য়,
নাহি তাঁ'র ক্লেশ তা'য,
সুখাবহ কর্ম্মে নাহি
অনুরাগ তাঁ'র।

দেহধারী এ সংসারে
কখনই নাহি পারে
নিঃশেষে ক'রিতে ত্যাগ
কর্ম্ম, ধনঞ্জয়।
ত্যাগী শুধু সেই জন,
কর্ম্ম-ফল বিসর্জ্জন
করিয়া যে আচরিতে
পারে কর্ম্মচয়।

অনিষ্ট অথবা ইষ্ট,
কিংবা মিশ্র ইষ্টানিষ্ট,
ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল
অত্যাগীর হয়,
নারকিতা, দেবভাব,
অথবা মনুষ্যভাব,
সকাম কর্ম্মীর ঘটে,
নিষ্কামের নয়।

যাহে জন্মে তত্ত্বজ্ঞান,
সেই সাংখ্য, মতিমান্!
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে আছে
মীমাংসা যাহার,
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি যাহে,
অবগত হও তাহে,
ক'হি সে কারণ-পঞ্চ
নিকটে তোমার;

ইচ্ছা-সুখ-দুঃখাদির
অধিষ্ঠান যে শরীর,
উপাধি-লক্ষণ ভোক্তা
কর্ত্তা অহংকার,
শ্রবণ নয়ন মন
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ,
প্রাণাদি বায়ুর কার্য্য,
দৈব পঞ্চ তা'র। (১)

---

(১) ঐ পঞ্চবিধ কারণের প্রথম কারণ, ইচ্ছা সুখ-দুঃখাদির অধিষ্ঠানভূত শরীর; দ্বিতীয় কারণ, উপাধি-লক্ষণ-বিশিষ্ট সর্ব্ব-কর্ম্মের ভোক্তা কর্ত্তারূপ অহংকার; তৃতীয় কারণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়; চতুর্থ কারণ, প্রাণাপানাদি বায়ুর কার্য্য; এবং পঞ্চম কারণ, দৈব।

দেহ মন বাক্যে নর
করে যাহা নিরন্তর,
ন্যায় বা অন্যায় হ'ক
সে কর্ম্ম-নিচয়,
এ কারণ-পঞ্চ হয়
হেতু তা'র সুনিশ্চয়,
অপর কারণ নাহি,
শুন ধনঞ্জয়!

নিরুপাধি আত্মা হ'ন,
সঙ্গ-বিরহিত র'ন,
সকল কর্ম্মের হেতু
এ পঞ্চ কারণ,
তবু শাস্ত্র জ্ঞানাভাবে,
আত্মারে যে কর্ত্তা ভাবে,
সে দুর্ম্মতি নাহি করে
সম্যক্ দর্শন।

নাহি যা'র অহংকার,
মনে নাহি হয় যা'র
কর্ম্মের কারণ-ভূত
কর্ত্তা আপনারে,
ইষ্ট বা অনিষ্টজ্ঞানে
কর্ম্মের সমনুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত না করে বুদ্ধি
কখন যাঁহারে,

লোকে যদি সবাকারে
বধিতে নিরখে তাঁ'রে,
না করেন তিনি তবু
প্রকৃত হনন,
হননের ফল যাহা
না ঘটে তাঁহার তাহা,
আবদ্ধ তাহাতে তিনি
কভু নাহি হ'ন।

বুঝা যায় যাহে কিবা ইষ্টের সাধন,
সেই বোধকেই জ্ঞান কহে ধীরগণ;
ইষ্টপ্রদ কর্ম্মকেই জ্ঞেয় লোকে কয়,
পরিজ্ঞাতা হ'ন আত্মা, জ্ঞানের আশ্রয়;
জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এ তিন প্রকার
প্রবৃত্তি-কারণ, জেন পৃথার কুমার!
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ কর্ম্মের সাধন,
সেই হেতু ইহাদিগে কহয়ে করণ;
যাহার কর্ত্তৃক কর্ম্ম হয় নির্ব্বাহিত,
কর্ত্তানামে সেই জন সবার বিদিত;
করণ, অভীষ্টকর্ম্ম আর কর্ত্তা তা'র,
ক্রিয়ার আশ্রয়, জেন, এ তিন প্রকার।
জ্ঞান, কর্ম্ম আর কর্ত্তা, সাংখ্য-শাস্ত্রমতে
ত্রিবিধ হইয়া থাকে গুণের ভেদেতে।
কহিতেছি সবিস্তার তাহাও এক্ষণে,
শ্রবণ করহ, পার্থ, অবহিত-মনে।

প্রবিভক্ত সর্ব্বভূতে, অবিভক্ত ভাবে
অবস্থিত দ্বৈতহীন পরমাত্ম-ভাবে
নির্ব্বিকার-রূপে দৃষ্ট যে জ্ঞানেতে হয়,
তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান, জানিও নিশ্চয়। (১)
সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতি যা'র,
পৃথক্ রূপেতে সেই অভিন্ন আত্মার
সুখী দুঃখী নানাভাব দৃষ্ট যাঁহে হয়,
তাহাই রাজস জ্ঞান, জেন ধনঞ্জয়! (২)
একমাত্র কার্য্যকেই পরিপূর্ণপ্রায়
ভাবিয়া যে জ্ঞান করে প্রসক্ত তাহায়,
(দৈহিক ব্যাপার যত আছে নিরূপিত,
মহৎ সে সমুদয় করিয়া নিশ্চিত,
তাহাতে প্রসক্তি হয় যে জ্ঞান-প্রভাবে,
অথবা দেহকে আত্মা যেই জ্ঞান ভাবে,
কিংবা এই প্রতিমাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
এইরূপ বোধে যাহে বিক্ষিপ্ত অন্তর)
হেতুমূল যুক্তিযুক্ত কভু তাহা নয়,
পরমার্থ-তত্ত্ব তাহে না হয় নির্ণয়;

---

(১) যে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্ত সকল প্রকার প্রাণীতে অভিন্নরূপে অবস্থিত এক নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

(২) যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে সমবস্থিত আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নানা ভাবাপন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান।

অতিতুচ্ছ সেই জ্ঞান, সবার নিন্দিত,
তামস বলিয়া তাহা লোকে উদাহৃত। (১)
আসক্তি-রহিত হ'য়ে ত্যজি' রাগদ্বেষ,
ফললাভে না রাখিয়া কামনার লেশ,
নিয়তই করা হয় যা'র অনুষ্ঠান,
তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম জেন মতিমান্!
অহংকার-বশে কিংবা ফল-কামনায়
বহুল আয়াস সহি' যাহা করা যায়,
সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক নহে কহিনু তোমারে,
রাজস নামেতে তাহা প্রথিত সংসারে।
ভবিষ্যতে শুভাশুভ কি পারে ঘটিতে,
শক্তি বিত্ত জ্ঞান নাশ পারে কি হইতে,
ঘটে কি না কোন রূপে পর-নিপীড়ন,
পৌরুষ-প্রকাশে ইষ্ট হ'বে কি সাধন,
আলোচনা না করিয়া এই সমুদয়,
মোহাবেশে কৃত কর্ম্ম তামস নিশ্চয়।
আসক্তিকে পরিহার করেন যে জন,
না কহেন কভু যিনি সগর্ব্ব বচন,
ধৃতি-পরায়ণ যিনি, উৎসাহ-অন্বিত,
শুভাশুভ কর্ম্মফলে নির্ব্বিকার-চিত,

---

(১) যে জ্ঞান কেবল একমাত্র কার্য্যেই পরিপূর্ণবোধে আসক্ত, নির্দ্দিষ্ট পদার্থে আবদ্ধ, (এক দেহই আত্মা বা এক প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ বোধ-বিশিষ্ট) সেই পরমার্থ-অবলম্বন-শূন্য অযৌক্তিক তুচ্ছজ্ঞানই তামস জ্ঞান।

হর্ষ-অবসাদ-হীন যিনি সর্ব্বক্ষণ,
তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা, অরাতি-তাপন !
আসক্তির বশীভূত রহে সেই নর,
কর্ম্ম-ফলে আকঞ্চন যা'র নিরন্তর,
পাইতে পরের দ্রব্য লোভ হয় যা'র,
পরের হিংসায় রত প্রকৃতি যাহার,
হর্ষ-শোকে বিচলিত, অশুচি যে হয়,
তাহারে রাজস কর্ত্তা পণ্ডিতেরা কয়,
না রহে কিছুতে যা'র চিত্ত সমাহিত,
বিনয়-বিহীন যেবা বিবেক-রহিত,
পর-অপমানকারী, শঠ অতিশয়,
যে জন উদ্যম-হীন, দীর্ঘসূত্রী হয়,
অবসন্ন চিত্ত যা'র বিষাদ ঘটনে,
তাহাকে তামস কর্ত্তা কহে সর্ব্ব জনে।

সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ অনুসারে
বুদ্ধি-ধৃতি-ভেদ এবে কহিব তোমারে।
ত্রিবিধ প্রভেদ, জেন, ইহাদেরো হয়,
বিশেষ করিয়া কহি, শুন ধনঞ্জয় !
যে বুদ্ধিতে উপজয় রতি ধর্ম্ম প্রতি,
অধর্ম্মের প্রতি যাহে জনমে বিরতি,
কার্য্য বা অকার্য্য কিবা, ভয় বা অভয়,
বন্ধ মোক্ষ বুঝে যাহা, সাত্ত্বিকী তা' হয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য শাস্ত্রাদেশ-মতে
জানা নাহি যায় যাহে যথার্থ রূপেতে,
বরঞ্চ যাহাতে করে সংশয়-বর্দ্ধন,
তাহাই রাজসী বুদ্ধি, পাণ্ডুর নন্দন !

অজ্ঞানে আবৃত হ'য়ে বুদ্ধি যে প্রকার,
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি' করয়ে বিচার,
জ্ঞেয় পদার্থকে করে বিপরীত জ্ঞান,
তাহাই তামসী বুদ্ধি কৌরব-প্রধান!
চিত্ত-একাগ্রতা-হেতু বিষয়-অন্তরে
যে ধৃতি, গাণ্ডীব ধব, ধারণা না করে,
মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই কেবল
নিয়মিত করে যাহা ধরি' যোগবল,
সেই রূপ ধৃতিকেই, ভরত-তনয়!
সাত্ত্বিকী বলিয়া তুমি করিও নিশ্চয়।
ধর্ম্ম কামার্থের করে যে ধৃতি ধারণা,
প্রসঙ্গতঃ করে যাহা ফলের কামনা,
সাত্ত্বিকী কখন তাহা হইতে না পারে,
রাজসী বলিয়া তুমি জানিও তাহারে।
বিবেক-বিহীন নর যে ধৃতি-কারণ
নিদ্রা ভয় দুঃখ শোক না ছাড়ে কখন,
না পারে আপন গর্ব্ব ত্যাগ করিবারে,
তাহাই তামসী ধৃতি, কহিনু তোমারে।
ত্রিবিধ সুখের তত্ত্ব, ভারত-প্রধান!
কহিতেছি এবে তুমি কর অবধান।
এ সুখে আসক্ত নর অভ্যাসেই হয়,
দুঃখ-অবসান ইথে জানিও নিশ্চয়।
সংযমাদি বহুবিধ ক্লেশের বিধান
থাকাতে প্রথমে যাহা বিষের সমান,
পরিণামে যাহা কিন্তু অমৃতের প্রায়,
আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি প্রসন্ন যাহায়,

পরম-আনন্দময় অক্ষয় অতুল
সাত্ত্বিক সে সুখ, দুঃখ-বিনাশের মূল।
বিষয়-ইন্দ্রিয়-যোগে সুধার সমান (১)
প্রথমতঃ যেই সুখে হয় অনুমান,
পরিণামে দুঃখহেতু যাহা বিষবৎ,
তাহাই রাজস সুখ, জানিও ভারত!
কর্ত্তব্যের অপালনে, আলস্যে, নিদ্রায়,
অনুভূত হইবারে যাহা দেখা যায়,
পরিণামে প্রথমেও যাহা মোহকর,
তাহাই তামস সুখ, কৌরব-প্রবর!
পৃথিবীতে হেন নর নাহি কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
প্রকৃতি-সম্ভূত এই গুণত্রয় হ'তে
বিমুক্ত যাহারে তুমি পার নিরখিতে।
ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সমুদয়
যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যে সময়।
স্বভাবজ গুণত্রয়-প্রভাবে সে সব
বিভক্ত বিবিধ ভাবে বুঝিবে পাণ্ডব!
চিত্তের সংযম, যাহে লোকে শম কয়,
ইন্দ্রিয়ের সংযমন, যাহা দম হয়,
সহি' শারীরিক ক্লেশ তপ-অনুষ্ঠান,
অন্তর বাহিরে সদা শুচিতা-বিধান,
সহিষ্ণুতা, সরলতা, শাস্ত্রার্থ চিন্তন,
তাহা হ'তে চিদাত্মার তত্ত্ব-নিরূপণ,

(১) বিষয় ইন্দ্রিয়-যোগে—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযোগ বশতঃ।

পরমার্থে আগমার্থে বিশ্বাস সরল,
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম এ সকল।
পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্য-কুশলতা,
রণস্থলে যুদ্ধ হ'তে অপরাঙ্মুখতা,
প্রজা-নিয়মনে শক্তি, মুক্তহস্তে দান,
স্বাভাবিক ক্ষত্র-কর্ম্ম এ সব, ধীমান্!
কৃষিকর্ম্ম অনুষ্ঠান, পশুর পালন,
বাণিজ্য বৈশ্যের কর্ম্ম স্বভাব মতন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এ তিন বর্ণের
পরিচর্য্যা, স্বাভাবিক কর্ম্মই শূদ্রের।
আপন আপন কর্ম্মে থাকিলে তৎপর,
জ্ঞান-বিষয়িনী সিদ্ধি লাভ করে নর।
স্বকর্ম্ম-নিরত সিদ্ধি লভে যে প্রকারে,
অবধান কর, পার্থ, কহি তা' তোমারে
নিরন্তর পরিব্যাপ্ত যিনি বিশ্বময়,
যা'র ফল-দানে জীবে প্রবৃত্তি-উদয়,
স্বকর্ম্ম-সাধনে সদা থাকিয়া নিরত
তাহারি সেবায় সিদ্ধি লভে লোক যত।
একের বিহিত ধর্ম্ম যদ্যপি অপর
সম্যক্ সাধন করে, নহে হিতকর;
সাধিতে আপন ধর্ম্ম ত্রুটি যদি হয়,
তাহাও কল্যাণকর, জানিবে নিশ্চয়;
কেননা যে ধর্ম্ম যা'র স্বভাব-বিহিত,
তাহা করি' নহে কেহ পাপে কলুষিত।
স্বভাব-বিহিত কর্ম্মে দোষ যদি রয়,
তথাপি তাহার ত্যাগ সমুচিত নয়।

কোন কর্ম্ম এ সংসারে নাহি দোষহীন,
পাবকও রহে দেখ ধূমেতে মলিন।
অন্ধকার শীত আদি নিবৃত্তি-কারণ
ধূম ত্যজি' অগ্নি যথা সেবে নরগণ,
সেইরূপ দোষ ছাড়ি' গুণাংশ গ্রহণে
করিবেক কর্ম্ম সবে শুদ্ধির কারণে।
সর্ব্ব কর্ম্মে বুদ্ধি যাঁ'র আসক্তি-রহিত,
আত্মানন্দ-ভোগে যাঁ'র মন বশীকৃত,
সে হেতু কর্ম্মের ফলে নাহি স্পৃহা যাঁ'র,
সঙ্গফলত্যাগ রূপ সন্ন্যাসে তাঁহার
সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি-রূপিণী সিদ্ধি যাহা,
কর্ম্মমুক্তি কহে যা'রে, লাভ হয় তাহা। (১)
জ্ঞানের পরমা নিষ্ঠা, ব্রহ্ম সনাতনে
প্রাপ্ত হ'ন যাহে সেই কর্ম্ম-সিদ্ধ জনে,
সংক্ষেপে তোমারে তাহা কহি হে এখন,
অবহিত হয়ে, সখা, করহ শ্রবণ। (২)
সাত্ত্বিকী বুদ্ধির করি' আশ্রয় গ্রহণ,
সাত্ত্বিকী ধৃতিতে আত্মা করি' সংযমন,

---

(১) যাঁহার বুদ্ধি সকল কর্ম্মেই আসক্তি রহিত, অর্থাৎ যিনি আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নিরন্তর আত্মানন্দ ভোগে থাকাতে যাঁহার মন বশীভূত, কর্ম্মফলে যাঁহার কামনা থাকে না, তিনি কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ ও ফলকামনা পরিহার রূপ সন্ন্যাস দ্বারা সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি রূপিণী সিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মমুক্তি লাভ করেন।

(২) যাহা জ্ঞানের চরম, যাহা দ্বারা সেই কর্ম্মাসিদ্ধ ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি।

শব্দ-আদি বিষয়ের ভোগ তেয়াগিবে,
রাগ-দ্বেষ-বিরহিত চিত্তকে করিবে
পবিত্র স্থানেতে বাস করিবে সতত,
লঘু আহারেতে দেহ রাখিবে নিয়ত ;
সংযত করিবে যত্নে বাক্য কায় মন,
বৈরাগ্য-আশ্রয় সদা করিবে গ্রহণ ;
আত্মার স্বরূপ চিন্তা ধ্যানেতে করিবে,
ব্রহ্ম-সম্মিলন-যোগে নিমগ্ন রহিবে ।
দেহাত্মাতে অভিমান-রূপ অহংকার,
বল, দর্প, কাম, ক্রোধ করি' পরিহার,
হইলে মমতা-শূন্য, প্রশান্ত-হৃদয়,
নিশ্চল ভাবেতে ব্রহ্মে অবস্থান হয়।
ব্রহ্মেতেই নিরন্তর অবস্থান যাঁ'র,
জানিবে সতত চিত্ত প্রসন্ন তাঁহার ;
লব্ধনাশে শোক তাঁ'র না আসে অন্তরে,
আকাঙ্ক্ষা না হয় তাঁ'র অলব্ধের তরে ;
সর্ব্বভূতে সমভাবে করি' দরশন,
আমাতে পরমা ভক্তি লভেন সে জন।
যৎস্বরূপ যৎস্বভাব আমি, ধনঞ্জয় !
ভক্তিতে তাঁহার তাহা সুবিদিত হয়।
আমি যে ব্যাপিয়া আছি বিশ্ব চরাচর,
চিদানন্দ-ময়, বাক্য-মন-অগোচর,
পরমা ভক্তির বলে এ তত্ত্ব আমার
অনায়াসে পরিজ্ঞাত হ'য়ে থাকে তাঁ'র।
আমাতে প্রবেশ তিনি করেন তখন,
আনন্দ-স্বরূপ হ'য়ে নিরন্তর র'ন।

স্বর্গাদি ফলের ভোগে আশা না রাখিয়া,
ভক্তিভরে আমাকেই আশ্রয় করিয়া,
নিত্য-নৈমিত্তিক-আদি কর্ম্ম সমুদয়
সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত, পার্থ, যা'র হয়,
অনাদি অব্যয় পদ, প্রসাদে আমার,
লব্ধ হয় অনায়াসে জানিও তাঁহার।
কর্তৃত্বের অভিমান বিহীন হইয়া
সকল কর্ম্মের স্বামী আমাকে ভাবিয়া,
মনে মনে আমাতেই কর্ম্ম সমুদয়
সমর্পিয়া লহ তুমি আমারি আশ্রয়,
বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মময় নিরখি সকল
হইয়া মদেক-চিত্ত রহ, মহাবল!
তাহা হইলেই, জেন, প্রসাদে আমার
ভীষণ সংসার-দুর্গে পা'বে তুমি পার।
অনাস্থা করিলে ইথে বৃথা অহংকারে,
বিনষ্ট হইতে হ'বে অবশ্য তোমারে।
অহংকার-বশে যদি, ভরত-তনয়!
যুদ্ধ করিবে না বলি' করহ নিশ্চয়,
ব্যর্থ হইবেক তব সেই অঙ্গীকার,
প্রবৃত্ত করিবে যুদ্ধে প্রকৃতি তোমার।
ক্ষত্রিয় বলিয়া, পূর্ব্ব-কর্ম্মের সংস্কারে,
থাকিতে হয়েছে, পার্থ, নিবদ্ধ তোমারে।
না চাহ করিতে যাহা হ'য়ে মোহবশ,
তাহাই করিবে শেষে হইয়া অবশ।
দারুযন্ত্রে কৃত্রিম ভূতেরে আরোহণ
করাইয়া সূত্রধার ঘুরায় যেমন,

ড

সেরূপ সবার হৃদে করি' অবস্থান,
মায়ায় তা'দিগে সদা ঈশ্বর ঘুরান।
সংসার-সন্তাপ তুমি দূর করিবারে
তাঁহারি শরণ লও সকল প্রকারে।
পাইবে পরমা শান্তি প্রসাদে তাঁহার,
নিত্যধাম্ লব্ধ হ'বে তাহাতে তোমার
গুহ্য হইতেও যাহা অতি গুহ্যতর,
কহিনু সে জ্ঞান এই, কুরুবংশ-ধর !
আলোচনা করি' ইহা সম্যক্ প্রকারে,
যাহা ইচ্ছা এবে তুমি পার করিবারে।

সর্ব্ব গুহ্যতম পরম বচন
কহি পুনরায় কিরীট-ধর !
প্রিয় অতিশয় তুমি হে আমার,
তব হিত কহি, শ্রবণ কর।

আমাতেই তুমি সপ প্রাণ মন,
আমাকেই সদা ভকতি কর,
আমারি অর্চ্চনা করহ নিয়ত,
নমস্কার তুমি আমাকে কর।

প্রিয়তম তুমি হওহে আমার,
অঙ্গীকার আমি করিনু তা'ই,
ভজিলে আমায় আমাকেই পা'বে,
সংশয় তোমার তাহাতে নাই।

সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিহরি'
আমারি আশ্রয় করহ সার,
আমি সব পাপে তারিব তোমারে,
শোকের কারণ কি আছে আর?

তপোধর্ম্ম-হীন হয় যেই জন,
ভক্তি নাহি যা'র আমার প্রতি,
গুরু প্রভৃতির সেবা শুশ্রূষায়
না হ'ল কখন যাহার রতি,

পরম-ঈশ্বর আমাতেই দোষ
মনুষ্য-দৃষ্টিতে, যে জন দেয়,
কবে নিরন্তর অসূয়া আমার,
এ গীতার্থ-তত্ত্ব ক'বে না তা'য়।

ভক্ত যা'রা মোর, তাহাদের কাছে
এ পরম গুহ্য প্রকাশে যেই,
আমাতেই করি' পরমা ভকতি
আমাকেই পায় জানিও সেই।

মনুষ্যের মধ্যে প্রিয়কারী মম,
তা'র চেয়ে আর কেহই নয়,
হ'বেনাও আর ভুবন ভিতরে
প্রিয় মোর কেহ, সে যত হয়।

জপ-রূপে এই ধর্ম্ম অনুত্তম
সংবাদ মোদের পড়িবে যেই,
জ্ঞান-মহাযজ্ঞে আমারি অর্চ্চনা,
জানিও অর্জ্জুন! করিবে সেই।

হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্, অসূয়া-বিহীন,
এ গীতা শ্রবণ করে যে নরে,
মুক্ত সে হইয়া যায় শুভলোকে,
পুণ্যশীলে বাস যথায় করে।

কহ, পার্থ, এবে, কহিলাম যাহা
শুনিলে কি তুমি একাগ্র-মনে?
অজ্ঞান-জনিত মোহ কি তোমার
হইয়াছে দূর এ সব শুনে?

কহিলেন ধনঞ্জয়, প্রসাদে তোমার
অপনীত হ'ল মোহ, অচ্যুত, আমার;
তত্ত্বজ্ঞান-স্মৃতি আমি লভেছি এখন, (১)
সমস্ত সংশয় দূরে করেছে গমন।
আদেশ যেরূপ, কৃষ্ণ, করিবে আমারে,
পালিব এখন তাহা আমি অবিচারে।
সঞ্জয় বলিল, শুন অন্ধ নৃপবর!
বাসুদেব-অর্জ্জুনের রোমহর্ষকর
অদ্ভুত সংবাদ যাহা করেছি শ্রবণ,
অবিকল তব কাছে করিনু কীর্ত্তন।

(১) তত্ত্বজ্ঞান রূপ স্মৃতি

আমার সাক্ষাতে নিজে যোগেশ্বর হরি,
কহিলেন ফাল্গুনীরে যাহা কৃপা করি',
ব্যাসের প্রসাদে আমি, অম্বিকা-নন্দন!
সে পরম-গুহ্য যোগ করিনু শ্রবণ।
বাসুদেব-ধনঞ্জয়ে যে বিস্ময়-কর
কথোপকথন হ'ল সর্ব্বপাপহর,
করিতেছি তাহা আমি যতই স্মরণ
মুহুর্মুহু হর্ষে তত হ'তেছি মগন।
অতি অপরূপ সেই বিশ্বরূপ হরি
দেখা'লেন কপিধ্বজে যাহা কৃপা ক'রি',
করিতেছি বার বার যতই স্মরণ
ততই পুলক আমি পেতেছি, রাজন্!
যে পক্ষে রহেন কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর
যে পক্ষে গাণ্ডীবধর পার্থ বীরবর,
সে পক্ষেই অবস্থিত নীতি সমুদয়,
সে পক্ষেই ব্যবস্থিত অনন্ত বিজয়
সে পক্ষেই বিরাজিত চির-অভ্যুদয়,
সে পক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, এ কথা নিশ্চয়

সম্পূর্ণ।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গীতা-মাহাত্ম্য ।

একদা প্রসঙ্গ-ক্রমে সূতে সম্বোধন
করিয়া সুধান তাঁ'রে তপোধনগণ ;—
নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাস পরাশর-সুত
কহিয়া দিলেন যেই পরম অদ্ভুত
গীতার মাহাত্ম্য, মুনে, প্রাচীন সময়ে,
কহ তাহা যথাবৎ কৃপাপর হ'য়ে ।
শৌনকাদি ঋষিদের শুনিয়া বচন,
কহিলেন তদুত্তরে সূত তপোধন ;—
গূঢ়তম যে মাহাত্ম্য পরম-কল্যাণ
করেন কীর্ত্তন সেই ব্যাস ভগবান্,
অনুত্তম সে মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে
ক্ষমতা কাহার আছে, না পারি বুঝিতে ।
কৃষ্ণই বিদিত ফল সম্যক্ উহার,
কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় কিছু কিছু তা'র ;
ব্যাস, শুক, যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক,
ইহাঁরাও না জানেন সে ফল সম্যক্ ;
কিছু কিছু আছে জানা ইহা তাঁ' সবার,
অপরে শুনিয়া জানে অংশমাত্র তা'র ।
আমি যাহা শুনিয়াছি ব্যাসের বদনে,
কিছু প'রমাণে তা'র কহি'ছি এক্ষণে ।

গীতা-মাহাত্ম্য।

সর্ব্বোপনিষৎ গাভী, গোপাল-নন্দন
শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্ত্তা, শুণ ঋষিগণ!
বৎস পার্থ, গীতা দুগ্ধ অমৃত সমান,
করেন পরমানন্দে সুধী তাহা পান।
সাধিবারে ত্রিলোকের মহা-উপকার
আপনি পার্থের করি' সারথ্য স্বীকার,
দিলেন এ গীতামৃত যিনি করুণায়,
নমস্কার পরমাত্মা সে কৃষ্ণের পায়।
সংসার-সাগর ঘোর তরিতে যে চায়,
গীতা-তরি চড়ি' সুখে পরপারে যায়।
শ্রবণে বা যোগাভ্যাসে যেই মূঢ় জন
পারে নাই গীতা-জ্ঞান লভিতে কখন,
সে যদি কদাপি মোক্ষ চাহে পাইবারে
বালকেও উপহাস করয়ে তাহারে।
দিবানিশি গীতা-শাস্ত্র যে করে শ্রবণ
অথবা যে অহোরাত্র করে অধ্যয়ন,
মনুষ্য শব্দেতে বাচ্য কখন সে নয়,
দেবরূপী সেই জন জানিও নিশ্চয়।
যে গীতার জ্ঞান-বলে কৃষ্ণ কিরীটীরে
প্রবোধিত করিলেন সমর-অজিরে,
কি সগুণ কি নির্গুণ, করিয়া বিশেষ,
পরম-ভকতি-তত্ত্বে তাহে উপদেশ।
অষ্টাদশ সোপান যে আছয়ে গীতায়
ভক্তি মুক্তি দুই হয় সমুশ্রিত তায়।
তাহাতেই প্রেম-ভক্তি-কর্ম্মে সবাকার
চিত্তশুদ্ধি হয় ক্রমে, ঘুচিয়া বিকার।

এ গীতা-সলিলে স্নান করি' সাধুগণ
সংসার-মালিন্য হ'তে পরিমুক্ত হ'ন;
কিন্তু যদি শ্রদ্ধাহীন করে ইথে স্নান,
বৃথা তাহা, মাতঙ্গের স্নানের সমান।
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা অথবা গীতার
করে নাই যে কখন, বৃথা কর্ম্ম তা'র;
গীতার্থ যাহার জানা নাহিক কখন,
অধম তা'হ'তে আর নাহি কোন জন।
কুল শীল ধন মান জ্ঞানে ধিক্ তা'র,
মনুষ্য দেহেও তা'র ধিক্ বার বার।
গীতার্থ যাহার জানা নাহি কোন ক্রমে,
বিভবে তাহার ধিক্, ধিক্ গৃহাশ্রমে।
প্রারব্ধে তাহার ধিক্, ধিক্ প্রতিষ্ঠায়,
মহত্ত্বে তাহার ধিক্, সম্মানে পূজায়।
গীতা-শাস্ত্রে মতি কভু না হয় যাহার,
সমস্ত কর্ম্মই জেন বিফল তাহার।
জ্ঞানদাতা যে তাহার ধিক্ ধিক্ তা'য়,
ধিক্ তা'র যশে ব্রতে নিষ্ঠা তপস্যায়।
গীতার্থ যাহার নাহি কখন পঠন,
তা' হ'তে অধম আর নাহি কোন জন।
গীতাতে না হইয়াছে যে জ্ঞান কীর্ত্তিত,
তাহাই আসুর জ্ঞান নামে অভিহিত;
ধর্ম্মহীন নিরর্থক সে জ্ঞান নিশ্চয়,
বেদ-বেদান্তের তাহা বহির্ভূত হয়।
গীতাতে ধর্ম্মের তত্ত্ব আছে সুবাহিত,
গীতাতে সকল জ্ঞান করে নিষ্পাদিত।

গীতা-মাহাত্ম্য।

সর্ব্বশাস্ত্র-সারভূতা এ বিশুদ্ধা গীতা,
শ্রীবিষ্ণুর পর্ব্বদিনে হয় যা'র গীতা,
শ্রীহরি-বাসরে পাঠ যেবা ইহা করে,
সর্ব্বত্র অভয় তা'র সতত বিচরে।
স্বপনে কি জাগরণে, চলিতে, বসিতে,
শত্রু তারে কোথাও না পারে ব্যথা দিতে।
দেবগৃহে, শালগ্রাম-শিলা-সন্নিকটে,
শিবালয়ে, তীর্থভূতা তটিনীর তটে,
এ পবিত্র গীতা পাঠ যেই জন করে,
পরম সৌভাগ্য তা'র আপনার করে।
গীতা-পাঠে তুষ্ট যথা দেবকী-নন্দন,
বেদে দানে যজ্ঞে তীর্থে ব্রতে তথা ন'ন।
ভক্তিভাবে গীতা হয় অধীত যাহার,
বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ পাঠের ফল তা'র।
যোগ-স্থানে, সিদ্ধ পীঠে, শিলামূর্ত্তি পাশে,
সাধুর সভায়, যজ্ঞে, বৈষ্ণব সকাশে,
এই গীতা যদি কেহ করে অধ্যয়ন,
নিশ্চয় পরমা সিদ্ধি লভে সেই জন।
পাঠ বা শ্রবণ গীতা নিত্য হয় যা'র,
সদাক্ষিণ অশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফল তা'র।
পরম গীতার্থ যিনি করেন শ্রবণ,
কিংবা যেই জন ইহা করেন কীর্ত্তন,
অথবা শ্রবণ যিনি অপরে করান,
অক্ষয় পরম পদ সকলেই পান।
পরিশুদ্ধ গীতা-গ্রন্থ বিধি-অনুসারে
সাদরে যে করে দান ভক্তি সহকারে,

লভে সে প্রেয়সী ভার্য্যা, সৌভাগ্য সুনাম,
আরোগ্য তাহার কাল কাটে অবিরাম।
দয়িতাদিগের প্রিয় হ'য়ে অতিশয়
যাপে সে পরম সুখে জীবন নিশ্চয়।
অভিচারে যে দুঃখের হয় সমুদ্ভব,
বর-শাপ-গত দুঃখ অথবা যে সব,
এ পবিত্র গীতা পাঠ হয় যে ভবনে,
পশে না পশে না কভু পশে না সেখানে।
ত্রিতাপ-জনিত ব্যথা না পশে সেথায়,
অন্য কোনরূপ পীড়া সেখানে না যায়।
শাপ পাপ নাহি সেথা, নাহিক দুর্গতি,
না ঘটে তাহাতে কা'রো নরক-বসতি।
বিস্ফোটক-আদি কা'রো না জনমে দেহে,
ঐকান্তিকী দাস্য-ভক্তি কৃষ্ণপদে রহে।
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে যে নিয়ত,
গীতাভ্যাসে থাকে যদি সদা সে নিরত,
গীতার মাহাত্ম্যে তা'র সকলের সহ
সমুদিত সখ্যভাব হয় অহরহ।
ইহলোকে পাপ হ'তে মুক্তি তা'র হয়,
পরলোকে নিরন্তর সুখভোগে রয়।
মহাপাপ, অতিপাপ যদি কদাচন
গীতাধ্যায়ী কোনরূপে করে আচরণ,
পদ্ম-পত্রে জল যথা স্পৃষ্ট কভু নয়,
পাপে লিপ্ত সেরূপ সে কখন না হয়।
অনাচারে কিংবা কোন অকথ্য-কথনে,
অস্পৃশ্য-পরশে কিংবা অভক্ষ্য-ভক্ষণে,

জ্ঞানে বা অজ্ঞান-বশে ইন্দ্রিয়-জনিত
যত পাপ মনুষ্যের হয় উপচিত,
করিলে এ গীতাপাঠ আর নাহি রয়,
তখনি বিনষ্ট হয় সে সব নিশ্চয়।
সর্ব্বত্র ভোজন যদি করে কোন জন,
সকল লোকের দান করয়ে গ্রহণ,
তবু পাপে পরিলিপ্ত কখন সে নয়,
এ পবিত্র গীতা পাঠ যদ্যপি করয়।
অবিধিতে রত্নপূর্ণা সমগ্র মেদিনী
অধিকার করিলেও, গীতা-পাঠ যিনি
করেন বারেকমাত্র, দোষ তাঁ'র যায়,
বিনির্ম্মল হ'ন তিনি স্ফটিকের প্রায়
গীতা-পাঠে প্রীত যা'র চিত্ত নিরন্তর,
তিনিই পণ্ডিত, নহে অন্য কোন নর।
তিনিই সাগ্নিক, তিনি জপ-পরায়ণ,
তাঁ'র সম ক্রিয়াবান্ নহে অন্য জন।
দর্শনীয় হ'ন তিনি, তিনি ধনবান্,
তিনিই পরম যোগী, তিনি জ্ঞানবান্।
সর্ব্ব-যজ্ঞ-শীল তিনি, তিনিই যাজক,
সমুদায় বেদার্থের তিনিই দর্শক।
গীতা-গ্রন্থ যে খানেতে নিত্য পাঠ হয়,
প্রয়াগাদি সর্ব্ব তীর্থ সেইখানে রয়।
ঋষি যোগী দেবকুল সকলে মিলিয়া,
রক্ষিতে পাঠক-দেহ সযত্ন হইয়া
যদবধি নাহি হয় দেহের বিনাশ,
করিয়া থাকেন সবে দেহ মধ্যে বাস।

ধ্রুব নারদাদি সব পার্শ্বদে লইয়া
গোপাল-বালক কৃষ্ণ সত্বর আসিয়া
যেখানেতে গীতা-গ্রন্থ হয় অধ্যয়ন,
সহায় হইয়া সেথা র'ন অনুক্ষণ।
অধ্যয়ন, অধ্যাপন যেথানে গীতার,
যেথানে হইয়া থাকে বিচার তাহার,
শ্রীরাধা সহিত সেথা করেন রমণ,
আপনি শ্রীভগবান্ রাধিকা-রঞ্জন।
গীতার মাহাত্ম্য-কথা নিজে ভগবান্
অর্জ্জুনে কহেন যাহা; কর অবধান;
গীতাই হৃদয় মম, কুন্তীর তনয়!
গীতা সারভাগ মম, জানিও নিশ্চয়।
গীতাই আমার হয় অতি উগ্র জ্ঞান,
গীতাই অব্যয় জ্ঞান, অনুত্তম স্থান।
গীতাই পরম পদ জানিও আমার,
গীতা হ'তে গুহ্য মম নাহি কিছু আর।
আমার পরম গুরু গীতা, ধনঞ্জয়!
আছি আমি এই গীতা করিয়া আশ্রয়।
গীতাই আমার জেন পরম ভবন,
গীতা-জ্ঞানে করি আমি ত্রিলোক পালন।
অনির্ব্বাচ্য-পদা, মম অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী,
গীতাই পরমা বিদ্যা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
অতি গুহ্য নাম যত আছয়ে গীতার,
কহিতেছি, পার্থ, আমি নিকটে তোমার।
মন দিয়া সে সকল করহ শ্রবণ,
কীর্ত্তনমাত্রেই যাহে পাপ-বিমোচন।

গঙ্গা, সত্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, পতিব্রতা, সীতা,
সাবিত্রী, ত্রিসন্ধ্যা, নন্দা, ব্রহ্মাবলি, গীতা,
অর্দ্ধমাত্রাচিতা, নিত্যা, বিমুক্ত-গেহিনী,
ভবঘ্নী, পরমানন্দা, ভ্রান্তি-বিনাশিনা.
বেদত্রয়ী, তত্ত্ব-অর্থ-জ্ঞানের মঞ্জরী,
নামাবলি স্থির চিত্তে নিত্য জপ করি.
ইহলোকে জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করে নর,
অন্তেতে পরম পদ পায় অনন্তর।
সমগ্র গীতার পাঠে অশক্ত যে জন
করিবে অর্দ্ধেক পাঠ সামর্থ্য যেমন;
গোদান-জনিত পুণ্য লভিবে তাহাতে,
সংশয় নাহিক কিছু, অর্জ্জুন, ইহাতে
ত্রিভাগ-পঠনে হয় সোম-যাগ-ফল,
গঙ্গাস্নান-ফল লাভ ষড়াংশে কেবল।
দুইটী অধ্যায় নিত্য পাঠ হয় যা'র,
কল্প-কাল ইন্দ্রলোকে বসতি তাহার।
একটী অধ্যায়মাত্র ভক্তি সহকারে
প্রতিদিন ইহার যে পারে পড়িবারে,
সেই ফলে, ভারত, সে রুদ্রলোক পায়,
গণ হ'য়ে বহুকাল নিবসে তথায়।
অর্দ্ধেক, চতুর্থ অংশ অথবা ইহার
প্রত্যহ যে পড়ে, গতি রবিলোকে তা'র,
মন্বন্তর-শত বর্ষ তপন-লোকেতে
নিবসি' কাটে সে কাল পরম সুখেতে।
গীতা-শ্লোক দশ, সপ্ত, পঞ্চ, চতুষ্টয়,
তিন, দুই, এক কিংবা অর্দ্ধেকও হয়

পঠিত যাহার নিত্য, পৃথার কুমার!
চন্দ্রলোকে বর্ষাযুত নিবসতি তা'র।
যে কোন অধ্যায়ে হ'ক, নাহি নিরূপণ,
একটী চরণমাত্র করিয়া স্মরণ
ত্যজিতে যে পারে দেহ অন্তিম সময়
পায় সে পরম পদ অক্ষয় অব্যয়।
অন্তকালে গীতা পাঠ অথবা শ্রবণ
করিতে সমর্থ যদি হয় কোন জন
থাকিলেও মহা মহা পাতক তাহার
মুক্তিভাগী সেই জন, মোক্ষ হয় তা'র
গীতা-সহযোগে প্রাণ ত্যজিয়া যে যায়
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহ পরানন্দ পায়।
একটা অধ্যায় সহ ঘটিলে মরণ
মনুষ্য-যোনিতে হয় জনম-গ্রহণ।
"গীতা" এই শব্দ মাত্র করি' উচ্চারণ
মরিলেও, পরা গতি লভে সর্ব্ব জন।
যে যে কর্ম্ম শ্রেয় বলি' বর্ণিত গীতায়,
পূর্ণতা সে সব পায় দোষ-হীনতায়।
পিতৃলোক-উদ্দেশেতে শ্রাদ্ধের সময়ে
গীতা-পাঠ করে যেবা ভক্তিমান্ হ'য়ে,
পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাহার
গমন করেন স্বর্গে পাইয়া উদ্ধার।
গীতা-অধ্যয়ন হেতু হ'য়ে হরষিত,
গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ তৃপ্তির সহিত,
পুত্রাদিকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে
পিতৃলোকে যান তাঁ'রা পুলকিত-চিতে।

ধেনু-পুচ্ছ সহ যদি গীতা দান করে,
সম্যক্ কৃতার্থ হয় সেই দিনে নরে।
বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে দিলে স্বর্ণ সহকারে,
পুনর্ব্বার জন্ম আর না হয় সংসারে।
শত খণ্ড গীতা দান করে যেই জন,
ব্রহ্ম-নিকেতনে যায়, না ফিরে কখন।
গীতাদানে সপ্ত কল্প বিষ্ণুর সদনে,
বাস করে বিষ্ণু সহ আনন্দিত-মনে।
গীতার্থসম্যক্ রূপে করিয়া শ্রবণ,
দান করে গীতা গ্রন্থ শ্রদ্ধায় যে জন,
হইয়া তাহার প্রতি প্রীত ভগবান্,
সমুদয় মনোভীষ্ট করেন প্রদান।
দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ করিয়া ধারণ
বর্ণ-চতুষ্টয় মধ্যে কখন যে জন
অমৃত-রূপিণী গীতা পাঠ নাহি করে,
অথবা না আনে ইহা শ্রবণ-গোচরে,
করতল-গত সুধা ত্যজিয়া হেলায়,
ভক্ষণ সে করে বিষ, কহিনু তোমায়।
সংসারের দুঃখ-শতে যে জন পীড়িত,
গীতামৃত-পান তা'র সর্ব্বদা বিহিত।
গীতা-জ্ঞান লভি,' করি' ভক্তি ভগবানে,
হইবেক ইহলোকে সুখী বুদ্ধিমানে।
জনক প্রভৃতি বহু রাজন্য-নিকর
আশ্রয় করিয়া গীতা, কৌরব-প্রবর!
সর্ব্ব পাপে পরিমুক্ত হইয়া এখানে,
পেয়েছে পরম পদ দেহ অবসানে।

ইতর বিশেষ গীতা না রাখে কাহায়,
সমভাবে সর্ব্বকালে নিরখে সবায়;
সকল লোকেরি ইহা জ্ঞান-বিধায়িনী,
সকল লোকেরি ইহা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
গর্ব্বে অভিমানে নিন্দা যে করে ইহার,
প্রলয় পর্য্যন্ত বাস নরকে তাহার।
যে মূঢ় গীতার্থ নাহি মানে অহংকারে,
কল্পান্ত পচিতে হয় কুম্ভীপাকে তা'রে।
গীতার্থ কোথাও কেহ ব্যাখ্যা যবে করে,
সমীপে থাকিয়া তাহা না শুনে যে নরে,
দেহান্ত ঘটিলে, তা'রে শূকর যোনিতে
বার বার হয়, জেন, জনম লইতে।
গীতা-গ্রন্থ যদি কেহ করয়ে হরণ,
সফল কিছুই তা'র না হয় কখন,
করুক সে অধ্যয়ন গীতা বার বার,
চৌর্য্যবৃত্তি হেতু পাঠ বিফল তাহার।
গীতার্থ শ্রবণ করি' যাহার অন্তরে
পরমার্থ-বিষয়েতে হর্ষ না সঞ্চরে,
জগতে কিছুতে তা'র নাহি হয় ফল,
শ্রমতের শ্রম যথা বৃথাই কেবল।
শ্রবণ করিয়া গীতা, পরম-আত্মার
প্রীতি হেতু নিবেদন করিবে আহার;
বিশুদ্ধ কাঞ্চন আর কৌষেয় বসন
করিতে হইবে সেই সঙ্গে নিবেদন।
ভক্তি-ভাবে বাচককে বিহিত বিধানে
হইবে করিতে পূজা বস্ত্রাদি প্রদানে।

এইরূপে যাচকের পূজার বিধান
করিলেই হ'ন প্রীত তাহে ভগবান্।
সূত কহিলেন, ঋষে, শ্রীযদুনন্দন
করিলেন এই গীতা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।
গীতা-অন্তে এ মাহাত্ম্য পঠিত হইলে
যথা-উক্ত ফল ইথে অসংশয়ে মিলে।
গীতা-শেষে যে না করে এ মাহাত্ম্য পাঠ,
বৃথা তা'র পরিশ্রম, বৃথা গীতাপাঠ।
মাহাত্ম্য-সমেত পাঠ যে করে গীতার,
শ্রদ্ধায় যে শুনে, গতি পরমা দোঁহার।
শুনিয়া গীতার্থ, এই মাহাত্ম্য শুনিলে,
সেই পুণ্যফলে ভবে সর্ব্ব সুখ মিলে।

কলিকাতা,
৩ নং ফেয়ার্লি প্লেস, ক্যাম্‌ব্রিজ ষ্টীম প্রেসে
শ্রীঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারায়
মুদ্রিত।